# জাল-নোট।

( ডিটেকটিভ উপন্যাস। )

( বৰ্দ্ধমান, গৌরডাঙ্গা-নিবাসী )

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

কলিকাতা,

৫২ নং নিমুগোস্বামীর লেন হইতে

এন, কে, শীল এণ্ড এস, কে, শীল দ্বারা প্রকাশিত।

শীল-প্রেস।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৩ সাল।

# জাল-নোট।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### প্রতিজ্ঞা।

মহেশপুর * * * জেলায় একটী জনপদ। অধিবাসীদের অধিকাংশই রাজপুত, মারহাটী, ভীল, কুড়মি ও গোণ্ডজাতীয়। তদ্ভিন্ন বিষয় কার্য্যোপলক্ষে কয়েক ঘর বাঙ্গালী, ঘর দুই মুসলমান এবং অপরাপর জাতিও বাস করে।

মহেশপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই চিত্রাকর্ষক। অদূরে শৈলমালা—তাহার নিম্নে চিরহরিত সমতলভূমি—যতদূর দৃষ্টি চলে, শৈল-সানুদেশ শোভিত করিয়া, উৎসব বাড়ীতে বিস্তৃত সবুজ আস্তরণের ন্যায় আবৃত। এক পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী ক্ষীণা রজত রেখার মত, ঐ সমভূমির একাংশের উপর দিয়া—মহেশপুরের উত্তর ও পূর্ব্বসীমাকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত। পর্ব্বতের উপর হইতে গ্রামখানিকে একখানি সুন্দর চিত্রপটের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

ঐ স্থানের পাহাড়গুলি তত উচ্চ নয়। উহার উপরে সমতলভূমিতে এবং সানুদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটী গণ্ডগ্রাম আছে। এই সকল স্থানের মধ্যে মহেশপুরই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং সমৃদ্ধ। এখানে নিয়মিত হাট বসে এবং নানা দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়।

কয়েকটী প্রধান প্রধান পথ মহেশপুরের উপর দিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটী পাহাড়ের উপর দিয়া বিস্তৃত। ঐ পার্ব্বত্যপথের কিছু উত্তরে, এক স্থানে জল জমিয়া একটী ক্ষুদ্র হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে।

একদিন বাসন্তী অপরাহ্ণের অপ্রখর রবিকর হ্রদের ঐ স্ফটিকস্বচ্ছ সলিলের উপর পড়িয়া ক্রীড়া করিতেছিল। হ্রদের চারিধারে নানাজাতীয় বৃক্ষ, গুল্ম এবং লতা ভ্রমরগুঞ্জন এবং বিহগ-কুজনে মুখরিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। একটী যুবক—বয়োক্রম অনুমান অষ্টাবিংশ—তটপ্ররূঢ় পত্রবহুল একটী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া, বিশ্রাম করিতেছেন। যুবককে দেখিতে যে বেশ সুশ্রী—তাহা নহে। তবে তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু, সুগঠিত নাসা এবং বিস্তৃত উচ্চ ললাট দেখিলে, কুৎসিতও বলা চলে না।

যুবক পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, ছায়া-স্নিগ্ধ এই রম্য জলাশয় তটে বিশ্রাম করিতেছেন। উত্তরীয়, জামা এবং মাথার পাগড়ী খুলিয়া রাখিয়াছেন। পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড ব্যাগ এবং অপরাপর দ্রব্য পতিত। দ্রব্যগুলির অধিকাংশই চিত্রকরের ব্যবহারোপযোগী। ব্যাগের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা,—"বিজয় সিংহ, আজমীর।"

যুবক অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সলিল-সিক্ত সমীর সেবনে তাঁহার ক্লান্তি অনেকটা অপনোদিত হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। স্থানটীর সৌন্দর্য্য-সম্পদে তাঁহার চিত্ত এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, উহা পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

যুবক যে স্থানে এক্ষণে উপবিষ্ট, ঐ স্থান হইতে মহেশপুর বেশ দেখা যাইতেছিল। বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল দিয়া, রবিকর-রঞ্জিত অট্টালিকা এবং পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কুটীরগুলি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। যুবক কুঞ্চিত-ললাটে অনেকক্ষণ সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ সেই মহেশপুর,—ঐ স্থানে হেমন্তবাবুর শেষ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে!"

যুবক আবার নীরব, আবার চিন্তামগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় কহিলেন, "অমন অকপট বন্ধু আর পাইব না। তিনি বাঙ্গালী—আমি মারহাটী, হইলে কি হয়—অমন সুহৃদ আমার আর কেহ নাই।"

দিনান্ত রবির স্বর্ণকররেখা বৃক্ষান্তরালের মধ্য দিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, অল্প অল্প জলাশয়-জলে পড়িতেছে। যুবকের চমক ভাঙ্গিল। অজানাপথে এখনও অনেকখানি যাইলে, তবে মহেশপুর পাইবেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাগড়ী প্রভৃতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন।

যুবক সরকারের বেতনভোগী একজন ডিটেক্‌টিভ পুলিস-কর্ম্মচারী। নাম দর্পহারী সিংহ। তিনি পুলিসবিভাগে বিশেষ

সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে একখানি স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। পদকখানির গঠনের কিছু বিশেষত্ব আছে। তারকচিহ্নবৎ—উহার এক পৃষ্ঠে গোয়েন্দার নিদর্শন—অপর পৃষ্ঠে তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার অঙ্কিত। উহার মধ্যস্থলে একখানি মূল্যবান হীরক।

বাবু হেমন্তলাল মুখোপাধ্যায়ও একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুলিস-কর্ম্মচারী; তাঁহার সহিত দর্পনারী সিংহের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

আজি কয়েক বৎসর হইতে এই জেলায় বহুল পরিমাণে জাল-নোট চলিত হইয়া আসিতেছে। বহু কষ্ট করিয়াও সরকার বাহাদুর ইহার কোন প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অবশেষে গোয়েন্দা পুলিস বিভাগের উপর উহার প্রতিকারের ভার অর্পিত হইল। কোথায় নোট-জাল হইতেছে কে বা কাহারা করিতেছে—কোন্ ব্যক্তির সাহায্যেই বা উহা বাজারে চলিতেছে, ধরিবার জন্য, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি, অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীগণ ছুটিলেন। জাল-নোট আসল নোটের এত অনুরূপ যে, সহজে উহার কৃত্রিমতা ধরে কাহার সাধ্য। দুই একজন উক্ত নোট চালাইয়া ধরা পড়িল—কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল কিন্তু আসল দোষের মূলোৎপাটন হইল না। ক্রমে এমন হইল যে, জাল-নোটে দেশ ছাইয়া ফেলিল—লোকে সহজে আর নোট লইতে চাহে না—যাহার নিকট আসল নোট আছে সেও আর সাহস করিয়া উহা বাহির করে না—কি জানি, যদি উহা জাল প্রমাণিত হয়—বিপাকে পড়িতে হইবে।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, খ্যাতনামা হেমন্তবাবু সন্দেহ-বশে কয়েকজন লোকের অনুসরণ করিয়া এতদঞ্চলে আগমন করেন। সে আজ একবৎসর পূর্ব্বে।

তিনি এ অঞ্চলে আসিয়া হেড-কোয়াটার বা সদরে তাঁহার দুইটী রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁহার শেষ রিপোর্ট এই মহেশপুর হইতে যায়—সে আজ ছয় মাস পূর্ব্বের কথা। তাহার পর তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার নিরুত্তরে সন্দিগ্ধ ক্রমশঃ শঙ্কিত হইয়া, তাঁহার সংবাদ এবং পরিণাম জানিবার জন্য এই দর্পহারী সিংহকে এ প্রদেশে পাঠাইয়াছেন।

দর্পহারী এতদিন কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে ছিলেন। গত পরশ্ব তারিখে সদরে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র, পুলিসের বড় সাহেব তাঁহাকে খাস কামরায় আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বাবুসাহেব! এ অশান্তির নিবারণ করিতে না পারিলে, পুলিসের দুর্নামের আর সীমা থাকিবে না। যেরূপে হউক, তোমাকে এই সকল জালিয়াতগণকে ধরিতে হইবে। আজ ছয় মাস হেমন্ত বাবুর কোন সংবাদ নাই—আমার ভয় হই-তেছে, তিনি আর জীবিত নাই তাঁহার পরিণাম নির্দ্ধারিত অবগত হওয়াও আবশ্যক। তুমি আজই মহেশপুর যাত্রা কর।"

তদনুসারে দর্পহারী সিংহ এখানে উপস্থিত। তাঁহার পাগড়ী আদি সংগ্রহ করিয়া ব্যাগ এবং অপরাপর দ্রব্য হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আর একবার মহেশপুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "হেমন্ত! তোমার নিরুদ্দেশবার্ত্তা

পূর্ব্বে শুনিলে, আমি শতকার্য্য ফেলিয়া, এখানে বহুপূর্ব্বে আসিতাম। যদি তুমি জীবিত থাক, তোমায় খুজিয়া বাহির করিব—আর যদি তুমি দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারা নিহত হইয়া থাক, তাহার প্রতিশোধ লইব। এ কার্য্যে যদি আমার জীবন যায়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইব না। সহস্র কার্য্য ফেলিয়া, আজি হইতে এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলাম।”

তাঁহার নেত্রদ্বয় ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার রোষ-রক্তিম মুখমণ্ডলে দিনান্তরবির শেষ রক্তিম-কররেখা পড়িয়া মিলাইয়া গেল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### স্খলিত-পদক।

দর্পহারী পর্ব্বতের উপর হইতে পথে নামিয়া আসিলেন এবং মহেশপুরের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা আগত প্রায়, তিনি অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলিতে লাগিলেন। সহসা নীরব প্রান্তরে, নৈশ সমীরে কাহার স্বরলহরী ভাসিয়া উঠিল। স্বর অতি মধুর। দর্পহারী রুদ্ধগতি হইয়া শুনিতে লাগিলেন। কোন রমণী মধুর কণ্ঠে গাহিতেছে—স্বর পাহাড়ের উপর হইতে আসিতেছে। সম্ভবতঃ কোন রমণী গাহিতে গাহিতে পর্ব্বতের উপর হইতে এই পথে নীচে নামিয়া আসিতেছে। তিনি পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন কিন্তু পথের বক্রতা এবং শৈল-গাত্রে অনুচ্চ তরুগুল্মের সমাবেশবশতঃ গায়িকাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া.

পুনরায় মন্থরগমনে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা গান থামিল—ভীতিবিহ্বল—করুণকণ্ঠে কে আর্ত্তনাদ করিল,—

"কে আছ—শীঘ্র এস—খবরদার হাত ছাড়!"

দর্পহারী শিহরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কোন দিক হইতে শব্দ আসিতেছে, আর একবার স্থিরকর্ণে শুনিয়া, নিজের ব্যাগ প্রভৃতি সেই স্থানে ফেলিয়া, শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, এক কিশোরী কৃষ্ণবেশ এক পাহাড়ীর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিতেছে।

তিনি ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "বদমায়েস! পাজী! স্ত্রীলোকের অপমান! ছাড়—ছাড়, ছাড়িয়া দে!"

পাহাড়ী হাত ছাড়িয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "কে তুই? কেন এ স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়াছিলি?"

পাহাড়ী কোন কথা কহিল না। কেবল আরক্তনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল। দর্পহারী ক্রোধোন্মত্ত হইয়া একটা ঘুসি তুলিলেন। পাহাড়ী লঘুহস্তে তাঁহার উদ্যত হস্ত ধরিয়া ফেলিল—তখন দুই জনে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অত্যল্প কালমধ্যে দর্পহারী আততায়ীকে ভূশায়িত করিয়া, তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসিলেন। হতভাগ্য পাহাড়ী তখন কাতরকণ্ঠে করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। দর্পহারী তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "এ স্থান হইতে দূর হ'—[illegible] যদি তোকে এ অঞ্চলে দেখিতে পাই—পুলিসে ধরাই[illegible]

পুলিসের নাম শুনিয়া লোকটা বনের [illegible]

করিল। দর্পহারী তখন গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে শঙ্কিতা কিশোরীর সমীপবর্ত্তী হইলেন।

স্ত্রীলোকটীর বয়স পনের কি ষোল বৎসরের অধিক নয়। এখনও তাহার চকিত নেত্রে—পাণ্ডুর অধরে এবং সৌরকর-দগ্ধ পুষ্পপর্ণের মত বিশুষ্ক কপোল-কমলে আশঙ্কার ছায়া চিত্রাঙ্কিত রহিয়াছে। সুন্দরী ম্লান হাসি হাসিয়া, উপকারীর সম্বর্দ্ধনা করিবার প্রয়াস পাইল কিন্তু পোড়া হাসি চপলা বিকাশের মত নিমিষে অধরপাশে লুকাইয়া পড়িল। দর্পহারী তাহার সে সলজ্জভাব লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কুমারী! তোমার এই যৎসামান্য উপকার করাতে, আমি যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি!"

কুমারী এবার বীণাঝঙ্কারবৎ মধুরকণ্ঠে কহিল, "যৎসামান্য উপকার! আপনি আজ আমার মহদুপকার করিয়াছেন। আপনার সাহায্য না পাইলে, সর্ব্বনাশ হইত।"

দর্প। তুমি এখন কোথায় যাইবে?

কুমারী। মহেশপুর।

দর্প। ভালই হইয়াছে—আমিও মহেশপুর যাইতেছি। তুমি আমার সঙ্গে চল—আর তোমার কোন ভয় নাই।

তখন তাঁহারা দুই জনে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, দর্পহারী তাঁহার দ্রব্যাদি তুলিয়া লইলেন। কুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল আপনার দ্রব্য আপনি কি কোন চিত্রকর?"

হাসিয়া দর্পহারী কহিলেন, "আমি এখন চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেছি। আমার নাম বিজয় সিংহ—আজমীরে আমার

বাড়ী। সখের খাতিরে তোমাদের এ অঞ্চলে বেড়াইতে আসিয়াছি। কুমারী তোমার পিতার নাম কি?"

কুমারী। আমার পিতার নাম হুনীচাঁদ। আমাকে সকলে করুণা বলিয়া ডাকে।

দর্প। তোমার নামটী যেমন মধুর, তোমার কণ্ঠস্বরও তেমনি মিষ্ট। আমি গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

লজ্জায় কিশোরীর গণ্ড আরক্তিম হইল। তাঁহারা কথায় কথায় মহেশপুরের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দর্প-হারী তাহার নিকট পান্থাবাসের সংবাদ জানিয়া তদভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কুমারী হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিবার অনেক প্রয়াস পাইলেন—কিন্তু সকল কথা ভাল করিয়া, গুছাইয়া মুখে আসিল না। করুণ বাঙ্গি সলজ্জদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পরে আকাশে চাঁদ উঠিল। চাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না যে স্থানে, দর্পহারীর সহিত পাহাড়ীর মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানের উপর আপতিত হইল। সেই শুভ্র তরল চন্দ্রালোকে একখণ্ড হীরক ঝক্ মক্ করিতে লাগিল—হীরকখানা একটী ক্ষুদ্র স্বর্ণপদকের মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### করুণা বাঈ।

করুণা বাঈ অবিবাহিতা ষোড়শী যুবতী। মহেশপুর বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে তাহার মত সুন্দরী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

করুণার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়। স্ত্রীবিয়োগের অত্যল্পকাল পরেই দুলীচাঁদ অহল্যা-নাম্নী অপর এক কামিনীর পাণীগ্রহণ করেন। তাহার ফলে তাঁহার আরও দুইটী কন্যা হইয়াছে। অহল্যা সাধারণতঃ বড়ই ক্রুরহৃদয়া—করুণার প্রতি কখনই সে করুণার ব্যবহার করিত না। তাহার এরূপ আচরণের প্রধান কারণ করুণা সুন্দরী—শান্তস্বভাবা এবং লোকপ্রিয়া। তাহার গর্ভজাতা কন্যা দুইটীকে দেখিতে তত সুশ্রী নয়—তাহারা বড় দুরন্ত এবং সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে। করুণার এতগুলি অপরাধ। এই গুরু অপরাধের জন্য বিমাতা সর্ব্বদা তাহাকে ভর্ৎসনা করিত,—করুণা নীরবে সকল অপরাধ সহ্য করিয়া ম্লানমুখে দিন কাটাইত। পিতার নিকট অভিযোগ করিয়া কোন ফল পাইত না—এরূপ অবস্থায় কেহ কোন কালে ফল পায় নাই সুতরাং সেও পাইত না। দুলীচাঁদ তরুণী ভার্য্যার বিরাগ উৎপত্তির ভয়ে, হয় সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেন, না হয় তাহাকেই তিরস্কার করিতেন।

যখন অহল্যার নিজ কন্যারা খেলা করিত, বসিয়া গল্প গুজব করিত,—করুণা বাই তখন কাজ করিত। সে হাড়ভাঙ্গা

পরিশ্রম করিয়াও বিমাতার নিকট আদর বা যশঃ পাইত না। কোন না কোন একটা ছল-ছুতা ধরিয়া, অহল্যা তাহাকে ভর্ৎসনা করিত। এইরূপ অপমান, লাঞ্ছনা এবং অহর্নিশি ভর্ৎসনার মধ্যে করুণার জীবন গঠিত হইতে লাগিল। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, ততক্ষণই তাহার চোখে জল—বাড়ীর বাহিরে যতটুকু সময় কাটাইয়া আসিতে পারে—তাহাতেই তাহার সুখ—তাহাতেই তাহার স্বস্তি।

তাহার বয়স হইয়াছে—বিবাহযোগ্য হইয়াছে কিন্তু বিমাতার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই—পিতা দেখিয়াও দেখে না—অথবা সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারে না—সেই জন্ম ষোড়শী করুণা বাঈ এখনও অনূঢ়া।

কিশোরগঞ্জ ক্ষুদ্র পল্লী, পাহাড়ের অপর প্রান্তে অবস্থিত—মহেশপুর হইতে মাত্র দেড় মাইল অন্তর। কিশোরগঞ্জে করুণার এক দূরসম্পর্কীয়া মাসী থাকেন--মেসো মধ্যবিত্ত গৃহস্থ--চাষবাস করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। মাসীর কন্যা কমলা পীড়িতা—করুণা বৈকালে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। কমলা তাহার সমবয়সী—তাহাকে বড় ভালবাসে—তাহার রুগ্নশয্যার পার্শ্বে অনেকক্ষণ বসিয়া--তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া--আবার কাল আসিব বলিয়া—বিদায় লইয়া বাটী ফিরিতেছিল। পথে পাহাড়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়—দর্পহারী আসিয়া রক্ষা করেন। করুণা বাটী ফিরিতে ফিরিতে তাঁহারই বিষয় ভাবিতেছিল।

তাহার যে হৃদয়ের উপর দিয়া, এতদিন কেবল ভর্ৎসনার ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে—আজ ঘটনাক্রমে সেখানে

ফোঁটা কতক মধুরতার স্নিগ্ধবৃষ্টি পড়িয়াছে। যুবতী উপকারকের সহিত, মিষ্ট আলাপ এবং সদাচারের বিষয়ই কেবল ভাবিতেছে। তাহার মরুময় শুষ্ক-হৃদয় আজ যেন কোন অজ্ঞাতরসে অভিসিঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। যুবতী ভাবিতেছে, "বেশ নামটী—বিজয় সিং! লোকটী যেমন সাহসী—তেমনি বলশালী এবং পরোপকারী। শুনিলাম, এখন কিছুদিন আমাদের মহেশপুরে থাকিবেন। আমার সহিত কি আর দেখা হইবে না?"

এই সময়ে করুণা তাহাদের বাটীর সমীপবর্ত্তিনী হইল। হত-ভাগিনী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই অহল্যা বাঈ—করুণাকে দেখিয়া, বিকৃতমুখে রূক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজমহিষীর কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?"

করুণা ধীরভাবে কহিল, "কিশোরগঞ্জে কমলাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার যেরূপ কঠিন পীড়া—এ যাত্রা রক্ষা পাইবে কি না সন্দেহ!"

গর্জ্জন করিয়া ভামিনী কহিল, "আহা! এখনও মরে নাই—তবে আর তাহার কি হইয়াছে! আমি যে এদিকে মরিতেছি, তাহা কেহ দেখিবে না—দিন রাত খাটিয়া খাটিয়া, আমি যে কঙ্কালসার হইতেছি, তাহা দেখিবার সময় লোকের চোখে আগুন লাগে! আমি যেন বাঁদী—আমি যেন বাড়ীর দাসী—আমি কাজ করিব আর তুমি যে পাহাড়ের হাওয়া খাইয়া—গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াইবে, তাহা হইবে না। বাড়ী আসুক, বলিয়া দিতেছি।"

মেঘ না চাহিতেই জল। ছুলীচাঁদ ঠিক এই সময়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিলে, তাঁহাকে ঠিক প্রকৃতিস্থ বলিয়া বোধ হয় না। অপেক্ষাকৃত জড়িত-কণ্ঠে কহিলেন, "আবার আজ ?"

অহল্যা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল—এইবার পা ছড়াইয়া বসিল,—তাহার পর কয়েকবার ফোঁস ফোঁস করিয়া, নাকিস্বরে আরম্ভ করিল, "মরণ হইলে বাঁচি—এমন করিয়া কি সংসার চলে—দিনে রাতে খাটুনি—একদণ্ড বিশ্রাম নাই।"

আবার ফোঁস-ফোঁস! এ সব নিত্য ঘটনা—সুতরাং ছুলিচাঁদ আর অধিক শুনিবার অপেক্ষা করিলেন না। করুণাকে বলিলেন, "তোমাকে বলিয়া আর আমি পারিলাম না। তোমাদের আর এক সঙ্গে থাকা হইবে না—শীঘ্র তোমার বিদায় করিবার চেষ্টা দেখিতেছি। দৌলতরামের সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল ?"

দৌলতরামের নাম শুনিয়া, করুণা শিহরিয়া উঠিল। গলদশ্রুলোচনে কহিল, "না।

ছুলি। কতদিন দেখা হয় নাই ?

করুণা। অনেকদিন।

ছুলি। শীঘ্রই সে আমাদের বাড়ী আসিবে—সে তোমার নিকট যাহা প্রস্তাব করিবে—তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।

করুণা। প্রস্তাব করিবে—স্বীকার করিতে হইবে! কি কথা বাবা ?

ছুলি। তাহার সহিত তোমার বিবাহ!

করুণা চক্ষে অন্ধকার দেখিল। বৎসর খানেক পূর্বে

দৌলতরাম হুলিচাঁদের বাড়ী আসিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করুণার পাণীপ্রার্থী হইয়াছিল। হুলিচাঁদ তখন অবজ্ঞাভরে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ হুলিচাঁদ স্বয়ং বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার নিকট আসিয়া বলিতেছেন, "তাহার সহিত তোমার বিবাহ! আমি সম্মতি দিয়াছি—তুমি এখন আর বালিকাটী নাই—তোমার বয়স হইয়াছে—সেই জন্য তোমার মতামত লওয়ার একবার আবশ্যক।"

ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কম্পিতকণ্ঠে করুণা কহিল, "বাবা—

হুলি। কি?

করুণা। আপনি পিতা——

হুলি। পাঁচশ' বার! আমি কি তা অস্বীকার করিতেছি?

করুণা। হাত পা বাঁধিয়া আমায় জলে ফেলিয়া দিবেন না। আমি তা——

হুলিচাঁদ কুপিতস্বরে কহিলেন, "তুই কি?—তাহাকে বিবাহ করিবি না?"

এবার লজ্জা ত্যাগ করিয়া, গলা ঝাড়িয়া করুণা দৃঢ়তার সহিত কহিল,—"না!"

ভূমিতলে প্রকাণ্ড একটা চপেটাঘাত করিয়া, সুরামত্ত হুলিচাঁদ কহিলেন, "কি—আমার অবাধ্যতা!"

করুণা। পিতা! কখনও তোমার কথার উপর কথা কহি নাই। কখনও——

হুলি। কোন কথা শুনিব না—দৌলতরাম আমার ভাবী জামাতা—তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

করুণা। ক্ষমা কর পিতা—যাহাকে ঘৃণা করি—তাহার——

তুলি। খবরদার! আমার কন্যা আমার কথার উপর কথা কহিবে, অসহ্য! বল এখনও হাঁ কি না।

করুণা। না। বরং যমের গলে বরমালা দিব—তবু দৌলতরামকে বরণ করিব না।

তুলীচাঁদ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "যাও, এখন আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### পান্থাবাসে।

মহেশপুরের বাজারের মধ্যে একটীমাত্র সরাই বা পান্থাবাস। স্বত্বাধিকারীর নাম কি তাহা ঠিক বলিতে পারি না—সকলে তাহাকে মিশ্রঠাকুর—এবং তাহার চটীকে মিশ্রঠাকুরের চটী বা সরাই বলিয়া থাকে।

মিশ্রঠাকুর অমায়িক, মিষ্টালাপী। বহু যাত্রী এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। গ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোকেদের এটা একটা আড্ডা—একটু অবসর পাইলেই এখানে আসিয়া জমা হয় এবং রঙ্গরস, ক্রীড়াকৌতুক বা পরচর্চ্চায় দুই দণ্ড কাটাইয়া যায়। মিশ্রঠাকুরের সরাইয়ের পাশেই একখানি সরাপের দোকান—লোকের বিশ্বাস—দোকানে ঠাকুরের অংশ আছে।

অদ্য সন্ধ্যার পরও পান্থাবাসে দুই চারিজন যাত্রী এবং আট দশজন গ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোক জমা হইয়াছে; এমন

সময়ে দর্পহারী সিংহ তাঁহার জিনিষপত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মিশ্রঠাকুর তাঁহাকে একটা ঘর দেখাইয়া দিলেন। দর্পহারী তথায় আপনার জিনিষপত্র রাখিয়া, হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তর বাহিরের রোওয়াকে, যেখানে অপরাপর লোক বসিয়া কথাবার্ত্তা, হাস্যপরিহাস করিতেছিল, তথায় আসিয়া একধারে উপবেশন করিলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের নিবাস ?"

দর্পহারী উত্তর করিলেন, "আমার নাম বিজয় সিংহ—আমার নিবাস আজমীর।"

পুনরায় প্রশ্ন হইল, কোথায় যাওয়া হইবে ?"

দর্পহারী। আমি ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছি—চিত্র-বিদ্যায় একটু ঝোঁক আছে—যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভাল দেখিতে পাই—সেই স্থানে দু দশদিন থাকি।

প্রশ্ন। তাহা হইলে এখানে এখন কিছুদিন থাকিবেন ?

দর্পহারী। হাঁ, অভিপ্রায় তাই বটে।

মিশ্রঠাকুর ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রতি যত্নাধিক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পুনরায় সকলে কথাবার্ত্তা এবং গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। দর্পহারী যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার অদূরে একখানা সংবাদপত্র পড়িয়াছিল। তিনি কাগজখানা টানিয়া লইয়া দেখিলেন, উহা চারি পাঁচদিন পূর্ব্বেকার। যাহা হউক, অন্য কার্য্যাভাবে তিনি সংবাদপত্রের স্তম্ভে মনোনিবেশ করিলেন। সহসা একটা স্থানে দৃষ্টি পড়িবামাত্র, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। উহাতে লেখা ছিল——

"দৌলতরাম বাবু পাহাড়ের উপর যে নরকঙ্কাল দেখিতে পাইয়াছেন, উহা যে ঘাসিরামের তৎসম্বন্ধে এক্ষণে আর কাহারও কোন সন্দেহ নাই। প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে, এই ঘাসিরাম মহেশপুরে আসিয়া একটা কারবার খোলেন এবং আপনাকে আমেদাবাদ জীবন-বিমা আফিসের এজেণ্ট বলিয়া পরিচয় দেন। সহসা তিনি নিরুদ্দিষ্ট হওয়াতে, লোকের মনে সন্দেহ হয় এবং উক্ত বিমা আফিসের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব আছে কি না সন্ধান লওয়াতে, তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আরও প্রকাশ পাইয়াছে তিনি একজন সরকারী গোয়েন্দা। কঙ্কালরাশির পার্শ্বে রক্তাক্ত যে জামা কাপড় পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে তাঁহার ডিটেক্‌টিভের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ সদরে প্রেরিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে শীঘ্রই এ বিষয়ের তদারকের জন্য এখানে উপযুক্ত কর্ম্মচারী প্রেরিত হইবে। তদন্তে হত্যাকারী ধৃত এবং সকল রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।"

দর্পহারী অতি কষ্টে আত্মসংযম সহকারে উক্ত সংবাদটী দুই তিন বার পাঠ করিলেন। মনের মধ্যে তাঁহার প্রলয়ের ঝড় বহিলেও, তাঁহার বাহ্য আকৃতি স্থির শান্ত। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায় হেমন্ত! এই তোমার ভবিতব্য! তোমার অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য পূর্ব্বেই আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। অদ্যই পুলিস সাহেবের নিকট সকল সংবাদ প্রেরণ করিব—পাঁচজন পুলিস কর্ম্মচারীকে এখানে পাঠাইতে লিখিব। তাঁহারা পুলিসের পোষাক পরিয়া থাকিবেন।

এই স্থানে বা নিকটে কোথাও বাসা লইবেন কিন্তু আমার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না—কেহ কখনও আমার সহিত তাঁহাদিগকে কথা কহিতে দেখিবে না। লোকের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর থাকিবে—আমাকে তাহা হইলে কেহ সন্দেহ করিবে না—আমি গোপন অনুসন্ধানের সময় এবং সুযোগ পাইব। এই দৌলতরাম কে? কালই তাহার সহিত একবার দেখা করিব—যে স্থলে হেমন্তের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, সে স্থানটাও একবার দেখিয়া আসিব।”

এই সময়ে অপর একটী ভদ্রলোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ—দেখিতে বেশ সুশ্রী। তাঁহার চাল-চলন দেখিলেই, তিনি যে, একজন বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

লোকটী উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাদের কি হইতেছে? ঠাকুর কোথায়?”

এতক্ষণ যে গল্পস্রোত অবাধগতিতে চলিতেছিল, তাহা যেন কতকটা সংযত হইয়া আসিল—উচ্চ হাস্যরোল কতকটা যেন মন্দীভূত হইয়া পড়িল। মিশ্র ঠাকুর তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া কহিলেন, “এই যে আমি এখানে! বসুন দৌলতরাম বাবু।”

দৌলতরাম উপবেশন করিলেন এবং লোকগুলির সহিত কথাবার্ত্তায় যোগ দিলেন। দর্পহারী একবার অলক্ষিতে তাঁহার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন।

দৌলতরাম সহসা দর্পহারীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আপনি কি পড়িতেছেন মহাশয়? খুনের বিষয়?"

দর্প। হাঁ। আপনিই কি এই দৌলতরাম?

দৌল। কেমন করিয়া জানিলেন, আমার নাম দৌলতরাম?

দর্প। ঠাকুর মহাশয় আপনার নাম করিলেন। বড়ই রহস্যজনক ঘটনা।

দৌল। হাঁ।

দর্প। পুলিস কাহাকেও সন্দেহ করে নাই?

দৌল। না।

দর্প। কাগজে দেখিতেছি শীঘ্রই এখানে উপযুক্ত কর্ম্মচারী তদন্ত করিতে আসিতেছে তাহা হইলে এইবার নিশ্চয় হত্যাকারী ধরা পড়িবে।

দৌলতরাম একটু হাসিয়া কহিলেন, "এখানকার জমাদার এবং চৌকিদারেরা শত চেষ্টা করিয়াও যাহা বাহির করিতে পারে নাই—জন কতক বিদেশী আসিয়া কি করিবে মহাশয়? আপনার কি নাম?"

দর্প। আমার নাম বিজয় সিংহ।

দৌল। নিবাস?

দর্প। আজমীর। আমি একজন সখের চিত্রকর—আপনাদের এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি। কিছুদিন থাকিব।

দৌল। বেশ বেশ—সে ত সুখের কথা!

তাঁহারা অপরাপর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দর্পহারী ভাবিতে লাগিলেন, "দৌলতরাম উপস্থিত হইবামাত্র, সমবেত লোকগুলির অবাধ গল্পস্রোত যেন কতকটা মন্দীভূত,

সকলের প্রফুল্লভাব যেন কতকটা সংযত হইল। ইহার অর্থ কি? দৌলতরাম বোধ হয় গণ্য মান্ত, সম্পন্ন ব্যক্তি। তাই কি? না অন্ত কারণ আছে? এ ভাব ভক্তি প্রণোদিত? না আশঙ্কা প্রসূত? শেষটাই যেন বোধ হইতেছে। কেন? অনুসন্ধান করিতে হইবে!"

দর্পহারী মুখে কথা কহিলেও, অন্তরে তাঁহার এই ভাবের একটা চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে আর একটা ঘটনায় সকলের মনোযোগ বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হইল।

একটী মলিনবেশ লোক এই সময়ে টলিতে টলিতে সম্মুখস্থ সরাপের দোকানে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র, দৌলতরাম ডাকিলেন, "আরে কেও—রাজা যে?"

সম্বোধিত ব্যক্তি ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং মিনিট খানেক কুঞ্চিতললাটে আহ্বানকারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে মৃদুস্বরে দৌলতরাম দর্পহারীকে কহিলেন, "লোকটীর নাম জহরমল। উহার প্রায় সাত আট হাজার টাকার সম্পত্তি ছিল—বেশ্যা-মদে সমস্ত উড়াইয়া দিয়া—এখন এই বেশ! রাজার মত মেজাজ, সেই জন্য লোকে উহাকে রাজা বলিয়া ডাকে—ইহাতে ও বড় খুসী।"

জহরমল বা রাজা নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, "দৌলতরাম বন্ধু?"

দৌল। রাজা কোথা হইতে আসিতেছ? কন্যার বাড়ী হইতে?

জহ। হাঁ। বেটীর এত বিষয় কিন্তু বাপকে দিবার বেলায় কিছুই থাকে না। এস, যাও—থাক—বাস! তাহাতে আমার কি হইবে!

দৌল। তবে তোমার কষ্ট আর কিছুতেই ঘুচিতেছে না?

জহ। এইবার ঘুচিয়াছে। প্রাতঃকালে যখন উঠি,—তখন ফকির, আর এখন রাজা ত রাজা!

দৌল। বল কি! সহসা কিসে ভাগ্য ফিরিল?

জহ। ভগবান দেনেওয়ালা—দিলেই ফেরে!

দৌল। ব্যাপারটা কি?

জহ। কল্য হইতে আহার হয় নাই—মধ্যাহ্ণে কন্যার বাড়ী গিয়া হাজির। পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া, সন্ধ্যার সময় এদিকে আসিতেছিলাম। পাহাড় হইতে নামিতে না নামিতে রাত্রি হইল,—চাঁদও উঠিল। খানিক দূরে আসিয়াছি, এমন সময়ে দেখি না পথের উপর জল জল করিয়া কি একটা জ্বলিতেছে। প্রথমে মনে করিলাম আগুণ—নিকটে আসিয়া, হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলাম,—তাহা নহে, কপাল ফিরিয়াছে,—একখণ্ড হীরা।

দৌল। বল কি! হীরা? না না—তুমি বোধ হয় চিনিতে পার নাই?

জহ। আমি হীরা চিনি না? ভাল—তুমি একবার দিব্য চক্ষে দেখ দেখি এটা কি।

এই বলিয়া জহরমল বস্ত্রাঞ্চলে বদ্ধ একখানি ক্ষুদ্র তারকাকার স্বর্ণপদক বাহির করিয়া, বিস্ময়বিমুগ্ধ সমবেত সকলের

সম্মুখে ধরিল। প্রদীপালোকে তাহার মধ্যস্থ হীরকখণ্ড ঝলমল করিয়া উঠিল।

এ যে দর্পহারীর গোয়েন্দার নিদর্শন।

দর্পহারী স্তম্ভিত। মুহূর্ত্তে সকল ঘটনা তাঁহার স্মৃতি-পথারূঢ় হইল। পাহাড়ীর সহিত ধস্তাধস্তি করিবার সময় উহা তাঁহার বুক পকেট হইতে পড়িয়া গিয়াছে। এই অসাবধানতার জন্য মনে মনে নিজেকে অনেক তিরস্কার করিলেন। উপস্থিত দুর্ঘটনার জন্য তিনি স্তম্ভিত এবং চিন্তাকুল হইলেও, তাঁহার মুখভাবে কোন চিহ্নই প্রকটিত হইল না।

দৌলতরাম সবিস্ময়ে কহিলেন, "তাই ত রাজা এ হীরকই বটে। দেখি দেখি—একখানা পদকের মধ্যস্থলে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে! সর্ব্বনাশ! এ যে কোন গোয়েন্দার নিদর্শন দেখিতেছি!"

সকলে সাগ্রহে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। দৌলতরাম আলোকের নিকট পদকখানি ধরিয়া, তাহার পশ্চাতে যাহা যাহা লিখিত ছিল—পাঠ করিয়া কহিলেন, 'রাজা! এ বড় সহজ লোকের নয়! কাহার জান? দর্পহারী সিংহ—গভর্ণমেণ্ট ডিটেক্‌টিভের!"

দর্পহারীর নাম সকলেরই পরিচিত। জহরমল কহিল, "সত্য না কি? তাহা হইলে, লোকটা ত নিশ্চয়ই ইহার সন্ধানে এখানে আসিবে!"

দৌল। আসিবে কি? এতক্ষণ আসিয়াছে! নিশ্চয় কোন স্থানে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছে!

সহসা মুখ ফিরাইয়া, দৌলতরাম দর্পহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই দর্পহারীকে জানেন?"

দর্পহারী অকম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "না মহাশয়! আমি বিদেশী—এ দেশের লোককে কেমন করিয়া চিনিব?"

দৌলতরাম তখন পুনরায় জহরমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা! তুমি ইহা লইয়া কি করিবে?"

জহ। তাই ভাবিতেছি। কাজকি ও জিনিষ নিকটে রাখিয়া—বেচিয়া ফেলিব। দেখ, যদি আমাকে দশটা টাকা দিতে পার—উহা তোমারি হইয়া যাইবে।

দৌল। দশ টাকা লইয়া, তুমি ইহা বেচিবে?

জহ। নিশ্চয়! দর্পহারী যখন আসিবে—তখন টাকা কয়টা হজম করিয়া ফেলিব।

দর্পহারী কহিলেন, "চেষ্টা করিয়া দেখনা, যদি কেহ আরও বেশী দেয়!"

দৌলতরাম পুনরায় তাঁহার দিকে সন্দিগ্ধনেত্রে, চাহিলেন। তাহার পরে জহরমলকে কহিলেন, "মন্দ কথা নহে বোধ হয়, ইনি দশ টাকার বেশী দিয়া রাখিতে পারেন!"

জহরমল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন মহাশয়! আপনি বেশী দিতে রাজী আছেন?"

দর্প। না মহাশয়! আমি উহা লইয়া কি করিব? বিদেশী লোক—শেষে কি কোন পুলিস-হাঙ্গামায় পড়িব?

অপর কেহ বেশী দিয়া লইতে স্বীকার হইল না দেখিয়া, দৌলতরাম পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া, স্বর্ণপদকটী ক্রয় করিলেন। হাতে টাকা

পড়িবামাত্র, জহরমল আনন্দে নাচিতে নাচিতে, সরাপের দোকানে প্রবেশ করিল এবং এক বোতল মদ লইয়া, সেখানকার যে যে ও পথের পথিক—তাহাদের সহিত পান করিতে বসিয়া গেল।

কয়েক পাত্র উদরস্থ করিয়া, জহরমল দৌলতরামকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি উহা লইয়া কি করিবে?"

দৌলতরাম পদকখানি বুকপকেটের মধ্যে স্থাপন করিয়া কহিলেন, "কি করিব? এই সকলের সমক্ষে আমি ইহা ধারণ করিলাম এবং উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি, দর্পহারী সিংহ বা অন্য লোক—যদি তাহার সামর্থ্যে কুলায়, আমার নিকট হইতে লইয়া যাউক! হা—হা রাজা! বুঝিয়াছ, এ বড় শক্ত জায়গা!"

রাত্রি হইয়াছিল। দৌলতরাম প্রস্থান করিলেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### অবস্থাঘটিত প্রমাণ।

এ অধ্যায়ে আমরা পূর্ব্বেকার দুই চারিটী বিষয়ের উল্লেখ করিব।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বিবৃত হইল, তাহার কয়েক দিবস পূর্ব্বে, একদিন অপরাহ্নে আকাশ সহসা ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড়ে ধরণীকেও সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে।

সে দুর্য্যোগে গৃহের বাহির হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবপর

নহে। কিন্তু দুইটী লোক সেই ভয়ঙ্কর সময়ে—অদূরে শৈল-মালার উপরে বিচরণ করিতেছিল।

প্রথম ব্যক্তি দৌলতরাম। তিনি কার্য্যান্তরে স্থানান্তর গিয়াছিলেন। যখন পাহাড়ের উপর উঠিয়াছেন, তখন সহসা ঝটিকা উপস্থিত হইল। সচরাচর যে পথে লোকে যাতায়াত করে - তিনি সে পথে না গিয়া - অন্য একটা পথে মহেশ-পুরে ফিরিতেছিলেন। এ পথটা কিছু দুর্গম কিন্তু অনেকটা সোজা বলিয়া, অনেকে এ পথেও যাতায়াত করিয়া থাকে।

দৌলতরাম পথের একস্থানে আসিয়া, সহসা থামিলেন এবং পথ ছাড়িয়া, অপথে লতাগুল্মের মধ্য দিয়া, দক্ষিণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবিলম্বে তিনি পাহাড়ের উপর একটী ক্ষুদ্র বনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। একে আকাশ-মণ্ডল নীরদমালায় আচ্ছন্ন, তাহার উপর লতাবেষ্টিত বন-বৃক্ষের বহুলতা প্রযুক্ত সে স্থানটা কিছু অন্ধকার। সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, সহসা দৌলতরামের গতিস্থগিত হইল। তাঁহার সম্মুখে কোন মানবের দেহাবশেষ পতিত।

দৌলতরাম সভয়ে কিয়ৎক্ষণ সেই নরকঙ্কালের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর চরণপ্রহারে অস্থিগুলাকে সরাইয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিবামাত্র, সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অদূরে পত্রাবৃত একছড়া সোণার চেন পড়িয়া। তিনি তৎক্ষণাৎ সে গাছটা তুলিয়া লইলেন। উক্ত চেন ছড়াটী তাঁহার স্বগ্রামবাসী দুলিচাঁদের। তাঁহার এই বিস্ময়বেগ প্রশমিত হইতে না হইতে, অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া তিনি সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই ঝড়

মাথায় করিয়া, একজন লোক সেইদিকে অগ্রসর হইতেছে। দৌলতরাম যখন আগন্তুককে চিনিতে পারিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময় আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। আগন্তুক এই চেনের অধিকারী ফুলিচাঁদ।

ফুলিচাঁদও দৌলতরামকে দেখিয়া, সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ! দৌলতরাম। তুমি এখানে!"

দৌলতরাম তাঁহার দিকে খরদৃষ্টিতে চাহিয়া, রুক্ষস্বরে কহিলেন, হাঁ—খুনে ডাকাত! আমি এখানে।"

ফুলিচাঁদ স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া, কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, "আমি হত্যাকারী নই!"

দৌল। তুমি যে খুন কর নাই, তাহার প্রমাণ কি?

ফুলি। আর আমিই যে খুনী—তাহারই বা প্রমাণ কি?

দৌল। যথেষ্ট আছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঝটিকার বেগ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে, পথ ভুলিয়া, আমি এই বনের মধ্যে আসিয়া, এই মনুষ্য কঙ্কাল দেখিতে পাই। আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে এই চেন ছড়াটা এই স্থানে পতিত দেখিতে পাইলাম।

দৌলতরাম চেন ছড়াটা শুষ্কমুখ, কম্পিতবক্ষঃ হতভাগ্য ফুলিচাঁদের সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুলিচাঁদ! এ চেন কাহার?"

ফুলি। আমার।

দৌল। নিশ্চয়। মহেশপুরের অধিকাংশ লোকই ইহা তোমার বলিয়া সনাক্ত করিবে। এ চেন [illegible]

করিয়া আসিল, তুমিই তাহা বলিতে পারিবে। মৃতদেহের পার্শ্বে চেন গাছটা পাইয়া ভাবিতেছিলাম, হত্যাকারী তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য এখানে একটা সূত্র রাখিয়া গিয়াছে।

দুলিচাঁদ কপালে করাঘাত করিয়া, একটা বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিতান্ত বিষণ্ণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হায়! যাহা এতদিন ভয় করিয়া আসিতেছি, তাহাই হইল। আমারই উপর যে এই হত্যাপরাধ অর্পিত হইবে, অনেক পূর্ব্বে আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু দৌলতরাম! তোমার কি বিশ্বাস? তুমি কি আমাকে খুনী বলিয়া বিবেচনা কর?"

দৌলতরাম মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "কি বলিব—তোমার অনুকূলে কোন প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে না।"

দুলি। সত্য কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

দৌল। সেটা প্রমাণ করা বড় শক্ত। তুমি কি আদালতে তোমার নিরপরাধিতা প্রমাণ করিতে পারিবে?

দুলি। না। কিছুতেই পারিব না। যদি তুমি সকল ঘটনা প্রকাশ কর—নিশ্চয় হত্যাপরাধে আমার ফাঁসি হইবে।

দুলিচাঁদের মুখখানি রক্তশূন্য শবদেহের মত দেখাইতে লাগিল। দৌলতরাম সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, গম্ভীর-ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ আমি ঘটনাক্রমে এক স্থানে একটা মৃতদেহ এবং তাহার পার্শ্বে একছড়া সোণার চেন দেখিতে পাই। চেনগাছটা তোমার। আমার আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই

তুমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে এবং আমাকে তথায় দেখিবামাত্র, সভয়ে বলিয়া উঠিলে, 'সর্ব্বনাশ! দৌলতরাম! তুমি এখানে?' ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে, তুমি এই স্থানে আসিতেছিলে এবং তোমার আসিবার পূর্ব্বে আমাকে এখানে উপস্থিত দেখিয়া, তুমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছ সেই জন্যই তোমার মুখে ও প্রকার কথা বাহির হইয়াছে। তাহার পর, তোমার বিশুষ্ক মলিনবদন, ভীতিপূর্ণ চকিত ঈক্ষণ, হস্তপদের ঘন কম্পন—এ সমস্তই তোমার অপরাধের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ছুলিচাঁদ! আমার সাক্ষ্যে তোমার অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণিত হইবে এবং তুমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবে।

ছুলিচাঁদের কম্পন আরও বাড়িল—মলিন মুখ আরও মলিন এবং বিশুষ্ক হইল। হতভাগ্য গলদশ্রুলোচনে কাতর-কণ্ঠে কহিল, "ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি এ বাসারামকে কখনই হত্যা করি নাই!"

দৌলতরামের অধরোষ্ঠ মুহূর্ত্তের জন্য কুটিলহাস্যে রঞ্জিত হইল। তিনি কহিলেন, "তাহা হইলে, এ মৃতদেহ কাহার তাহাও তুমি জান? ছুলিচাঁদ! তোমার মোকদ্দমা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া দাঁড়াইতেছে।"

ছুলি। হাঁ—সত্যই মৃতদেহ সেই নিরুদ্দিষ্ট এজেন্ট বাসারামের। আমি আরও জানি—দৌলতরাম! সকল কথাই তোমাকে খুলিয়া বলি শোন। বাসীরামের যখন মৃত্যু হয় - তখন আমি এই স্থানে দাঁড়াইয়া।

দৌল। বল কি!

ভুলী। হাঁ। প্রাতঃকালে কামারডাঙ্গায় আমার এক আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি বাড়ী ফিরিতেছিলাম। বনের ধারে ঐ পথটার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, কাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমি দাঁড়াই এবং স্থিরকর্ণে শুনিতে থাকি। পুনরায় কাহার যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তরব আমার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করে। আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া, এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঘাসীরাম রক্তাক্তদেহে পতিত—তাঁহার পৃষ্ঠদেশে স্কন্ধের নিম্নে একখানা ছোরা বিদ্ধ। আমি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া, মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করিয়াই—যদি লোকটাকে বাঁচাইতে পারি ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে ছোরাখানা টানিয়া বাহির করিলাম। এতক্ষণ তাঁহার জ্ঞান ছিল না—এক্ষণে চেতনা সঞ্চার হইল। আমি ক্ষত স্থানের শোণিতপ্রবাহ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে সহসা ঘাসীরাম উঠিয়া বসিল এবং আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'খুনে ঘাতুক! মরিতে হয়, দুই জনেই মরিব।' রক্ত-ক্ষয়ে হতবল হইলেও, তাঁহার কবল হইতে আমার আত্মজীবন রক্ষা করিতে আমাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

দৌলতরাম সন্দিগ্ধভাবে শির সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "বুঝিয়াছি,—তাহা হইলে শেষে তোমারই আঘাতে তাহার মৃত্যু হয়?"

ভুলি। না, আমি তাহাকে খুন করি নাই। রক্তক্ষয়ে শীঘ্রই লোকটা অবসন্নদেহে মাটীতে গড়াইয়া পড়িল। আমি প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। লোকটা তখন আমাকে চিনিতে পারিয়া কহিল, 'তোমার কথায় আমার

অবিশ্বাস নাই, কিন্তু আমার হত্যাকারী যেই হউক,—তাহার নিস্তার নাই! জগতে আমার আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা খুব অল্প সত্য কিন্তু এই দুর্ব্বৃত্ত নরহন্তা কখনই আমাকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।' আমি বলিলাম, 'তোমার সে বন্ধুকে বল, আমি তাহাকে সংবাদ দিব।' লোকটা কহিল, 'তাহার নাম দর্পহারী সিংহ, ডিটেক্‌টিভ।' তাহার পরই লোকটার মুখ দিয়া ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতে লাগিল—পর মুহূর্ত্তে চিরদিনের জন্য সে চক্ষু বুজিল। তখন আমার নিজের অবস্থার বিষয় স্মরণ হইল—অবস্থাগতিকে আমি তখন কিরূপ বিপন্ন বুঝিতে পারিলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্তমাখা—আমার পরিধেয় বস্ত্র শোণিতসিক্ত! যদি কোন লোক আমাকে সেই অবস্থায়—সেই স্থানে দেখে—আমার পরিণাম কি হইবে ভাবিয়া আমি আকুল হইলাম। আমার সে অবস্থা দেখিলে, আমি যে হত্যাকারী নই—কে বিশ্বাস করিবে? ভয়ে আমি হিতাহিত জ্ঞান হারাইলাম-উন্মত্তের মত সে স্থান ত্যাগ করিয়া, বনের মধ্যে ছুটাছুটী করিতে লাগিলাম। দিনমান সেই ভাবে কাটিল। গভীর রাত্রে বাড়ী আসিয়া রক্তমাখা জামা-কাপড়, পাগড়ি উত্তরীয় সব পুড়াইয়া ফেলিলাম। তাহার পর উত্তমরূপে—দেহ পরিষ্কার করিলাম।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দুলীচাঁদ কিয়ৎক্ষণ থামিলেন, তাহার পর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, আমার ঘড়ির চেন গাছটী নাই। পূর্ব্ব রাত্রে জামা কাপড় দগ্ধ করিবার পূর্ব্বে, তাহার মধ্য হইতে টাকাকড়ি

বা ঘড়ি প্রভৃতি যাহা ছিল, বাহির করিয়া লইয়াছিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি চেন নাই। তখন মনে হইল, সম্ভবতঃ চেন ছড়াটা মুমূর্ষর সহিত ধস্তাধস্তি করিতে সেই স্থানে পড়িয়া গিয়াছে। রক্তমাখা জামা কাপড় পোড়াইলাম কিন্তু চেন হইতেই আবার সর্ব্বনাশ হইবে - উহার নীরব সাক্ষ্যেই আমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। আমি মৃত দেহের পার্শ্ব হইতে চেন গাছটা লইয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম কিন্তু পাছে কেহ আমাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমি এখানে আসিতে পারি নাই। দিন রাত্র অবসর খুঁজিতেছি—কতবার এদিকে আসিয়াছি কিন্তু পথে কাহারও না কাহারও সহিত দেখা হইয়াছে—অমনি মহা শঙ্কিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছি! সেই দিন হইতে মনের শান্তি হারাইয়া, প্রকৃত অপরাধীর মত দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে আমি উদ্বেগ এবং আশঙ্কার তাড়নে ক্ষতবিক্ষত হইতেছি। এই মহা দুর্য্যোগে মনে করিয়াছিলাম কেহ বাটীর বাহির হইবে না— এই সুযোগে চেন গাছটা লইয়া আসিব কিন্তু আসিয়া কি দেখিলাম, তুমি এখানে উপস্থিত। দৌলতরাম বাবু! যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তোমাকে সমস্তই বলিলাম, ইহার মধ্যে এক বিন্দু অসত্য নাই—এখন বল তোমার কি বিশ্বাস? এখন তুমি কি আমাকে হত্যাকারী বলিয়া প্রত্যয় কর?"

দৌলত। ঘটনা অদ্ভুত হইলেও, তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই কিন্তু জুরিরা কি ইহাতে আস্থা স্থাপন করিবে? না—কেহ তোমার কথা বিশ্বাস করিবে না। তুমি পূর্ব্বাপর প্রকৃত অপরাধীর মত ব্যবহার করিয়া আসিতেছ।

ছুলি। সে কথা সত্য!

দৌল। যদি তুমি সেই রক্তমাখা দেহ এবং বস্ত্র লইয়া থানায় উপস্থিত হইতে এবং সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিতে, হয়ত তাহারা তোমার কথা বিশ্বাস করিলেও, করিতে পারিত কিন্তু আজ যদি তুমি এই কথা ব্যক্ত কর, তাহারা তোমার সাধুতা এবং সরলতার উপহাস করিবে! ছুলিচাঁদ বাবু! এ খুনি-মামলায় নিশ্চয় [illegible] ফাঁসি হইবে।

ছুলিচাঁদ বালকের মত কাঁদিয়া [illegible]। তাহার সদাশয় পরামর্শদাতা পুনরায় সহানুভূতি [illegible] কহিল, "সত্যই এটা বড় শক্ত মামলা। [illegible] কোন উপায় নাই,—তবে —"

দৌলতরাম সহসা থামিলেন। ছুলিচাঁদ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি? থামিলে কেন?"

দৌলত। তবে আমি তোমায় বাঁচাইতে পারি!

ছুলি। তাইত! কি সর্ব্বনাশ! এ কথাটা এতক্ষণ আমার মনে পড়ে নাই! আমার বুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে। আমার এ কথা তুমি ভিন্ন আর কেহ জানে না! সত্যই দৌলতরাম বাবু! তুমিই একমাত্র আমাকে রক্ষা করিতে পার।

দৌলত। পারি। আমি মুখ বন্ধ করিলেই, তুমি রক্ষা পাইবে।

ছুলীচাঁদ সকাতরে দৌলতরামের দুইটী হাত ধরিয়া নিতান্ত কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আমাকে রক্ষা কর—আমার ধন দৌলত যাহা আছে, দৌলতরাম! সমস্তই তোমার।

দৌলত। আমি কেবল একটী মাত্র সর্ত্তে তোমায় রক্ষা করিতে পারি।

চুণি। কি বল?

দৌলত। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আমি উপযাচক হইয়া তোমার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিতে গিয়াছিলাম, তুমি অবজ্ঞাভরে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে। এক্ষণে পুনরায় আমি তোমার কন্যা করুণা বাঈয়ের পাণীপ্রার্থনা করিতেছি। তাহার সহিত আমার বিবাহ দাও—তুমি রক্ষা পাইবে, আর যদি অস্বীকার কর ম——

চুণি। আর বলিতে হইবে না। করুণার সহিত তোমার বিবাহ দিব। আমি শীঘ্রই এ বিষয়ের উত্থাপন করিব। যদি সে সম্মত নাও হয়—বলপূর্ব্বক তাহাকে তোমার করে অর্পণ করিব।

দৌল। উত্তম। তিন মাস সময় দিলাম। ইহার মধ্যে তোমার কন্যা যদি আমার পত্নী না হয়—তোমার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। বিবাহের পরদিনই এ চেক তোমায় প্রত্যর্পণ করিব

চুণিচাঁদ সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### চিত্রাঙ্কণ।

দর্পহারী নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে কয়েকখানি পত্র লিখিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পোষ্টাপিসের সন্ধান লইয়া চিঠি কয়খানি স্বহস্তে ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিশ্র ঠাকুরকে কহিলেন, "ঠাকুর মহাশয়! আমাকে একটী চালাক বালক দিতে পারেন, আমার সহিত খানিকটা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখাইয়া আনিবে।"

তদনুসারে মিশ্রঠাকুর তাঁহার পুত্র গোবিন্দকে তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দর্পহারী তাঁহার চিত্রাঙ্কণের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, বালকের সহিত বাহির হইলেন।

প্রান্তরে আসিয়া দর্পহারী বালকের সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোন্ দিকে যাইবে?"

বালক। যেখানে আপনি যাইতে বলেন, লইয়া যাইব।

দর্প। আমাকে এমন একটা স্থানে লইয়া চল, যেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য খুব মনোহর। পাহাড়ের উপর, খুব বড় বড় ঘন পল্লবিত বৃক্ষ থাকিবে—স্থানটা অথচ বেশ নির্জ্জন হইবে, এমন একটা স্থান পছন্দ করিয়া লইয়া চল। আমি সেই স্থানের চিত্র অঙ্কিত করিব।

বালক। এমন স্থান পাহাড়ের উপর বিস্তর আছে।

দর্প। বেশ বেশ। তবে নদীতীর বা শ্মশানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বা যে স্থানে কোন মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে

তেমন স্থলে যাইবার আবশ্যক নাই। কাল খবরের কাগজে পড়িতেছিলাম, এই স্থানে কোথায় কাহার একটা মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

বালক। হাঁ—হাঁ! আপনি সে স্থানে যাইবেন না? জায়গাটা কিন্তু বড় পরিষ্কার। আপনি যেমন অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ঠিক সেইরূপ।

দর্প। সত্য নাকি?

বালক। সত্য বৈ কি! সেখানে খুব একটা বড় গাছ আছে—তাহার ঘনপত্রের মধ্য দিয়া, সূর্য্যের কিরণ খুব কম প্রতিফলিত হয়। আর বড় নির্জ্জন।

দর্প। তুমি যদি স্থানটা পছন্দ কর, লইয়া চল। আমার চিত্রাঙ্কণের সুবিধা হইলেই হইল।

বালক মহা উৎসাহের সহিত তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাঁহারা একটা ক্ষুদ্র জঙ্গলের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বালক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "এই জঙ্গলের কথাই আপনাকে বলিতেছিলাম—ঐ দেখুন, সেই গাছ।"

দর্পহারী নির্দ্দিষ্টদিকে নেত্র ফিরাইয়া দেখিলেন, অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকলের উপর মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "হত্যাকারী তাহা হইলে, নিশ্চয় ঐ বৃক্ষের পার্শ্বে লুক্কায়িত ছিল। হতভাগ্য হেমন্ত যখন তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল, অলক্ষিতে তাঁহার পশ্চাতে ছুরি মারিয়াছে।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "স্থানটা নির্জ্জন এবং ভয়াবহ। ঘোর পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠানেরই উপযুক্ত স্থান!"

বালক। হাঁ—সকলেই ঐ কথা বলে।

দর্প। খুন সম্বন্ধে লোকে কি বলে?

বালক। এখানকার লোকের ধারণা হত্যাকারী ঐ গাছের আড়ালে লুকাইয়া ছিল, ঘাসিরাম যখন অন্যমনস্কভাবে উহার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হত্যাকারী পশ্চাৎ হইতে তাহার মাথায় লাঠি মারে। কারণ নিকটেই একগাছা মোটা লাঠী পাওয়া গিয়াছিল।

দর্প। বল কি লাঠী! অসম্ভব নয়! লোকের ধারণাই ঠিক। চল, যে স্থানে লাসটা পড়িয়াছিল, একবার দেখি।

যে স্থানে ঘাসীরাম বা হেমন্তবাবুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, বালক সেই স্থানটা দেখাইয়া দিল। দর্পহারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে প্রথমে এ খুনের বিষয় অবগত হয়?"

বালক। দৌলতরাম বাবু।

দর্প। হুঁ—হাঁ। কাগজেও ঐ নাম ছিল বটে। লোকটী কেমন?

এই প্রশ্ন করিয়া, সিংহ মহাশয় সেই স্থানে তাঁহার চিত্রকরণের উপকরণাদি বাহির করিয়া, রঙ্গ প্রভৃতি গুলিতে আরম্ভ করিলেন। একটা প্রশ্ন করিতে হয় করিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার যেন কোন ঔৎসুক্য নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া, আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। বালক অবাক হইয়া, তাঁহার কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিল। দর্পহারী সেই স্থানের একটা নক্সা বা চিত্র আঁকিতে আঁকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন; "হাঁ—আমাদের কি কথা হইতেছিল?"

বালক। দৌলতরাম কেমন লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

দর্প। মনে পড়িয়াছে। লোকটী কেমন?

বালক। গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা, শরীরে খুব সামর্থ্য আছে। বড় বড় পালয়ানও তাঁহার কাছে হার মানিয়া গিয়াছে।

দর্প। হুঁ এমনতর! কি কাজ করেন?

মুখে এই প্রশ্ন—হাত কিন্তু কামাই নাই।

বালক। ব্যবসায়ী লোক। পয়সা আছে। ভুষীমালের কারবার করেন। আড়তে কর্ম্মচারী আছে—তাঁহারা কাজ চালায়—প্রত্যহ একবার করিয়া দেখিয়া আসেন মাত্র।

দর্প। ঘাসীরাম লোকটী কেমন ছিলেন। বোধ হয় বড় বদ লোক?

বালক। না মহাশয়! তাঁহার মত অমন মিষ্টভাষী, সাধু প্রকৃতির লোক আমি খুব কমই দেখিয়াছি। মহেশপুরের সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

দর্প। এখানে তাঁহার কি কোন শত্রু ছিল?

বালক। কৈ না।

দর্প। কাহারও সহিত খুব মেশামিশি—ঘনিষ্ঠতা ছিল?

বালক। কৈ, তাহা মনে পড়ে না। তবে দৌলতরামের সহিত প্রায়ই তাঁহাকে বেড়াইতে দেখা যাইত।

দর্প। তাঁহারা কোথায় বেড়াইতে যাইতেন?

বালক। ঘাসীরাম বীমা আফিসের এজেণ্ট—তাঁহাকে এখানকার কেহ চিনিত না—দৌলতরাম লোকের নিকট লইয়া গিয়া, তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিতেন, এই মাত্র।

এই সময়ে দর্পহারীর চিত্র সম্পূর্ণ হইল। পাহাড়তলী—সেই মহীরূহ—মুলপল্লবিত গুল্মলতা—সকলই অবিকল অঙ্কিত

করিয়া, গোবিন্দের সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হইয়াছে ?"

বালক। বড় চমৎকার হইয়াছে। আমি যদি এইরূপ আঁকিতে পারিতাম !

দর্প। তুমি এই ছবিখানি লইতে পার। তুমিই প্রথমে এই স্থানে আসিবার কথা বলিয়াছিলে।

বালক মনে মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করিল। সে দর্প-হারীকে এ স্থানে না আনিলে, বোধ হয়, এমন ছবি হইত না—এই বোধ হয়, তাহার গর্ব্বের কারণ। সে মহানন্দে ছবিখানি হাতে করিয়া হাসিতে লাগিল।

এদিকে দর্পহারী তাঁহার দ্রব্য সকল গুছাইয়া লইলেন। তখন দুইজনে নানাকথায় মহেশপুরে আসিয়া পঁহুছিলেন। গোবিন্দ বাড়ীতে আসিয়াই, ছবিখানি একস্থানে লট্‌কাইয়া দিল। সকলেই চিত্রকরের কলানৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের কিয়ৎক্ষণ পরে দৌলতরামও আসি-লেন। চিত্রপট দেখিয়া কাহার জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ তথায় উপস্থিত ছিল,—দর্পহারীকে দেখাইয়া কহিল, "উনিই আঁকিয়াছেন। এখন উহা আমার।"

দৌলতরাম হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বিজয় সিংহ যে গোয়েন্দা দর্পহারী নয়—এ বিষয়ে এখন আর তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। কারণ পুলিসে যাহার চাকরি—চোর, ডাকাত ধরা যাহার ব্যবসা—চিত্রকর বলিয়া লোককে পরিচয় দিলেও, চিত্রকলায় তাহার এতখানি অধিকার থাকা সম্ভব নয়। কাল হইতে তাঁহার মনে যে খটকা লাগিয়াছিল, এক্ষণে তাহা নিরাকৃত হইল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### পদক উদ্ধার।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর, দর্পহারী বা বিজয় সিংহ তাঁহার উপকরণাদি লইয়া, পুনরায় ছবি আঁকিতে বাহির হইলেন। এবার আর মিশ্রঠাকুরের পুত্রকে সঙ্গে লইলেন না বা কোথায় যাইতেছেন, কাহাকেও বলিয়া যাইলেন না।

বেলা আড়াই প্রহরের সময় পূর্ব্বোক্ত হ্রদের তটে উপস্থিত হইলেন। দিনকর তখনও মাথার উপর—ঈষৎ পশ্চিমে হেলিয়াছেন মাত্র। হ্রদের জল অতীত মধ্যাহ্নের সেই অপ্রখর কর বক্ষে ধরিয়া ঈষদান্দোলিত হইতেছে। অদূরে একটা শৈলশৃঙ্গ নির্ব্বিকার যোগীর মত ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দর্পহারী যন্ত্রাদি, তুলিকা, রং প্রভৃতি বাহির করিয়া, সেই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ যেখানে যেমনটী ছিল,—হ্রদ, বীচিক্ষুব্ধ-সলিলরাশি, তটপ্ররূঢ় তরুগুল্মলতা, আকাশ, অদ্রি যেখানে যেমন দেখিলেন, অবিকল তাহার অনুরূপ অঙ্কিত করিতে লাগিলেন—সব ঠিক হইল—একটা জিনিবের কেবল কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি যখন নৈসর্গ শোভার অনুলিপি গ্রহণ করিতেছিলেন—তখন বেলা আড়াই প্রহর—সূর্য্য ঈষৎ পশ্চিমাবলম্বী হইয়াছেন মাত্র কিন্তু চিত্রপটে সূর্য্য পশ্চিম গগণে লোহিত রাগ ছড়াইয়া, পর্ব্বত-পশ্চাতে অদৃশ্য হইতে যাইতেছেন।

তাঁহার চিত্রণ সমাধা হইলে, চিত্রপটে অঙ্কিত অস্ত-গমনোন্মুখ দিবাকরের দিকে চাহিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার অধর হাস্যরঞ্জিত হইল। চিত্রখানি, তুলিকা, রং, রঙ্গের বাটী সমস্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, অপর একটী আধার হইতে একটী পরচুল, দাড়ি এবং এক জোড়া পাদুকা বাহির করিলেন। গায়ের কোটটা খুলিয়া উল্টাইয়া পড়িলেন—মাথায় পরচুল এবং কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফ স্থাপন করিলেন। একটা কৃত্রিম তিল বা জড়ুল বাহির করিয়া, দক্ষিণ কপোলে আটা দিয়া আটকাইয়া দিলেন,—তাহার উপরে গাছ দুই চুলও বাহির হইল। একপ্রকার তরল বর্ণ বাহির করিয়া, নাসিকার বর্ণটা বদলাইয়া ফেলিলেন—অধিক সুরাপায়ীদের নাসিকার আকৃতি যেরূপ হয়—ঠিক সেইরূপ হইল। চোখে একটা সোণার চশমা আঁটিয়া, দর্পণে মুখ দেখিলেন। সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তি। সে আকৃতি, সে মুখ, সে বয়স কিছুই নাই। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিলে, পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন বৎসরের কোন প্রৌঢ় বলিয়া জ্ঞান জন্মে।

তাঁহার জিনিসপত্র একটা জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, বরাবর মহেশপুরের মিশ্রঠাকুরের পান্থাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে মিশ্রঠাকুরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! একটা সংবাদ দিতে পারেন?"

মিশ্র। কি বলুন?

দর্প। দৌলতরাম বাবুর কোন্ বাড়ী? তাঁহার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করার বিশেষ প্রয়োজন।

মিশ্র। বাড়ী দেখাইয়া দিতে পারি কিন্তু তাঁহার সহিত

এখন দেখা হইবে না। তিনি তাঁহার কুঠীতে চলিয়া গিয়াছেন—সন্ধ্যার পর ফিরিবেন।

দর্প। কুঠী কোথায়?

মিশ্র। এখান হইতে প্রায় তিন মাইল।

দর্প। তবেইত বড় বিপদ। আমার যে দেখা করিতেই হইবে! বিশেষ ক্লান্ত হইয়াও পড়িয়াছি। এখানে কোন একা পাওয়া যাইবে না।

মিশ্র। খুব পাইবেন। বসুন আমি ডাকিয়া দিতেছি।

দর্প। যে আজ্ঞা, আপনার ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

মিশ্র ঠাকুর একখানি গাড়ী ডাকিয়া দিলেন। দর্পহারী গাড়ীতে উঠিলে, চালক গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। যথাসময়ে গাড়ী দৌলতরামের কুঠীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। দৌলতরাম বাহিরেই একখানা টুলের উপর বসিয়া ছিলেন। দর্পহারী নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারই নাম কি দৌলতরাম বাবু?"

দৌল। হাঁ। কি প্রয়োজন আপনার?

দর্প। আমার নাম লক্ষ্মণ রাও। আপনি না কি একটা ঘোড়া বিক্রয় করিবেন।

দৌল। হাঁ।

দর্প। আমি লইব। সেই জন্য এতদূর আসিয়াছি।

দৌল। কিন্তু ঘোড়া ত এখানে নাই—মহেশপুরে আমার আস্তাবলে আছে।

দর্পহারী এ সংবাদ পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন একণে যেন

হতাশ হইয়া কহিলেন, "তবেই ত বিপদ। আমি ঘোড়াটা এখানে আছে বলিয়া, এতদূর আসিলাম। কত দর মহাশয় ?"

দৌল। আড়াই শত টাকা।

দর্প। কিছু কমে হইবে না ?

দৌল। কিছু মাত্র না। ঐ দরে সম্মত হন ত বলুন, এখনই আপনার সঙ্গে যাইয়া দেখাইব। চমৎকার ঘোড়া, দেখিলেই আপনার পছন্দ হইবে।

দর্প। চলুন, আমি নিশ্চয় লইব।

দৌলতরাম কুঠীর কর্ম্মচারীদিগকে কয়েকটী কথা বলিয়া দর্পহারীর সহিত গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ী চলিতে লাগিল। প্রায় এক মাইল পথ দর্পহারী কেবল অশ্বের বিষয়ই আলোচনা করিতে লাগিলেন। সহসা দর্পহারীর রুমাল একখানা গাড়ীর বাহিরে পড়িয়া গেল। তিনি শকটচালককে গাড়ী থামাইতে বলিলেন। গাড়ী থামিলে, দৌলতরাম শিষ্টাচার দেখাইবার জন্য নিজেই অবতরণ করিয়া, রুমাল কুড়াইয়া দর্পহারীর হাতে দিয়া, যেমন গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, অমনি সম্মুখে একটা পিস্তল দেখিয়া সভয়ে সবিস্ময়ে দুই তিন পদ হটিয়া দাঁড়াইলেন।

দর্পহারী কহিলেন,—"সহজেই তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া, হাত তুলিয়া কহিলেন, "এ কি ব্যবহার ?"

"দৌলতরাম হাত তুলিয়া দাঁড়াও" দৌলতরাম নিরুপায়—

দর্প। বলিতেছি। গত কল্য একটা স্বর্ণপদক হারায়, তুমি একটা লোকের নিকট হইতে উহা খরিদ কর। শুদ্ধ তাহাই নয়—তোমার জামায় উহা লটকাইয়া দিয়া সগর্ব্বে

বলিয়াছিলে, দর্পহারী সিংহের সাধ্য থাকে, আমার নিকট হইতে লইয়া যাউন। আমি তাই লইতে আসিয়াছি। সেটা কোথায় বাহির করিয়া দাও, নচেৎ তোমার মাথাটা ধূলির মত গুঁড়া করিয়া দিব।

দৌল। তুমি?

দর্প। আমিই সেই দর্পহারী সিংহ—গভর্ণমেণ্ট ডিটক্‌টিভ।

দৌলতরামের মুখ শোণিতশূন্য এবং হতভাগ্য চালক ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। দৌলতরাম ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিতে সাহসে কুলাইল না। দর্পহারীর দৃষ্টিতে দৃঢ়সংকল্পতা প্রকাশিত হইতেছিল—দৌলতরাম ভয়ে ভয়ে পদকখানি বাহির করিয়া দিলেন। দর্পহারী উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "দৌলতরাম! তুমি আমাকে আহ্বান করিয়াছিলে—সাধ্য থাকে লইয়া যাইবে বলিয়াছিলে—আমার জিনিষ আমি লইয়া চলিলাম। যেমন আছ—থাক, যতক্ষণ না আমার গাড়ী ঐ বটগাছটা অতিক্রম করিয়া যায়, ততক্ষণ ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া থাক—নচেৎ আমার পিস্তলের গুলি ছুটিয়া তোমার অনিষ্ট করিতে পারে।" তাহার পর শকটচালককে কহিলেন, "চালাও।"

চালক গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। দৌলতরাম হাঁকিয়া কহিলেন, "আমার টাকা?"

দর্পহারী কহিলেন, "বিল পাঠাইয়া দিও, টাকা দিব।" নিরুপায় দৌলতরাম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, গালি পাড়িতে লাগিলেন। অবশেষে গাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইলে, তিনি পদব্রজে মহেশপুরের অভিমুখে চলিলেন।

দর্পহারী শকটচালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে এক কাজ করিতে হইবে। মিশ্রঠাকুরের সরাইয়ের সম্মুখ দিয়া পথ। তুমি সরাইয়ের নিকট না থামিয়া, বরাবর গাড়ী হাঁকাইয়া দিবে। আমি সেতুর নিকট নামিব, যদি তুমি আমার কথামত কার্য্য কর—তোমার সহিত যে ভাড়ার বন্দোবস্ত আছে—তদ্ব্যতীত আরও এক টাকা দিব, নচেৎ——"

অবশিষ্ট বাক্যাংশ আর মুখে উচ্চারিত হইল না—তৎ-পরিবর্ত্তে গুলিভরা ঝকমকে পিস্তলটা তাহার সম্মুখে ধরি-লেন। গাড়োয়ান সভয়ে কহিল, "হুজুর! যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।"

দর্পহারী হাঁকাইতে হুকুম দিলেন। গাড়ী পুনরায় বেগে চলিতে লাগিল। সরাইয়ের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল না—বরং আরও দ্রুতবেগে পর্ব্বতাভিমুখে ধাবিত হইল দেখিয়া, মিশ্রঠাকুর কিছু বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে দর্পহারী যথাসময়ে শকট হইতে অবতরণ করিয়া, চালককে তাহার প্রাপ্য বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন, "যাও।"

চালক শমনের হস্ত হইতে অক্ষতদেহে অব্যাহতি লাভ করিয়া, মহেশপুরের দিকে ফিরিতে ফিরিতে, একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল, গোয়েন্দাপুঙ্গব ধীরে ধীরে পাহাড়ের পথ ধরিয়া, উপরে উঠিতেছে।

## অষ্টমপরিচ্ছেদ।

### সংশয় ও তাহার নিরাকরণ।

শকটচালক দৃষ্টির বহির্ভূত: হইলে, দর্পহারী ধীরে ধীরে পার্ব্বত্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটা স্থানে উপস্থিত হইয়া, একবার পশ্চাতের দিকে চাহিয়া, একটা লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক, দক্ষিণে একখানা প্রস্তরের উপর পড়িলেন এবং তথা হইতে জঙ্গলের মধ্য দিয়া, যেখানে তাঁহার দ্রব্যাদি লুকাইত ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া, পুনরায় বিজয় সিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

তিনি মহেশপুরে যখন উত্তীর্ণ হইলেন, তখন সন্ধ্যা অতীতপ্রায়। মিশ্রঠাকুরের পান্থাবাসে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কতকগুলি লোক দৌলতরামকে বেষ্টন করিয়া জটলা করিতেছে।

পূর্ব্বে তাহাদের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে—তিনি শুনিতে পান নাই। এক্ষণে মিশ্রঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটার চেহারা ত সেই—তুমি তাহার বলে পারিলে না?"

দৌলতরাম বিকৃতমুখে কহিলেন, "হাতাহতি হইলে বুঝিতে পারিতাম। পিস্তলের নিকট শারীরিক বল কি করিবে? লোকটা কোন দিক হইতে আসিয়াছিল?"

মিশ্র। পাহাড়ের দিক হইতে।

শকটচালকও তথায় উপস্থিত হইল। দৌলতরাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাহাকে কোথায় নামাইয়া দিয়া আসিলে?"

চালক। নদীর নিকট—সেতুর এ পারে। আমি দেখিলাম, লোকটা বরাবর পাহাড়ের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইল।

এই সময়ে সর্ব্বপ্রথমে মিশ্রঠাকুরের দৃষ্টি দর্পহারীর উপর পড়িল। তিনি কহিলেন, "আসুন, বিজয়বাবু!"

দৌলতরাম তাঁহার দিকে সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ দিক হইতে আসিতেছেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

দর্প। আমি পাহাড়ের উপর ছিলাম।

দৌলত কখন আসিলেন?

দর্প। এই মাত্র।

দৌল। পথে কাহারও সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয় নাই?

দর্প। না। ব্যাপারখানা কি? হইয়াছে কি?

দৌলতরাম সংক্ষেপে সকল বিষয় বিবৃত করিয়া কহিলেন, "একটা বিষয় বড়ই কৌতুকজনক। আমার নিকট যে, সেই স্বর্ণ পদক ছিল এবং আমি যে দর্পহারীকে উহা লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল, সে কেমন করিয়া জানিলাম? আমি যখন উহা গ্রহণ করি, তখন এখানে কেবল একজন মাত্র বিদেশী বা অপরিচিত লোক ছিল।"

দর্প। সে একজন আমি।

দৌল। নিশ্চয়।

দর্প। তাহা হইলে প্রকারান্তরে আপনি বলিতে চাহেন, দর্পহারীর সহিত আমার পরিচয় আছে, আমিই তাহাকে এ সংবাদ দিয়াছি?

দৌল। আমার বিশ্বাস—তুমি নিজেই সেই গোয়েন্দা দর্পহারী!

দর্পহারী হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "মন্দ রহস্য নয়!"

দৌল। রহস্য নয়—সত্য কথা।

দর্প। আপনার কৃপায় আমি যদি সেই খ্যাতনামা গোয়েন্দা হইতে পারি, মন্দ কি!

দৌল। আপনি সমস্ত অপরাহ্ন কোথায় ছিলেন?

দর্প। অন্য সময় হইলে হয় ত, আমি আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতাম না! কিন্তু দেখিতেছি, আমার উপর আপনি একটা অযথা সন্দেহ পোষণ করিতেছেন, সেই জন্য বলিতেছি, আমি এতক্ষণ পাহাড়ের উপর বসিয়া, চিত্র আঁকিতেছিলাম।

দৌল। এ কথার প্রমাণ করিতে পারেন?

দর্প। কেন, আমার কথাই কি যথেষ্ট নয়?

দৌল। না। যখন আমি পদক গ্রহণ করি, এখানে আপনি ভিন্ন অন্য কোন অপরিচিত ছিল না। সেই জন্য আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আপনি যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা জাল।

দর্প। আপনি যেরূপভাবে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, তাহাতে কতকটা শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিতেছেন। যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি যথাসাধ্য আপনার সন্দেহ অপনোদনের চেষ্টা করিব। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য, যে লোক আপনার নিকট হইতে পদক লইয়া গিয়াছে, আমাকে দেখিতে কি তাহার মতন?

দৌল। না। আপনি হয়ত ছদ্মবেশে ছিলেন।

দর্প। লোকটী যখন আপনার নিকট হইতে পদক লইয়া যায়, তখন বেলা কত?

দৌল। সূর্য্যাস্তের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে।

দর্প। উত্তম। আমি যে সে লোক নই, তাহার অকাট্য প্রমাণ দিব।

এই কথা বলিয়া, দর্পহারী তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে নবাঙ্কিত চিত্রপটখানি বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন, "এই আমার প্রমাণ। একজন লোক এক সময়ে দুইটী বিভিন্নস্থানে থাকিতে পারে না। আমি পাহাড়ের উপর বসিয়া, তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং পর্ব্বতপার্শ্বে অস্তঃগমনোন্মুখ রবিচ্ছবি অঙ্কিত করিতেছিলাম। ছবিখানা আঁকিতে আমার একঘণ্টারও অধিক সময় লাগিয়াছে।"

ছবি হাতে করিয়া, দৌলতরামের সকল সন্দেহ দূর হইল। তিনি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

দর্পহারী কহিলেন, "আমি সহজেই যে আপনার সন্দেহ দূর করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমার বক্তব্য,—আমি নিজে দর্পহারী নই,—বা কোনকালে তাহার সহিত আমার পরিচয় নাই।"

গাড়োয়ান কহিল, "ইনি কখনই সে লোক নহেন। আমি তাহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিব।"

দৌল। কেমন করিয়া?

গাড়ো। তাহার গালে একটা জড়ুল চিহ্ন আছে। বেটা যতই বেশ পরিবর্ত্তন করুক, সেটা কিছুতেই লুকাইতে পারিবে না।

দৌল। ঠিক বলিয়াছ! ও কথাটা আমার এতক্ষণ স্মরণ ছিল না।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। চন্দ্রালোকে পথ ঘাট বেশ পরিষ্কার দৃষ্ট হইতেছে। দৌলতরাম পান্থাবাস ত্যাগ করিয়া, পাহাড়ের দিকে চলিলেন। পথে বাহির হইয়া, অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "রহস্য ক্রমশই গভীরতর হইতেছে। দর্পহারী কে? গেল কোথায়? আমার নিকট তাহার নিদর্শন-পদক ছিল, কেমন করিয়া সে জানিল? লোকটা কোথা হইতে আসিল এবং গেলই বা কোথায়? পথে ধূলার উপর নিশ্চয় তাহার পদাঙ্ক পড়িয়াছে—যদি ইহার মধ্যে সে রাস্তায় কোন গাড়ী বা লোক চলাচল না হইয়া থাকে,—নিশ্চয় আমি তাহার অনুসরণে সমর্থ হইব।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, কিয়দ্দূর যাইবামাত্র, পথে তাঁহার সহিত দুলিচাঁদের দেখা হইল। তিনি দুলিচাঁদকে সকল ঘটনা বলিলেন। শুনিয়া দুলিচাঁদ কহিল, "আমি আমার কুকুরটাকে লইয়া আসি।"

শুনিয়া মহানন্দে দৌলতরাম কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ—ও কথাটা আমার এতক্ষণ স্মরণ ছিল না। তাহার সাহায্যে নিশ্চয় আমরা দর্পহারী কে এবং কোথায় থাকে বাহির করিতে পারিব। আমি পাহাড়ের দিকে চলিলাম, তুমি শীঘ্র যাইয়া তাহাকে লইয়া আইস।"

দুলিচাঁদ কুকুর আনিতে ছুটিলেন এবং দৌলতরাম পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইহার মধ্যে সে পথে আর কাহারও পদাঙ্ক পড়ে নাই। সেতুর এ ধারে

গাড়ী থামিয়াছিল, তাহার 'পর হইতে দর্পহারীর পদচিহ্ন ধূলার উপর বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। তিনি সহর্ষে সেই চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, সহসা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন। তাহার পর সে পদাঙ্ক আর নাই। লোকটা যেন সেই স্থানে আসিয়া, অকস্মাৎ বায়ু-মণ্ডলীতে মিশাইয়া গিয়াছে। তিনি কুঞ্চিতললাটে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে করিতে, পাথরখানার উপর দৃষ্টি পড়িবা-মাত্র, বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! বুঝিয়াছি। লোকটা নিতান্ত মূর্খ নয়—বেশ চালাকি খেলিয়া গিয়াছে। এই স্থানে আসিয়া ঐ পাথরখানার উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই জন্য আর কোন পদচিহ্ন পড়ে নাই।"

দৌলতরাম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দুলিচাঁদ তাঁহার শিক্ষিত কুকুর লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দুইজনে সেতুর অপর তীরে যেখানে গাড়ী হইতে দর্পহারী অবতরণ করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া, কুকুরটাকে তাঁহার পদাঙ্কের আঘ্রাণ লইয়া—তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। শিক্ষিত সারমেয় আঘ্রাণ লইতে লইতে, বরাবর অগ্রসর হইতে লাগিল। যে স্থানে পদাঙ্ক লুপ্ত হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইয়া, সারমেয় সহসা থামিল এবং ইতস্ততঃ পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ লইতে লইতে, পাথরখানার নিকট উপস্থিত হইল। তখন পুনরায় সোৎসাহে বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং যে স্থানে দর্পহারী বসিয়া, তাঁহার চিত্রাঙ্কণকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন এবং যেখানে তাঁহার

দ্রব্যাদি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে, ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সহসা সে স্থান ত্যাগ করিয়া, পুনরায় পথের উপর আসিয়া পড়িল এবং মহেশপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ভুলিচাঁদ কহিলেন, "লোকটা তাহা হইলে, মহেশপুরে ফিরিয়া গিয়াছে!"

দোল। সেইরূপই বোধ হইতেছে কিন্তু কুকুরেরও ত ভুল হইতে পারে?

ভুলি। না—আমি উহাকে কখনও ভুল করিতে দেখি নাই।

ক্রমশঃ সারমেয়বর মিশ্রঠাকুরের পান্থাবাসের নিকটবর্ত্তী হইল। ভুলিচাঁদ কহিলেন, "দেখিতেছি, লোকটা সরাইয়ে আশ্রয় লইয়াছে। আমরাও কি উহার মধ্যে প্রবেশ করিব?"

দোল। নিশ্চয়। তবে এক সঙ্গে যাওয়া হইবে না। আমি অগ্রে যাই, তুমি একটু পরে যাইও।

ভুলি। আর একটা কথা,—আজ বাড়ীতে, আর কেহ নাই, করুণা একা আছে। তুমি তাহার সহিত একবার দেখা করিবে।

দোল। করিব।

এই সময়ে কুকুরটী পান্থাবাসে প্রবেশ করিল এবং একটী নবাগত রাহীলোকের নিকট উপস্থিত হইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল।

পথিক এইমাত্র সরাইয়ে আসিতেছেন। সবেমাত্র রোওয়াকের উপর তাঁহার ছাড়া-ছড়ি এবং ব্যাগটী রাখিয়া বসিতে

যাইতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাতে কুকুরের চীৎকার শুনিয়া, সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

দৌলতরাম কুকুরের নিপুণতায় সন্তুষ্ট হইয়া, নবাগতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীরাও! ভাল আছেন ত?"

লোকটী কিছু বিস্মিতভাবে প্রশ্নকারীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

ব্যঙ্গস্বরে দৌলতরাম কহিলেন, "আপনাকেই।"

নবাগত কহিলেন, "আমার নাম রামশঙ্কর তেওয়াড়ি। বোধ হয়, আপনার ভুল হইয়াছে।"

দৌল। হা হা! সিংহজী বহুরূপী। ইহারই মধ্যে রামশঙ্কর তেওয়াড়ি! যথেষ্ট হইয়াছে। এবার আর চালাকি খাটিতেছে না। আমি বেশ সতর্ক আছি—এবার আর পিস্তল চলিবে না।

নবাগত অবাক। লোকটা কি পাগল? প্রকাশ্যে কহিলেন, "কিছুই বুঝিলাম না—কি বলিতেছেন আপনি?"

দৌল। তা বুঝিবেন কেন? আপনার মত পাকা লোকে এত সহজে কি এ কথাটা বুঝিতে পারে। দর্পহারী সিংহ এবার আর জ্যাকামি করিয়া পার পাইবে না। বেশ চালাকির সহিত পাথরের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, অনুসরণের পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে কিন্তু এই শিক্ষিত কুকুরের ঘ্রাণশক্তিকে রুদ্ধ করিতে পার নাই।

দর্পহারীও তথায় উপস্থিত ছিলেন। দৌলতরামের এই সকল কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য, অঘ্রাণপটু কুকুরের সাহায্য লইয়াছে।

দৌলতরাম পুনরায় কহিলেন, "কুকুরের নীরব ভাষায় মিথ্যার সংস্পর্শ নাই। তুমি যে পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া আইস নাই, এ কথা বলিলে, আর বিশ্বাস করিতেছি না।"

রাম। মহাশয়! আপনার কথাবার্ত্তায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমি বিদেশী নিরীহ ভদ্রলোক। আমার উপর এ সব অত্যাচার কেন?

দৌল। বেশ বাপু ভদ্রলোক! এখন বল ত তুমি কোন পথ দিয়া আসিতেছ?

রাম। কেন পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া, সেতুর উপর দিয়া বরাবর এখানে আসিয়াছি।

দৌল। এ পর্য্যন্ত তুমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত?

রাম। নিশ্চয়। কি জন্য আমি সত্যের অপলাপ করিব?

দৌল। তুমি অপরাহ্নে এখানে আর একবার আসিয়াছিলে?

রাম। না মহাশয়! মহেশপুরে এই আমার প্রথম আগমন।

দৌল। মিথ্যা কথা বলিয়া ভুলাইতে পারিবে না। অপরাহ্ণে যখন তুমি আসিয়াছিলে, তখন তোমার নাম লক্ষ্মণরাও। একটা ঘোড়া কিনিতে আসিয়াছিলে।

রাম। মহাশয়! পুনরায় বলিতেছি, আপনার ভুল হইয়াছে। আমার নাম রামশঙ্কর, আমি ঘোড়া কিনিতে কখনও আসি নাই।

দৌল। তুমি যতই না বল—আমরা যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে তোমার কোন কথা শুনিব না।

রাম। না শুনিলে আর আমি কি করিব। আপনার ধারণায় আমি তবে কে?

দৌল। ডিটেক্‌টিভ দর্পহারী সিংহ।

রাম। যদি তাই হই—তাহাতেই বা আপনার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? ডিটেক্‌টিভকে আপনার এত ভয় কেন?

রামশঙ্করের এই প্রশ্নে দর্পহারী বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। দেখিলেন মুহূর্ত্তের জন্য দৌলতরামের মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইল কিন্তু পরক্ষণে কহিলেন, "ভয় আমার কিছু মাত্র নাই এবং ভয়েরও কোন কারণ নাই। তবে তাহার নিকট আমার দশটা টাকা পাওনা আছে—এই জন্য এত পরিশ্রম।"

নবাগত কহিলেন, "মহাশয়! আমি পুনরায় বলিতেছি, আপনার সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে। আমি দর্পহারী বা তদ্বৎ কোন লোক নহি।"

পূর্ব্বোক্ত শকট-চালকও তথায় উপস্থিত ছিল। সে কহিল, "ইহাঁকে সে লোক বলিয়া বোধ হয় না। ইহাঁর চেহারার সহিত তাহার কোন মিল নাই—বিশেষতঃ দেখিতেছেন না, ইহাঁর গালে সে জড়ুল নাই।"

হতাশ হইয়া দৌলতরাম কহিলেন, "ভাল বুঝিলাম না। রহস্য ক্রমশই গভীর হইয়া দাঁড়াইতেছে।"

তিনি তথায় আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, বাহির হইয়া গেলেন। তাহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই দুলীচাঁদ তাঁহার কুকুর সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কুকুরটী কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ আঘ্রাণ লইতে লইতে এবার দর্পহারী যথায় বসিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া, একপ্রকার মৃদু গভীর শব্দ করিতে লাগিল।

দর্পহারী ডুলীচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুকুরটী কি আপনার?"

ডুলী। হাঁ।

দর্প। ইহারই সাহায্যে বোধ হয় দৌলতরাম বাবু—সেই গোয়েন্দার অনুসরণ করিতেছিলেন?

ডুলী। হাঁ।

দর্পহারী তখন মিশ্র ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি এ বিভ্রাটের কারণ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। কুকুরটীর আঘ্রাণশক্তি অতি প্রখর এবং তাহার আঘ্রাণ লইয়া অনুসরণ করিবার ক্ষমতা প্রশংসার যোগ্য। তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে সে কিছু গোলযোগ করিয়া বসিয়াছে। এই নবাগত ভদ্রলোকটী বা আমি যে, সেই গোয়েন্দা দর্পহারী সিংহ নহি—তাহার কারণ দেখাইতেছি। বৈকালে যখন সে আপনার এখানে আসিয়াছিল, তাহাকে অবশ্য আপনি দেখিয়াছেন?"

মিশ্র। দেখিয়াছি বৈ কি?

দর্প। ঐ ভদ্রলোককে কিংবা আমাকে দেখিতে কি তাহার মত?

মিশ্র। কোন ক্রমেই নয়। আপনাদের নাক তাহার মত নয় এবং কাহারও গালে জড়ুলের চিহ্ন নাই।

দর্প। উত্তম। তবে কুকুরটী ওরূপ করে কেন? তাহার কারণ দেখাইতেছি। লোকটী বৈকালে এই পথে এখানে আসিয়াছিল—কুকুর সেই গন্ধ ধরিয়া এখানে আসিয়াছে এবং এই নবাগতের গন্ধের সহিত একটা বিভ্রাট পাকাইয়া তুলিয়াছে।

তাহার পর আমার কথা। আমি সমস্ত অপরাহ্ণ পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিয়াছি—সম্ভবতঃ হ্রদের অনতিদূরে যেখানে বসিয়া আমি চিত্রাঙ্কণ কার্য্য করিয়াছিলাম, কুকুরটীও সেই স্থানে গিয়াছিল—আপনার এখানে আমাকে উপস্থিত দেখিয়া পুনরায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। উহাদের যে এরূপ গোলযোগ হয়—আমি ভাল ভাল লোকের মুখে এমন অনেক গল্প শুনিয়াছি।

অনেকেই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল। অবশেষ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহারাদি করিয়া, যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিল।

বাসায় সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে, দর্পহারী ধীরে ধীরে রামশঙ্কর যে কক্ষে শুইয়াছিলেন, তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। রামশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মহাশয়?"

দর্প। আমিও একটী রাহীলোক, একবার দরজা খুলুন বিশেষ দরকার আছে।

দ্বার মুক্ত হইল। দর্পহারী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে বোধ হয় এই নূতন আসিয়াছেন?"

রাম। হাঁ।

দর্প। আমিও তাই অনুমান করিয়াছি। আপনাকে সাবধান করিয়া দিতে আসিয়াছি।

রাম। কেন মহাশয়! কি হইয়াছে?

দর্প। এখানকার কতকগুলি লোকে আপনাকে পুলিসের

গোয়েন্দা ভাবিয়াছে। আমি আপনার হইয়া ওকালতি করিয়াছিলাম কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

রাম। যদি আমাকে গোয়েন্দা ভাবিয়া থাকে, তাহাতে আমার আশঙ্কার কারণ কি আছে?

দর্প। যথেষ্ট আছে। এখানে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা—পুলিসের কোন গুপ্তচর আসিয়া, তাহাদের কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখে—আদৌ পছন্দ করে না। মাস কয়েক পূর্ব্বে একজন গোয়েন্দা এখানে নির্দ্দয়ভাবে নিহত হইয়াছেন। সুতরাং কোন গোয়েন্দার জীবন এখানে নিরাপদ নয়। আপনি বিদেশী লোক, যে কোন মুহূর্ত্তে আপনার জীবনের শেষ হইতে পারে।

এতক্ষণে রামশঙ্করের ভয় হইল। বলিলেন, "সর্ব্বনাশ। বলেন কি? আপনার কি হইবে?"

দর্প। আমি একজন চিত্রকর মাত্র। তাহার পর এখানে কয়েক দিন বাস করাতে, আমি লোকগুলার ধাতু বেশ বুঝিয়া লইয়াছি।

রাম। তবে এখন উপায়? আমি কি করিব?

দর্প। যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তাহা হইলে এখানে আপনার আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। মিশ্র ঠাকুর বড় ভদ্র লোক। তাঁহাকে কিছু দিলে, তিনি একজন লোক ঠিক করিয়া দিবেন—আপনি রাত্রির মধ্যেই গ্রামান্তরে প্রস্থান করিতে পারিবেন।

রাম। উত্তম পরামর্শ। তাহাই করিব।

দর্প। কিন্তু খুব গোপনে—কোন কথা যেন প্রকাশ না হয়।

দর্পহারী নিজ কক্ষে গিয়া শয়ন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া কেহ রামশঙ্করকে পান্থাবাসে দেখিতে পাইল না। তেওয়াড়িজী ভয়ে মিশ্রঠাকুরকেও কোন কথা বলেন নাই - বিছানার উপর তাঁহার প্রাপ্য রাখিয়া, একাকীই প্রস্থান করিয়াছেন।

ইহাতে ফল হইল এই,—সকলেই রামশঙ্করকে দর্পহারী সিংহ বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া লইল। সিংহজীর আসল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়াতে, তিনি স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। দর্পহারীও সেই মতে মত দিলেন।

## নবম পরিচ্ছেদ।

### সর্দ্দার ১

দুলীচাঁদ পান্থাবাসে, অহল্যা বাঈ কন্যা দুইটীকে লইয়া পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছেন—করুণা একা সংসারের কাজ করিতেছে, এমন সময়ে দৌলতরাম তথায় উপস্থিত হইলেন।

করুণা সহসা তথায় তাঁহার আবির্ভাবে কিছু চিন্তিত হইল কিন্তু মুখে কোন কথা প্রকাশ করিল না। দৌলতরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "করুণা কেমন আছ?"

করুণা উত্তর করিল, "ভাল আছি। বাবা বাড়ীতে নাই।"

দৌলত। তাহা জানি, তোমার পিতার নিকট কোন আবশ্যক নাই। তোমারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।

দৌলত। তুমি অমন আশ্চর্য্য বা বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, বৎসর খানেক পূর্ব্বে আমি একবার তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম, তোমার পিতার তখন অমত ছিল—এখন তিনি সম্মত হইয়াছেন কিন্তু শুনিলাম তুমি না কি আমাকে বিবাহ করিতে অরাজী?

করুণা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "হুঁ।"

দৌলত। কেন? আমি কি কুৎসিৎ পুরুষ? না আমি দরিদ্র, ভিক্ষুক? এ অঞ্চলে আমার মত বড় লোক কে আছে? যদি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও—তোমাকে রাজরাণীর মত সুখে রাখিব।

করুণা। আমার সেই এক উত্তর।

দৌলত। তাহা হইলে, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে না?

করুণা। না।

দৌলত। তোমার পিতা সম্মত।

করুণা। জানি।

দৌলত। যদি বলপূর্ব্বক তিনি তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করেন?

করুণা। আমি এখন আর খালিকাটী নাই।

দৌলত। কিন্তু তুমি নিশ্চয় আমার পত্নী হইবে।

করুণা। কখনই না—জীবন থাকিতে না।

দৌলত। দেখা যাইবে কাহার কথা বজায় থাকে।

দৌলতরাম ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইলেন এবং মধ্যপথে তুলসীচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন।

শুনিয়া দুলীচাঁদ উত্তেজিতকণ্ঠে কহিলেন, "ছুঁড়ীটা কি পাজী! আমি নিশ্চয় তাহাকে বাধ্য করিব—যাহাতে সম্মত হয়, তাহার উপায় করিব।"

দৌলত। অবশ্য—না পারিলে, তোমার পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর।

দুলী। জানি—আমাকে ভয়প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই। আমি নিশ্চয় তাহাকে সম্মত করাইব—তবে সময় কিছু চাই।

"উত্তম" বলিয়া দৌলতরাম বিদায় হইলেন। দুলীচাঁদ ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলেন।

রাত্রি দুইটা। চন্দ্রমার শুভ্র রশ্মিজালে ধরণী হাসিতেছে। জলে স্থলে, লতা পুষ্পে, তরুনীরে, পর্ব্বতগাত্রে চন্দ্রকিরণ পড়িয়া, কেমন একটা বিশ্ববিমোহন অতুল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতি গাম্ভীর্য্যময়ী—কুত্রাপি কাহারও সাড়াশব্দ নাই। এই সময়ে একটী লোক মহেশপুরের প্রান্তর ত্যাগ করিয়া, পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল এবং সাধারণ পথ পরিত্যাগ করিয়া, বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল।

যে স্থানে সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিম্নে ডিটেক্‌টিভ হেমন্ত বাবুর মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে, লোকটী তথায় উপস্থিত হইল এবং সভয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল।

লোকটা সহসা থামিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "এ পথটা দিয়া না আসিলেই ভাল হইত। আমার এ ভয় আর যাইবে না দেখিতেছি। অন্য পথ অপেক্ষা এটা সহজ, সেই জন্য কেবল এ পথে যাতায়াত করি।"

নিদ্রোত্থিত কোন বিহঙ্গবর্গ পক্ষবিধুনন করিয়া শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়া বসিল। লোকটার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। সচকিতে বৃক্ষপানে চাহিয়া কহিল, "দূর হউক ছাই—এ পথে রাত্রিকালে আর কখনও আসিব না।"

একটা বন্যজন্তু তাহার পার্শ্বদিয়া, লতাগুল্মে খস্ খস্ শব্দ করিয়া বনান্তরে ছুটিয়া গেল। লোকটার সাহসের বন্ধনও ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই স্থানে—ঐ বৃক্ষনিম্নে তাহারই নৃশংস-করে হেমন্ত নিহত হইয়াছে—তাহার ভয়াতুর প্রাণ আর সহ্য করিতে পারিল না। সভয়ে চীৎকার করিয়া উদ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, একটা স্থানে আসিয়া, লোকটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। উত্তরীয়াঞ্চলে ললাটের স্বেদ-ধারা মুছিয়া বলিতে লাগিল, "আমি কি মুর্খ—কি ভীরু! আমার সে সাহস—হৃদয়ের সে বল এখন কোথায়? এ দুর্ব্বলতা কি জন্মে আমি পরিহার করিতে পারিব না? ভয় কাহাকে বলে, আমি জানিতাম না—এখন কি না আমার এই অবস্থা! যাহাই হউক, মনের উপর যখন কোনরূপ আধিপত্য নাই—রাত্রিকালে ও রাস্তায় আর কখনও না আসিলেই চলিবে।"

লোকটা গাত্রোত্থান করিল এবং ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে, বাম দিকের একটা সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া, পর্ব্বতপার্শ্বে একটা সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। এ স্থান হইতে লোকালয় বহুদূরে—নিকটে মনুষ্যবাসের আর কুত্রাপি কোন চিহ্ন নাই। কেবল পর্ব্বতপার্শ্বে একখানি কুটীর—তাহার

চতুর্দ্দিকে লতাগুল্মের সুদৃঢ় প্রাচীর। কুটীরে এক বৃদ্ধ ভীল বাস করে,—নাম রণ্টু। রণ্টু বৃদ্ধ হইলেও শরীরে বেশ সামর্থ্য আছে এবং শ্রবণ ও দর্শনশক্তি বেশ সতেজ। কুটীরে আর কেহ থাকে কি না, কেহ সংবাদ বলিতে পারে না। যখনই এ পথে কেহ আসিয়াছে, বৃদ্ধ ভীলকে তাহার কুটীর-দ্বারে উপবিষ্ট দেখিয়াছে। কি করিয়া তাহার ভরণ পোষণ চলে—কেহ জানে না। কেহ কখনও তাহাকে নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে বা বাজারে খাদ্য সংগ্রহার্থ যাইতে দেখে নাই। সে যাহা হউক, সে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই—বড়ই নিরীহ এবং শান্তপ্রকৃতির লোক।

ভয়ার্ত্ত পথিক কিছু সুস্থির হইয়া, রণ্টুর কুটীর দ্বারে আসিয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিল। রণ্টু কক্ষের মধ্য হইতেই উত্তর করিল, “কে এত রাত্রে?”

লোক। আমি, দরজা খোল।

রণ্টু। কে তুমি? রাত্রে এখানে কি দরকার?

লোক। আমি কে, কণ্ঠস্বরে চিনিতে পারিতেছ না?

রণ্টু। না।

লোক। সর্দ্দার।

রণ্টু। সাঙ্কেতিক কথা কি?

সর্দ্দার দ্বারের নিকট মুখ লইয়া মৃদুস্বরে কহিল, “জাল নোট।”

রণ্টু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সর্দ্দার কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। রণ্টু আলোক জ্বালিলে, সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, “সকলে আসিয়াছে?”

বৃদ্ধ উত্তর করিল, "হাঁ।"

কুটীরখানি অল্পপরিসর—তাহার মধ্যে প্রায় কোন দ্রব্য নাই বলিলে চলে। সামান্য দুই একটা মৃণ্ময় পাত্র এবং একটা লোটা আর একখানা থালা। গৃহের একদিকে একটা সামান্য শয্যা অপর দিকে আম কাঠের একটা বড় সিন্দুক। সিন্দুকের কিয়দংশ মাটীর মধ্যে প্রোথিত।

সর্দ্দারের ইঙ্গিতে রণ্টু সিন্দুকের ডালা খুলিল। তাহার মধ্যে সামান্য দুই একখানা বস্ত্র এবং অপরাপর দ্রব্য। রণ্টু সেগুলি অপসারিত করিয়া, কৌশলে তলার একস্থানে চাপ দিবামাত্র, তালাটা পার্শ্বের দিকে সরিয়া গেল এবং সোপান-সমন্বিত এক সুড়ঙ্গ-পথ বাহির হইয়া পড়িল। সর্দ্দার রণ্টুর হস্ত হইতে আলোক লইয়া, সেই সোপানপথে নিম্নে অবতরণ করিল। রণ্টু সিন্দুকের তালা যথাস্থানে স্থাপন করিয়া, তাহার মধ্যে বস্ত্রাদি রাখিয়া, সিন্দুক পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিল এবং বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত রহিল।

এদিকে আলোকহস্তে সর্দ্দার সোপান-সাহায্যে একটী পর্ব্বত-গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। সে স্থান হইতে কখনও বক্র, কখনও সরল পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর আর একটী গুহা-দ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারে কবাট—ভিতর হইতে অর্গলরুদ্ধ। সর্দ্দার দ্বারে করাঘাত করিয়া, সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিবার পর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

সর্দ্দার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, দ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া দিল। ভিতরে আরও দশ বার জন লোক সমবেত। সকলে সর্দ্দারকে দেখিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল। সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল সকলেই আসিয়াছ

একজন উত্তর করিল,—"হাঁ। আমরা আপনার অপেক্ষায় বসিয়া আছি।"

সর্দ্দার। অদ্য তোমাদিগকে আহ্বান করিবার উদ্দেশ্য—একটু সতর্ক করিয়া দিবার জন্য।

লোক। আমরা খুব সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতেছি।

সর্দ্দার। সত্য। আর একজন গোয়েন্দা আসিয়াছে।

লোক। আবার? সে বেটা খুন হবার পর, মনে করিয়াছিলাম, আর কোন বেটা এদিকে সাহস করিয়া ঘেসিবে না।

সর্দ্দার। এবার বড় শক্ত লোক আসিয়াছে।

লোক। কে?

সর্দ্দার। দর্পহারী সিংহ!

সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সর্দ্দার কহিল, "তবে তোমাদের তত আশঙ্কিত হইবার কারণ নাই। আমরা যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছি, তাহাতে বড় একটা কাহারও দন্তস্ফুট করিবার সামর্থ্য নাই। তোমাদিগকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা আর একবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যদি কখনও কেহ বামাল শুদ্ধ ধরা পড়—আসল কথা প্রকাশ করিবে না—আমাদের গুপ্ত স্থানের কোন সন্ধান বলিবে না—জেল হয়—আমরা তাহার পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিব এবং লাভের ন্যায্য অংশ সে ব্যক্তি কারামুক্ত হইলে, তাহাকে বুঝাইয়া দিব। কেমন এ কথা স্মরণ থাকিবে?"

সকলে কহিল, "খুব থাকিবে।"

তখন সর্দ্দার পুনরায় কহিল, "এ অঞ্চলে আর আপাততঃ

নোট ছাড়া হইবে না। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা, কান-পুর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া, কতক নোট ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা করিয়া আনিতে হইবে। কে কে যাইতে সম্মত— ঠিক করিয়া রাখিবে, পরশ্ব আবার সভা বসিবে।"

সে দিনের মত সভার কার্য্য শেষ হইল। একে একে সকলে কুটীর হইতে বাহির হইয়া, যে যাহার আবাসে প্রস্থান করিল।

ইহারা সকলেই সমাজের উচ্চস্থানে অবস্থিত এবং লোকের নিকট বিশেষ সম্মানিত। এইটী তাহাদের আড্ডা—এই স্থান হইতে রাশি রাশি জাল-নোট বিবিধ উপায়ে ভারতের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

## দশম পরিচ্ছেদ।

### লকেট ও বোতাম।

দেখিতে দেখিতে আট দশদিন কাটিয়া গেল। সদর হইতে খুনের তদারকের জন্য পাঁচজন পুলিস-কর্ম্মচারী আসিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে আসিলেন এবং সাধারণ পুলিসের মত প্রকাশ্যেই তদারক আরম্ভ করিলেন। সরকারের মাহিনা খান—এতদূর আসিয়াছেন তদারক করিতে—তাই দুই এক-জনকে ডাকিলেন, দুই একটা প্রশ্ন করিলেন—বাস্, কার্য্য হইয়া গেল। মিশ্রঠাকুরের বাটীর নিকট একটা বাটী ভাড়া লইয়া, আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

সকলে পুলিসের এবম্বিধ কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া মনে মনে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িল। দর্পহারীর সহিত কেহ কখনও তাঁহাদিগকে কথা কহিতে দেখিতে পায় না। প্রত্যুত তাঁহারা দর্পহারীর ইঙ্গিতেই সকল কার্য্য করিতেছেন—উভয় দলের মধ্যে যে, কোন সংস্রব আছে, ঘুণাক্ষরেও কেহ বুঝিতে পারিল না।

দর্পহারী সম্পূর্ণ সংশয়বিমুক্ত হইয়া, সংগোপনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে পাহাড়ের নানা স্থানে বেড়াইয়া—নানা চিত্র অঙ্কিত করিয়া আনেন—মধ্যাহ্নে এবং রাত্রে মিশ্রঠাকুর এবং অপরাপর গ্রামবাসীর সহিত গল্প-গুজবে সময় অতিবাহিত করেন। এখানে ইহাই তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য। তবে এ স্থানে তাঁহার এত দীর্ঘ-কাল থাকিবার অন্য কারণও লোকে কাণাঘুষা করিত।

দর্পহারী প্রত্যহই পাহাড় অঞ্চলে বেড়াইতে যাইতেন—করুণা বাঈও তাহার মাসীতত ভগ্নী কমলাকে প্রায়ই দেখিতে যাইত সুতরাং পথে উভয়ের মধ্যে প্রায়ই দেখা হইত। প্রথম প্রথম দৈবাৎ—শেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক, পরস্পরের সম্মতিক্রমে দেখা-সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। একজন অন্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট-স্থানে অপেক্ষা করিত। আলাপে সদ্ভাব এবং সদ্ভাব হইতে উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইল। দর্পহারী একদিন কথাপ্রসঙ্গে দুলীচাঁদের নিকট তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব প্রকারান্তরে উত্থাপন করিলেন। অন্য সময় হইলে, দুলীচাঁদ সানন্দে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিতেন কিন্তু এখন তাঁহার হাত পা বাঁধা—কাজেই তিনি প্রকারান্তরে

অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এই ঘটনা হইতে লোকে বুঝিয়া লইল, দর্পহারী বা বিজয়সিংহ ফুলীচাঁদের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়েই এখানে অবস্থান করিতেছেন। যাহাই হউক—লোকে যাহাই ভাবুক, ইহাতে তাঁহার আসল কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হইল না।

তিনি আর একদিন যে স্থানে হেমন্তবাবুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার চারিদিকের প্রত্যেক বস্তু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পত্র সরাইয়া—প্রত্যেক লতাগুল্ম এমন কি তৃণ-গাছটী পর্য্যন্ত অপসারিত করিয়া, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে স্থানে কঙ্কালমালা পতিত ছিল, তাহার অদূরে কতকগুলা শুষ্ক গলিত পত্রস্তূপের নিম্নে অনুসন্ধান করিতে করিতে, কোটের একটী বোতাম পাইলেন। ধূলা কাদা ঝাড়িয়া, বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া, সেটাকে পকেটের মধ্যে রাখিয়া, পুনরায় পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তথাপি তিনি বিরত হইলেন না। আরও অর্দ্ধ ঘণ্টার পর একটা লতা টানিয়া তুলিবা-মাত্র, তাহার চারিদিকের শিথিল মৃত্তিকা কতকটা স্থানচ্যুত হইয়া, তাহার মূলের সহিত উঠিয়া আসিল। এক্ষণে সে স্থানে কি একটা ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। সাগ্রহে মাটী ঠেলিয়া, কম্পিতহস্তে দর্পহারী সেটা তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, কোন ঘড়ির একটা লকেট। স্বর্ণমণ্ডিত একটী ব্যাঘ্রনখর—ঐ লকেটে ছিন্ন চেনের এখনও দুইটী শিকল সংযুক্ত রহিয়াছে। সেটীকেও পকেটস্থ করিলেন।

আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ণ উদ্যমে অন্বেষণ করিলেন কিন্তু আর কোন পদার্থ পাইলেন না। তখন সেই গাছটার চতুস্পার্শ্বে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, পাহাড়ের এ অংশ দুর্গম এবং বনাবৃত হইলেও এখান দিয়া প্রায়ই লোক যাতায়াত করে। তাহার পরই মনে প্রশ্ন উঠিল, "কোথায় যায়?" দেখিতে দোষ কি! তিনি সেই চিহ্নিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং প্রায় এক ঘণ্টার পরে রণ্টুর কুটীরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

রণ্টু তাহার কুটীর-দ্বারে বসিয়া ঢুলিতেছিল। তিনি নিঃশব্দে তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "মুরব্বি ঘুমাইতেছ?"

বৃদ্ধ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুকের মুখের পানে আরক্তনেত্রে একবার চাহিল—তাহার পর দন্তরুচি বিকাশ করিয়া কহিল, "হাঁ একটু ঘুম আসিয়াছিল—আপনার কি দরকার?"

দর্প। আমি পথ ভুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে থানে আসিয়া পড়িয়াছি।

রণ্টু। বটে? কোথায় যাওয়া হইবে?

দর্প। মহেশপুরে।

বৃদ্ধ তখন তাঁহাকে মহেশপুরে যাইবার পথ বলিয়া দিল। দর্পহারী পথশ্রমে যেন কতই ক্লান্ত, এমনি ভাব দেখাইয়া, সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং একটু জল পান করিতে চাহিলেন।

রণ্টু। এইখানে বসুন, আমি জল আনিয়া দিতেছি।

দর্প। আবার তুমি কষ্ট করিবে—চল, না হয় আমি তোমার বাড়ীর মধ্যেই যাই।

রণ্টু। না—না—তুমি এই স্থানেই বস। আমি কাহা-কেও বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিই না।

দর্প। তবে এইখানেই লইয়া আইস। কেন, তোমার বাড়ীতে আর কেহ আছে না কি?

রণ্টু। কেহ নাই—আমি একা।

এই বলিয়া বৃদ্ধ ভীল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে এক লোটা জল আনিয়া দিল।

দর্পহারী সেই জলে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই পাহাড়ের উপর কুটীরে একা থাক বলিতেছ—কিন্তু দেখিতেছি তোমার এখানে নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক লোক প্রায়ই দেখাশুনা করিতে আইসে।"

বৃদ্ধ একটু থতমত খাইয়া কহিল, "কে বলিল, এখানে লোকজন দেখা করিতে আইসে? কেমন করিয়া জানিলে?"

তৃণাবৃত স্থানের উপর মনুষ্য-চলাচলে যে পথের চিহ্ন পড়িয়াছে, তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দর্পহারী কহিলেন, "একা চলিলে কখনই পথের উপর ওরূপ ভাবে চিহ্ন পড়িত না। পথের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, লোকজন তোমার এখানে সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে।"

রণ্টু। হাঁ—তা আইসে বটে। আর জল চাই?

দর্প। না—তবে আমি এখন চলিলাম—এইবার পথ ঠিক চিনিয়া যাইতে পারিব।

এই বলিয়া দর্পহারী রণ্টুর কথিত পথে মহেশপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

এখন হইতে তিনটী বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য রহিল। বোতাম, লকেট এবং রণ্টুর কুটীর। রণ্টুর কুটীরে যাহারা বাতায়াত করিত, তাহাদের মধ্যে তিন জনের অনুসরণ করিয়া, তাহাদের বাটী দেখিয়া আসিলেন।

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### গুপ্ত শ্রোতা।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুই তিন দিন পরে, একদিন রবিকরদীপ্ত সুন্দর প্রভাতে দর্পহারী তাঁহার ব্যাগটী হাতে করিয়া, পাহাড়ের অভিমুখে চলিলেন। করুণা বাঈ গতকল্য কিশোরগঞ্জ গিয়াছে, অদ্য প্রাতঃকালে ফিরিয়া আসিবার সময়, তাঁহার সহিত একটী বন-কুঞ্জে সাক্ষাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন,—তাই দর্পহারী প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সঙ্কেত-স্থানের উদ্দেশে চলিতেছেন।

নির্দ্ধারিত সময়ের এখনও প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে। হাতে অন্য কার্য্য না থাকাতে, তিনি ব্যাগ খুলিয়া, রং তুলি কাগজ বাহির করিয়া, সেই স্থানের সুন্দর কুঞ্জশোভা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল। এক্ষণে তিনি আরব্ধ কার্য্যে এতদূর নিবিষ্টচিত্ত হইয়া গিয়াছেন যে, করুণার কথা একেবারেই মনে নাই। সহসা পদশব্দে সম্মুখে চাহিয়া

দেখিলে ফুল্লাননা করুণা বাঈ হাসিতে হাসিতে নির্দ্দিষ্ট কুঞ্জাভি-মুখে আগমন করিতেছে। তিনি নির্দ্ধারিত স্থানের কিঞ্চিৎ দূরে, একটা ঘনপত্র নিবিড় ঝোপের অন্তরালে বসিয়াছিলেন। ঝোপের মধ্যে একটু সামান্য ফাঁক ছিল—সেই স্থান হইতে দেখিতে পাইলেন, সহসা করুণার হাসিমাখা সুন্দর মুখখানিতে কে যেন নৈরাশ্যের কালিমা ঢালিয়া দিল। বিষন্নমুখে কুমারী বলিতে লাগিল, "একি হইল! তিনি কি আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন? অথবা আমি অগ্রে আসিয়াছি—সেই কথাই ঠিক। এই স্থানে বসিয়া খানিকটা অপেক্ষা করি।"

এই বলিয়া সুন্দরী সেই ছায়াশীতল কুসুমিত লতা-কুঞ্জমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া, নিবিষ্টমনে ফুল্ল-কুসুমে মধুপানরত ভ্রমরের গুঞ্জন-গীতি শুনিতে লাগিল।

শিল্পীবরের মনে এক নব ভাবের সঞ্চার হইল! কুঞ্জমধ্য বর্ত্তিনী নিতম্বিনীর চিত্র অঙ্কিত করিবার বাসনা চিত্তে জাগিয়া উঠিল। আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত ফেলিয়া রাখিয়া, নূতন একখানি কাগজ লইয়া, করুণার মধুর আকৃতি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইলে, সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "করুণা ক্ষমা কর—অনেকক্ষণ তোমায় প্রতীক্ষায় বসাইয়া রাখিয়াছি।"

সহসা সুমধুর বংশীরব শুনিয়া, কুরঙ্গিণী চকিতা হইয়া, ইতস্ততঃ যেমন চঞ্চল দৃষ্টি বিক্ষেপ করে, অথবা অকস্মাৎ কাদম্বিনীর গুরু গর্জ্জন শুনিয়া, শিখী যেমন আহ্লাদে নাচিয়া উঠে—বিজয় সিংহের কণ্ঠস্বরে বিভ্রান্তা করুণা বাঈও সেইরূপ সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দর্পহারী ওরফে বিজয় সিংহ বনলতা সরাইয়া, হাসিতে হাসিতে সুন্দরীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। করুণা কহিল, "আমি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা তোমার অপেক্ষা করিতেছি।"

দর্প। তাহা জানি। এই অর্দ্ধঘণ্টা আমিও নিশ্চেষ্ট ছিলাম না। নীরবে তোমার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অর্চ্চনা করিতেছিলাম।

করুণা। আবার ঐ কথা! আবার আমার রূপের প্রশংসা?

দর্প। রূপ থাকিলেই লোকে প্রশংসা করে।

করু। বাজে কথা থাক্। এতক্ষণ কি করিতেছিলে বল?

দর্প। দেখ, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

এই বলিয়া দর্পহারী প্রথম চিত্রখানি তাহার সম্মুখে ধরিলেন। করুণা পুলকচঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কহিল, "বড় চমৎকার হইয়াছে। ইহার অঙ্কণকার্য্যে তোমার মন বোধ হয় অতিশয় নিবিষ্ট ছিল, তাই এতক্ষণ আমার আগমন দেখিতে পাও নাই?"

দর্পহারী কোন কথা কহিলেন না—ধীরে ধীরে দ্বিতীয় পটখানি বাহির করিয়া ধরিলেন। করুণার মুখেও কথা নাই। চিত্রের প্রশংসা করিলে, নিজের রূপমাধুরীর প্রশংসা করিতে হয়। সুহাসিনীর মুখকমল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দর্পহারী কহিলেন, "করুণা! আমার তুলিকা নিতান্ত হীনশক্তি—ইহার এমন সামর্থ্য নাই যে, তোমার ও রূপের কণা-মাত্র অঙ্কিত করে—আমার নিকট এমন বর্ণ নাই—যাহার দ্বারা

তোমার ও স্বর্গীয় কান্তির শতাংশের একাংশও অঙ্কিত করিতে পারি, তবে মনের আবেগে এতক্ষণ কেবল একটা বিফল উদ্যম করিয়াছি মাত্র।"

লজ্জাবনতমুখী করুণা কহিল, "বিজয় বাবু। পর প্রশংসায় তোমার রসনার সহস্র মুখ নির্গত হয় দেখিতেছি। বাস্তবিক তুমি এতক্ষণ বৃথা নষ্ট করিয়াছ—কেবল কতকগুলা রঙ্গের শ্রাদ্ধ করিয়াছ—এ বানরীর চিত্র অঙ্কিত না করিয়া, যদি অন্য কোন নিসর্গশোভা চিত্রিত করিতে, কাজ হইত।"

দর্প। কিসে কাজ হইবে—করুণা বাঈ অপেক্ষা আমি অনেক ভাল বুঝি।

করু। ও ছাই-ভস্ম লইয়া কি করিবে—আমায় দাও।

দর্প। কোন নেত্রহীনের নিকট ছাই-ভস্ম হইতে পারে কিন্তু এ আমার নিকট মহার্ঘ্য রত্ন। এ পর্য্যন্ত আমি যত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, ইহার তুল্য কোনখানিই আমার চিত্তা-কর্ষক এবং উৎকৃষ্ট হয় নাই। এ আমার জীবন-সঙ্গী।

করু। কেন ভূতের বোঝা বহিয়া মরিবে—আমায় দাও।

দর্প। দিতে পারি—আপত্তি নাই। এ প্রতিমূর্ত্তি যাহার, তাহাকে যদি ইহার পরিবর্ত্তে পাই—তবেই ইহা ত্যাগ করিতে পারি, নচেৎ নহে।

রক্তিমাধরে করুণা কহিল, "কি বলিলে?"

ছবি দুই খানিকে সেই স্থানে ফেলিয়া, উভয় করে নবী-নার কম্পিত, ঘর্ম্মাক্ত কর-পল্লব ধরিয়া, দর্পহারী কহিলেন, "সত্য বলিতেছি করুণা! সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহাকে আমি তোমার তুল্য প্রিয় বিবেচনা করি।

করুণা তুমি আমার হৃদয়-গগনের সুখতারা —আমি যে তোমায় প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছি।”

করুণা ধীরে ধীরে হস্ত মুক্ত করিবার বিফল উদ্যম করিতে করিতে কহিল,—“আমায় ছাড়—আমি বাড়ী যাইব।”

দর্প। অগ্রে আমার একটী প্রশ্নের উত্তর দাও, তার-তোমায় যাইতে দিব। তোমাকে দেখিয়া অবধি আমি তোমায় ভালবাসিয়াছি—বল তুমি আমায় ভালবাসিবে—আমার আদরের সোহাগের আদরিণী পত্নী হইবে?”

করুণার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। নতবদনে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে, তাহার কপোল-কমল প্লাবিত করিয়া, ধারার পর ধারা বিগলিত হইয়া, দর্পহারীর হস্তে পড়িতে লাগিল।

তদ্দর্শনে ব্যথিত হইয়া দর্পহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “করুণা সহসা এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলে কেন? আমি কি কোন কষ্টকর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি?”

জড়িতকণ্ঠে বেপুথমতী কহিল, “বাস্তবিকই আমার হৃদয়ে বড় ব্যথা দিয়াছ!”

দর্প। আমি তোমার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছি? তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি? করুণা কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

করুণা। বিজয়! আমিও তোমায় ভালবাসি। সেই দিন সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই তোমায় ভালবাসিয়াছি।

দর্প। করুণা! তুমি জান না—তুমি আমায় কত সুখী করিলে!

করু। না, কিছু মাত্র না। কেবল মাত্র তোমায় কষ্টের

মাত্রা বাড়াইয়া দিলাম। আমি তোমাকে ভালবাসিলেও—তোমার——

দর্প। থামিলে কেন? তাহার পর, কি বলিতেছিলে বল?

করু। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে না!

দর্প। কি বলিলে বিবাহ হইবে না? এই না বলিলে তুমি আমায় ভালবাস?

করু। এখনও বলিতেছি। আমার পিতা সম্মতি দিবেন না।

দর্প। আমার বিশ্বাস আছে, শীঘ্রই আমি তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিতে পারিব।

করু। না তাহা পারিবে না! দৌলতরামের সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য তিনি উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন।

দর্প। তুমি তাহাকে ভালবাস?

করু। অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

দর্প। যাহাকে ঘৃণা কর, তাহার পত্নী হইয়া কেন সারাজীবন কষ্ট পাইবে।

করু। কি করিব পিতার আদেশ।

দর্প। তুমি এখন আর বালিকা নাই—পূর্ণ যুবতী, তোমার অমতে তোমার বিবাহ দেওয়া তোমার পিতার কর্ত্তব্য নয়। তুমি তাঁহাকে কিছু বল নাই?

করু। বলিয়াছি—অনেক কাঁদিয়াছি—তিনি কিছুতেই শুনিবেন না।

দর্প। করুণা সত্যই এবার তুমি আমার হৃদয়ে আঘাত করিলে। পিতার আদেশ পালন—আর তাঁহার অত্যাচার

উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করা এক বিষয় নয়। সত্যই কি তুমি অনিচ্ছাসত্বে দৌলতরামের পত্নী হইবে?

করু। না—তাহার পূর্ব্বে নদীতে ঝাঁপ দিয়া সকল যাতনার অবসান করিব।

দর্প। করুণা!

করু। আমার সিদ্ধান্ত স্থির। আমি হতভাগিনী, জীবনে কখনও সুখ পাইলাম না—আবার কাহাকেও সুখী করিতে পারিলাম না।

করুণা দর্পহারীর বাহুর উপর ভর দিয়া, তাঁহার বক্ষে মাথা রাখিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

এই সময়ে অদূরে নিবিড় লতাবেষ্টিত একটা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দুইটা হিংসাপূর্ণ বৃহচ্চক্ষু ধক্ ধক্ করিয়া নরকের অনল উদগীর্ণ করিতেছিল। মুখখানা অতি ভীষণ পৈশাচিক একটা ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। প্রণয়ীযুগল কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না।

দর্পহারী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া কহিলেন, "করুণা তুমি ত্রিদিব-কুসুম। তোমার এ অপার্থিব রূপ জলে ডুবিয়া মরিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ভগবান জীবন দিয়াছেন। তোমার বা আমার সে জীবন নষ্ট করিবার কোন অধিকার নাই। আত্মহত্যা মহাপাপ—এ পাপ সংকল্প ত্যাগ কর। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়াছি—এ ভালবাসা অতি পবিত্র, এস আমরা পরস্পর মিলিত হই। একবার আমার সহিত তোমার বিবাহ হইয়া গেলে, তোমার পিতা আর বিরাগ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তদ্ভিন্ন আমি যে তোমার

উপযুক্ত পাত্র—সম্বংশে আমার যে জন্ম—আমাকে বিবাহ করিলে তোমাকে যে অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইতে হইবে না—আমি শীঘ্রই তাহার প্রমাণ দিতে পারিব। কেমন তুমি সম্মত আছ?"

বিগলিতাশ্রু করুণা ধীরে ধীরে তাহার অশ্রুসিক্ত লোচন দুইটী প্রণয়-পাত্রের মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া কহিল, "সেই ভাল—আমি তোমার কথামতই কার্য্য করিব। আমার চোখ ফুটিয়াছে—আত্মহত্যা করিয়া পরকালের পথে আর কাঁটা দিব না।"

শুনিয়া উৎফুল্লমুখে দর্পহারী পুনরায় তাহাকে বক্ষে ধরিয়া, তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত নয়ন-কুবলয়ে শত চুম্বন প্রদান করিলেন।

বৃক্ষান্তরালবর্ত্তীর পাপ-দৃষ্টি সে দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিল।

দর্প। তোমার পিতা কি বলপূর্ব্বক তোমাকে দৌলত-রামের করে অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন?

করু। হাঁ এবং শীঘ্রই।

দর্প। তাহা হইলে কালই আমাদের বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া উচিৎ!

করু। কাল? কেমন করিয়া, কোথায় হইবে?

দর্প। আমি বন্দোবস্ত করিব। তোমার মাসীর বাড়ী হইতে হইবে। বিবাহের যাবতীয় বন্দোবস্তই করিয়া রাখিব, অপরাহ্নে যেমন তুমি কমলাকে দেখিতে আইস—সেইরূপ আসিবে,—কেবল বলিয়া আসিবে সে রাত্রে তুমি আর বাটী ফিরিবে না।

কর। তুমি যাহা ভাল বিবেচনা হয় কর—আমি স্ত্রীলোক আর কি বলিব। আমি জীবনে মরণে তোমার, এই পর্য্যন্ত জানি।

তখন সকল বন্দোবস্তের ঠিক হইল। প্রণয়ীযুগল পরস্পরকে চুম্বন করিয়া, করুণা মহেশপুরের অভিমুখে ফিরিল এবং দর্পহারী তাঁহার ব্যাগের মধ্যে সমস্ত গুছাইয়া লইয়া কিশোরগঞ্জে চলিলেন। কমলার পিতামাতার সহিত প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহারা সানন্দে তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন।

এদিকে দর্পহারী এবং করুণার প্রস্থানের পর বৃক্ষপার্শ্ব হইতে দৌলতরাম বাহির হইয়া আসিলেন। তিনিই এতক্ষণ গোপনে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের প্রণয়ালাপ শুনিতেছিলেন আর ক্রোধে অধর দংশন করিতেছিলেন। এক্ষণে গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া কহিলেন, "হুঁ, প্রণয়ীযুগল! মর্ত্তে এই তোমাদের শেষ সাক্ষাৎ! সুন্দরী মনে করিয়াছ আমার কবল হইতে রক্ষা পাইবে? যমকে ফাঁকি দিতে পার কিন্তু দৌলতরামকে পার না। একবার তোমার পাণিগ্রহণ করি—তখন ইহার প্রতিশোধ লইব—আমাকে কত ঘৃণা কর দেখিব। দৈবই আজ আমায় এ সময়ে এ পথে আনিয়াছে—নহিলে উহাদের গোপন পরামর্শ কিছুই শুনিতে পাইতাম না। করুণা চিরকালের মত আমার হস্তবিচ্যুত হইয়া যাইত। কাল তোমাদের বিবাহ? বিজয় সিংহ! অদ্য রাত্রেই তুমি মরিবে!"

দৌলতরাম সে স্থান ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### অভাবনীয় পরিবর্ত্তন।

করুণা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বিমাতা অহল্যা বাঈ মুখখানা ভার করিয়া একস্থানে বসিয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে কল্পিত রোগ বিশেষের যাতনায় আঃ উঃ শব্দ করিতেছে। করুণাকে দেখিয়া তাহার সে যাতনা আরও বাড়িল। করুণা কিয়ৎক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে যাইতেছিল,—তদ্দর্শনে অহল্যা বিদ্রূপের স্বরে আরম্ভ করিল, "আহা, তুমি কাজ করিও না—তুমি রাজমহিষী তোমার ও সব কি শোভা পায়? তুমি কত কষ্ট করিয়া পাহাড়ের হাওয়া খাইয়া বাড়ী ফিরিলে—অত কষ্ট তোমার সহ্য হইবে কেন! তুমি বস—বাড়ীর বাঁদী যে, সেই সব করিবে। তাহার লোহার দেহ—তাহার সব সহ্য হয়। থাক তোমাকে আর কাজ করিতে হইবে না।"

করুণা কখনও বিমাতার কথায় প্রতিবাদ করিত না। মুখ বন্ধ করিয়া থাকিত। যখন বড় অসহ্য হইত, নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। আজ করুণা কথা কহিল। বলিল, "বেশ থাক। যখন বারণ করিতেছ, করিব না। কাহার ক্ষতি?"

অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল। নাকিসুর ছাড়িয়া অহল্যা গর্জ্জিয়া উঠিল। কহিল, "ক্ষতি আর কাহার? ক্ষতি আমার! তোর বড় মুখ ফুটিয়াছে! আমার কথার উপর কথা! তা বলবি বৈ কি! আমি কে? বাড়ীর দাসী বই ত নয়।"

করুণা। যদি আমার মুখ ছুটিয়া থাকে—সেও তোমার দোষে ছুটিয়াছে মা।

অহল্যা। বটে! আমার দোষে?

করুণা। হাঁ। আমি অনেক সহ্য করিয়াছি—নীরবে অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি কিন্তু একদিনও একটী কথা কহি নাই। এ যাতনা—এ অত্যাচার অসহ্য।

অহল্যা। যদি অসহ্য হইয়া থাকে, দূর হইয়া যা।

করুণা। তাই যাইব। এ উৎপীড়ন সহ্য করা অপেক্ষা, যে কোন জীবন আমার পক্ষে সুখকর।

অহল্যা। কোন্ চুলায় যাইবি। তোর কি কোথাও যাইবার স্থান আছে?

করুণা। নাই সত্য কিন্তু হইতেছে।

অহল্যা। কোথায়?

করুণা। কেন তুমি কি জান না? বাবা যে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন।

অহল্যা কিছু শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। কহিল, "সে বিবাহে তোমার মত ছিল না শুনিয়াছিলাম—সহসা কিসে মত ফিরিল?"

করুণা। তোমার বাক্য-বাণে। সে বর কেন, বাবা যদি এখন আমাকে যমের করেও অর্পণ করেন, তাহারি গলেও আমি সহাস্যে বরমাল্য দিব। যখন মুখ খুলিয়াছি—যাহা বলি শোন,—জ্ঞান হইলে বুঝিলাম আমি মাতৃহারা। আমি তোমাকেই মা বলিতে—মার মত ভাল বাসিতে শিখিলাম। এতাবৎ আমি প্রাণপণে তোমার শ্রদ্ধা ভালবাসা লাভ করি-

বার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পারি নাই। তত্রাপি একদিনও কেহ আমাকে কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত হইতে দেখে নাই আমার শৈশবের স্মৃতির সহিত তোমার নির্দ্দয় অত্যাচার—তোমার কুবাক্যগুলি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। আমি মা বলিয়া তোমার নিকটে গিয়াছি—তুমি দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ। তোমার নিজের মেয়েরা যখন খেলা করিয়াছে—আমাকে তখন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে দিয়াছ। তাহাদের যখন আহার করিতে দিয়াছ—নিদারুণ মর্ম্ম পীড়ায় আমার চক্ষে তখন অজস্রধারা বহাইয়াছে। তথাপি একদিনও আমার মুখে একটী কথা শুনিতে পাও নাই—তোমার জ্বালাময়ী রসনা আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, আমি মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছি। তোমার রসনায় বিষ আছে—তাহার জ্বালায়, পিতা আমার বাড়ী ছাড়িয়া পথে পথে ঘুরিতেছেন। তুমি মা সংসারে কাহাকে সুখী করিয়াছ? যে তোমার সংসর্গে আসিয়াছে, তাহাকেই দগ্ধিয়া মারিয়াছ। তুমি যদি রসনা সংযত করিতে শিখিতে, আমাদের এই সংসারে স্বর্গের সুখ আনিতে পারিতে। আমার প্রতি যদি—একটু সদয় ব্যবহার করিতে, আমি প্রাণ লুটাইয়া তোমাকে ভালবাসিতাম—গর্ভধারিণীর মত তোমাকে ভক্তি করিতাম। আমি মা বলিয়া তোমার কোলে বসিতে গিয়াছি—তুমি রাক্ষসীর মত আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছ। কি সুখে—কিসের আসক্তিতে আমি আর এ সংসারে থাকিব। মাতৃহীনা বালিকা, যাহার মুখপানে চাহিবার কেহ নাই—নদীর অতল জল তাহার সকল দুঃখ দূর করিবে।”

করুণার আরও অনেক কথা বলিবার বাসনা ছিল কিন্তু আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। দুই হাতে মুখ চাপিয়া, অভাগিনী, জন্মদুঃখিনী করুণা কাঁদিতে বসিল।

অহল্যাও নীরবে বসিয়া। দাম্ভিকা মুখরা স্পন্দহীনা। তাহার মুখেও কথাটী নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে সহসা করুণা মুখ তুলিয়া, বিমাতার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল সেখানেও অশ্রুর প্রস্রবন বহিতেছে। করুণাময়ী করুণার সে দৃশ্য আর সহ্য হইল না। সৎমার হাত ধরিয়া, কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল, "মা! তুমি কাঁদিতেছ?"

অহল্যা প্রকৃতই কাঁদিতেছে। সহস্র লোকে বুঝাইলে যাহা হয় না, শত ধর্ম্মোপদেশে যাহা ঘটে না—লগ্নবিশেষে একটী সামান্য ঘটনায়—একটী সামান্য বাক্যে তাহা সংঘটিত হইয়াছে। একটী কথায় কত লোকের হৃদতন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছে। করুণার আজিকার ভৎসনায় অহল্যার হৃদয়-তন্ত্রীও বাজিয়াছে—তাহার মরমের কোন নিভৃত কোমল প্রদেশে আঘাত করিয়াছে।

করুণার স্বর কত করুণামাখা,—মর্ম্মাহতা অহল্যা আজ বুঝিতে পারিল। ঈর্ষাপরতন্ত্র হৃদয় আজি মুক্ত স্বচ্ছ। করুণা পুনরায় কহিল, "মা আমাকে ক্ষমা কর—তুমি মনে ব্যথা পাইবে জানিলে, আমি কথা কহিতাম না।"

বিষাদিতা অশ্রুপ্লাবিতা অহল্যা করুণার গলা ধরিয়া কহিল, "এত দিন কেন কথা কহ নাই মা! তোমার কথায় আজ আমার দিব্য চক্ষু লাভ হইয়াছে। সংসারের আমি কি অনিষ্ট করিয়াছি. আজ বুঝিতে পারিলাম। হিংসা এতদিন

আমাকে বিপথে লইয়া বেড়াইয়াছিল। আজ হইতে আমি তোমার উপদেশ মত কার্য্য করিব।”

এই বলিয়া অহল্যা করুণার মুখচুম্বন করিল। সে দৃশ্য বড়ই পবিত্র—বড়ই সুন্দর।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে অহল্যা জিজ্ঞাসা করিল, “সত্যই কি করুণা। তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে?”

করুণা। না! বিবাহিতা হইলে, কোন্ কন্যা ঘরে থাকে?”

অহল্যা। তুমি ত দৌলতরামকে দেখিতে পার না—পূর্ব্বে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহ নাই—এখন কি তাহাকে ভালবাসিতে পারিবে?

করুণা। না।

অহল্যা। তবে কেন তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছ?

করুণা। পিতার আদেশ।

অহল্যা। আমার ইচ্ছা নয়, তাহার সহিত তোমার বিবাহ হয়। তোমার পিতা আমাকে কোন কথা বলেন নাই কিন্তু আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, যেন তিনি কোন কারণে বাধ্য হইয়াই, তোমাকে তাহার করে অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। কি এমন কারণ? কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তোমাকে হাত পা বাঁধিয়া, জলে ফেলিয়া দিতে চাহিতেছেন? না—তাহা কখনই হইবে না!

করুণা নীরবে বসিয়া রহিল। অহল্যা পুনরায় কহিল, “করুণা! আমি তোমার সকল সংবাদই রাখি—তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছ, তাহাও শুনিয়াছি। যাহাতে তাহার সহিত

তোমার বিবাহ হয়, আমি বিশেষরূপে তাহার চেষ্টা করিব।"

করুণা এবারও কথা কহিল না। নীরবে বিমাতার মুখ-পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। এই সময়ে ভুলিচাঁদ কোথা হইতে টলিতে টলিতে, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে করুণা সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল।

অন্যদিন ভুলিচাঁদ বাটী আসিলে, অহল্যা নানারূপ ভৎ'সনা করিত, অদ্য হাস্যমুখে সম্ভাষণ করিল। ভুলিচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "করুণা চলিয়া গেল কেন? আমার যে একটা কথা আছে।"

অহল্যা। হাঁ, ভাল কথা। দৌলতরামের সহিত করুণার বিবাহ দিতে পারিবে না।

ভুলি। আমিও সেইজন্য তাহাকে খুঁজিতেছি। একবার তাহাকে ডাক।

করুণা নিকটেই ছিল। আসিয়া বলিল, "বাবা! আমায় ডাকিতেছ কেন?"

ভুলি। করুণা! তুমি আমায় ভালবাস?

করু। বাবা! আজ এ নূতন প্রশ্ন কেন? আমি কবে তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করি নাই? কোন্ কাজে আমার ভালবাসার অভাব দেখিয়াছেন বাবা?

ভুলি। এইবার তোমার ভক্তি ভালবাসার পরীক্ষা লইব। যদি তোমার সামর্থ্যে থাকে, আমাকে অপমান এবং বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত করিবে?

করু। তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? নিশ্চয় করিব।

দুলি। ঠিক বলিতেছ ?

করু। যদি তোমার প্রস্তাব অসঙ্গত না হয়—তাহার জন্ত জীবন পর্য্যন্ত দিব।

দুলি। হায় ভগবান! কি করিলে ?

করু। কেন বাবা! কি হইয়াছে? আপনার এমন কি বিপদ ঘটিয়াছে ?

দুলি। সে বলিবার নয়।

করু। কেন আমাদিগকে—তোমার কন্যা এবং স্ত্রীকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না ?

দুলি। অবিশ্বাসের কথা নয় মা! আমি সে কথা বলিতে পারিব না!

দুলিচাঁদ মুখ ঢাকিলেন। দুইটী রমণী পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিল। অহল্যা কহিল, "এমন কি কথা, আমরা শুনিতে পাইব না ?"

দুলি। না অহল্যা! আমাকে উপরোধ করিও না।

করু। বাবা! এই না আমায় বলিলে, 'তুমি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে।'

দুলি। হাঁ, করুণা! একমাত্র তুমিই আমার রক্ষাকর্ত্রী।

করু। কি করিলে, তোমার বিপদ ঘুচিবে বাবা ?

দুলি। আর কিছুই নয়—কেবল দৌলতরামকে বিবাহ করিলেই আমি বিপন্মুক্ত হইব।

করুণা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া, সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। দুলিচাঁদ কাতরকণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন মা! সম্মত ?"

করু বাবা! আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি———

দুলি করুণা! যদি তুমি সকল ঘটনা শোন, নিশ্চয় তুমি সম্মত হইবে। তোমার সহিত দৌলতরামের বিবাহ না দিলে, সে আমাকে বিপন্ন করিবে।

করু। আমাকে চিরদুঃখিনী করিবে?

দুলি। করুণা! আমার জীবন বিপন্ন—তাহাকে বিবাহ না করিলে, আমার জীবন যাইবে।

করু। বল কি বাবা? কেন বাবা! তুমি কি এমন দোষ করিয়াছ?

দুলি। সে কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না। কিন্তু তোমার সম্মতি বা অসম্মতির উপর আমার জীবন-মৃত্যু নির্ভর করিতেছে।

করু। তোমার জীবনরক্ষা করা আমার সহস্রবার কর্ত্তব্য। আমি সম্মত কিন্তু সকল ঘটনা বলিতে হইবে।

দুলি। সন্ধ্যার পর দৌলতরামের মুখে শুনিতে পাইবে। সে সময়ে আমি বা অহল্যা কেহই বাটীতে থাকিব না।

দুলিচাঁদ বেগে বাটী হইতে চলিয়া গেল। অহল্যা ও করুণা নানা কাল্পনিক আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### করুণার তেজস্বিতা।

সন্ধ্যার পরই অহল্যা তাহার কন্যাদিগকে লইয়া পার্শ্বের বাড়ীতে বেড়াইতে গেল।

তাহার অব্যবহিত পরেই চুণিচাঁদ দৌলতরামের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যে কক্ষে করুণা অপেক্ষা করিতেছিল, তথায় গিয়া এক পার্শ্বে বসিলেন।

অপরাপর দুই একটী কথাবার্ত্তার পর দৌলতরাম করুণাকে কহিল, "কুমারী তুমি বয়স্থা হইয়াছ, সুতরাং তোমার অমতে কোন কার্য্য করা ভাল নয়। সেই জন্য তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমায় বিবাহ করিবে কি না ?"

করু। না।

দৌলত। আমায় বিবাহ করিলে তোমার কোন কষ্ট হইবে না—আমি তোমাকে রাজরাণীর মত সুখস্বচ্ছন্দে রাখিয়া দিব!

করু। আমার সেই এক উত্তর।

চুনি। করুণা! আমার উপরোধ শোন, তুমি দৌলতরামকে বিবাহ করিতে আর অমত প্রকাশ করিও না।

করু। আমি অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার আজ্ঞা পালন করিব।

দৌলত। যদি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত না হও, তোমার পিতার জীবন যাইবে।

করু। কেন?

দৌলত। বলিতেছি। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে পাহাড়ের উপর ঘাসীরাম বা গোয়েন্দা হেমন্তকুমার বাবুর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

করু। শুনিয়াছি। তাহার সহিত আমার পিতার সম্বন্ধ কি?

দৌলত। আছে! যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তোমার পিতাকেই তাহার হত্যাপরাধে ফাঁসিতে ঝুলিতে হইবে!

করুণা শিহরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কাতরভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিল। ঢুলিচাঁদ কহিলেন, "সত্য করুণা!"

কাতরকণ্ঠে কুমারী কহিল, "অসম্ভব! আমার পিতা নরহন্তা! আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিব না!"

ঢুলিচাঁদের চক্ষেও জল আসিল। কহিলেন, "ভগবান! তোমায় সহস্র ধন্যবাদ! করুণা তাহা হইলে তুমি আমাকে নিরপরাধি বিশ্বাস কর?"

করু। নিশ্চয়! বাবা! কখনই তোমার দ্বারা সে কার্য্য হয় নাই!

ঢুলি। না—আমি তাহাকে হত্যা করি নাই। তুমি যেমন সে পাপে নির্লিপ্ত—আমিও তেমনি নিষ্পাপ।

করু। তবে এ লোকটা তোমাকে কি জন্য ভয় প্রদর্শন করিতেছে? কেন তুমি তাহার কথায় উঠিতেছ বসিতেছ?

করুণা অবজ্ঞাভরে একবার দৌলরামের মুখের দিকে চাহিল। দৌলতরাম তাহা লক্ষ্য না করিয়া, নিজেই কহিলেন, "পাহাড়ের উপর যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার নিকটেই এই ফেন্‌ গাছাটা পড়িয়াছিল।"

এই বলিয়া দৌলতরাম পকেট হইতে ঘড়ির একছড়া চেন বাহির করিয়া দেখাইলেন। করুণার মুখ শুখাইল। বিরস-কণ্ঠে কহিল, "এ যে বাবার চেন!"

দুলিচাঁদ কহিলেন, "হাঁ, আমারই চেন। ঘাসীরামের যখন মৃত্যু হয়, আমি তখন তাহার পার্শ্বে ছিলাম। তাহার সহিত আমাকে হুড়াহুড়ি করিতে হইয়াছিল কিন্তু আমি তাহাকে খুন করি নাই।"

দৌলত। যদি এই চেনছড়াটা পুলিসের হাতে দিই এবং আমি যাহা জানি, সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলি, হত্যাপরাধে নিশ্চয় তোমার পিতার ফাঁসি হইবে।

করু। বাবা—বাবা! এ কথা কি সত্য?

দুলি। হাঁ, মা! ইহার প্রত্যেক কথা সত্য!

করু। কিন্তু তুমি নির্দ্দোষী। তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার কি কোন উপায় নাই?

দুলি। না।

দৌলত। কেবল একটীমাত্র উপায় আছে। তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও- আমি মুখ বন্ধ করিব। বিবাহের পর চেন তোমার পিতাকে ফিরাইয়া দিব। এখন তোমার মতামতের উপর তোমার পিতার জীবন-মৃত্যু নির্ভর করিতেছে।

করুণা নীরব। স্থিরদৃষ্টিতে দৌলতরামের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যদি আমি সম্মত না হই—যদি তোমায় বিবাহ না করি?"

দৌলত। তোমার পিতা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবে।

কক। তুমি না বলিতেছিলে, আমায় ভালবাস?

দৌলত। প্রাণের সহিত!

কক। মিথ্যা কথা। আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দু-মাত্র ভালবাসা থাকিত, তুমি কখনই আমাকে যন্ত্রণায় ব্যথিত করিতে না—আমার পিতাকে কখনই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে যাইতে না।

দৌলত। অন্য উপায় না থাকাতে, বাধ্য হইয়াছি।

কক। বল, যাহা যাহা ঘটিয়াছে, আমাকে সমস্ত বল।

দৌলতরাম তাহাই করিলেন। সমস্ত শুনিয়া করুণা তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সগর্ব্বে কহিল, "আমার পিতা দোষী হউক আর নির্দ্দোষীই হউক, আমি কখনই তোমার পত্নী হইব না।"

করুণার কোমলভাব দেখিয়া, হুলিচাঁদ আশ্বাসিত হইয়াছিল, এক্ষণে সহসা তাহার মুখে এই কথা বাহির হইতে শুনিয়া, একেবারে নিরাশায় দমিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া কহিল, "হতভাগি। কি বলিতেছিস্? শেষে কি পিতৃহত্যা করিবি?"

কক। পিতা! যদি তুমি প্রকৃতই দোষী হইতে, তাহা হইলে, তোমার দোষ ঢাকিবার জন্য দৌলতরামকে বিবাহ কেন, এই মুহূর্ত্তে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম। কিন্তু তুমি নিষ্পাপ—যখন তোমার কোন অপরাধ নাই, তখন কল্পিত অপরাধ গোপন করিবার জন্য, কেন কন্যাকে চির-যাতনা, অবিচ্ছিন্ন কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছ? তুমি ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়াছ, তাই নিজে নিষ্পাপ

হইয়াও, অপরাধীর মত ভয়ে আত্মহারা হইয়াছ। তুমি নিতান্ত ভীরুতার পরিচয় দিয়াছ। প্রথম হইতেই কাপুরুষের মত ব্যবহার করিয়া আসিতেছ। তাই দুর্ব্বৃত্ত দৌলতরাম তোমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। ভগবানের ন্যায়বিচারে বিশ্বাস হারাইয়া, এত কষ্ট পাইয়াছ। তাঁহাকে বিশ্বাস কর—তিনি তোমায় রক্ষা করিবেন। আমি শেষ বার বলিতেছি, আমি কখনই দৌলতরামকে বিবাহ করিব না।

দৌলতরামের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। করুণার তেজ, দর্প দেখিয়া, তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মুখে কহিল, "করুণা! কখনই তুই আমার কবল হইতে মুক্তি পাইবি না।"

দুলচাঁদেরও চক্ষু-তারকা জ্বলিয়া উঠিল। কন্যার ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া, তাঁহারও হৃদয়ের লুপ্ত ভক্তি এবং সাহস ফিরিয়া আসিল। কহিলেন, "নিশ্চয় পাইবে! দৌলতরাম! আমি নিতান্ত অন্ধ! সুতরাং আমি নিতান্ত কাপুরুষ। তুমি দূর হও আমার বাড়ী হইতে। আর আমি তোমায় ভয় করি না,—তোমার যতদূর সামর্থ্য আমায় বিপন্ন করিও—তোমার যেখানে অভিপ্রায় যাও—আমি কালই প্রত্যুষে হাকিমের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিব। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। যাও মা করুণা যাও! আর তোমাকে কষ্ট দিব না। বাস্তবিকই আমি তোমার প্রতি নিতান্ত দয়াহীনা, কাপুরুষের মত ব্যবহার করিয়াছি।"

করুণা প্রস্থান করিল। দুলীচাঁদ এবং দৌলতরাম কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিসম্বদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার পর দৌলতরাম ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া

হতবুদ্ধি হইয়াছি। চুনিচাঁদ! তোমার জীবন কি এতই ভার হইয়াছে? জীবনে কি কিছুমাত্র মমতা নাই?"

চুনি। জীবনে মমতা সকলেরই আছে। তাই বলিয়া নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া, অপরের জীবন কেন বিপন্ন করিব?

দৌলত। তবে আত্মজীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছ না কেন?

চুনি। বিচারে যাহা হয় হইবে। উপযুক্ত কৌন্সলী নিযুক্ত করিব।

দৌলত। কোন ফল হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া লোকে হাসিবে মাত্র।

চুনীচাঁদ চিন্তান্বিত হইলেন। ভীরুদের লক্ষণই এই—তাহাদের পশ্চাতে যতক্ষণ কেহ থাকে, ততক্ষণ তাহারা খুব সাহসের পরিচয় দিতে পারে কিন্তু সমর্থনকারী সরিয়া দাঁড়াইল, তাহারা চোখে আঁধার দেখে। করুণার তেজপ্রভাবে চুনি-চাঁদের হৃদয়টা একবার উৎসাহিত হইয়াছিল মাত্র কিন্তু করুণার প্রস্থানের পর পুনরায় তাহার অন্তরে আশঙ্কার আঁধার ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ধূর্ত্ত দৌলতরাম তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোমার কন্যাটী একটী পাকা অভিনেত্রী। তাহার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তোমাকে বেশ বোকা বনাইয়া গেল। তুমি মর বাঁচ, তাহাতে তাহার বড় একটা ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাহার দর্পহারী বাঁচিয়া থাকিলেই হইল

চুনি। কি বলিলে?

দৌলত। কাল সন্ধ্যার পর দর্পহারীর সহিত তোমার কন্যার বিবাহ!

দুলি। অসম্ভব! করুণা কখনই এমন শয়তানী নয়।

দৌলত। না, বড় সরলা।

দুলি। কে বলিল? তুমি কেমন করিয়া জানিলে?

দৌলতরাম গোপনে থাকিয়া যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সমস্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া দুলিচাঁদের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল।

দৌলতরাম সেই অনলে আর একটু ঘৃতাহুতি দিয়া কহিলেন, "আহা কি পিতৃভক্তি! কি সরলতা! পিতা ফাঁসিতে ঝুলিতে যাইতেছে, আর কন্যা প্রণয়পাত্রের সহিত রসালাপ করিতে চলিতেছে।"

দুলিচাঁদ ডাকিলেন, "করুণা! করুণা!"

করুণার পরিবর্ত্তে অমূল্যা আসিয়া কহিল, "সে বাড়ী নাই। কমলার পীড়া বড় বাড়াবাড়ি—সে কিশোরগঞ্জ গিয়াছে।"

দৌলত। দেখিলে। আমার কথায় এখন প্রত্যয় হইল?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুলিচাঁদ কহিলেন, "হইয়াছে। এখন উপায়?"

দৌলত। যাহাতে তাহার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ না হয়, এবং আমাদেরও কার্য্য উদ্ধার হয়—তাহার চেষ্টা করা।

দুলি। আমার মাথার ঠিক নাই। তুমি কি করিতে বল?

দৌলত। আজ আর কিছু হইবে না। কাল সন্ধ্যার পর বিবাহ। কমলাদের বাটীতে তাহার সকল বন্দোবস্ত হইতেছে। বিবাহের পূর্ব্বে আমরা তথায় উপস্থিত হইব - সমস্ত প্রস্তুত

থাকিবে—সেই স্থানে তুমি বলপূর্ব্বক তাহাকে আমার করে সম্প্রদান করিবে।

তুলি। উত্তম পরামর্শ। চল, পথে যাইতে যাইতে অন্য কথা কহিব।

দুই জনে বাটীর বাহির হইলেন।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### সেতুর উপর।

সন্ধ্যার পর দর্পহারী অপরাপর লোকের সহিত মিশ্রঠাকুরের রোওয়াকে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটী ভিখারী বালক আসিয়া, মিশ্রঠাকুরের হাতে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল।

মিশ্রঠাকুর পত্রের শিরোনাম পড়িয়া দেখিলেন, পত্র তাঁহার নহে, বিজয় সিংহের। ঠাকুর পত্রখানি যথাস্থানে প্রদান করিলেন। দর্পহারী পত্রখানি লইয়া তাঁহার কক্ষমধ্যে আলোকের নিকট পড়িতে গেলেন। পত্রে লেখা :——

"বিজয়বাবু! যদি কোন একটা অতি গোপনীয় সংবাদ শুনিতে চান, অদ্য রাত্রি দশটার সময় আমার সহিত সেতুর উপর সাক্ষাৎ করিবেন। সে কথা শুনিলে, আপনার ভবিষ্যৎ মঙ্গল হইবে। সম্প্রতি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছেন, সেই সম্বন্ধেই কোন গোপনীয় কথা! অতি অবশ্য সাক্ষাৎ করিবেন।"

"আপনার কোন হিতৈষী।"

পত্রখানি পড়িয়া, দর্পহারী কিয়ৎক্ষণ কুঞ্চিত-ললাটে কি চিন্তা করিলেন। কে এ পত্রলেখক? কোন শত্রু কি? তিনিই যে গোয়েন্দা দর্পহারী এ সন্দেহ কারও মনে স্থান পায় নাই। তবে কে এ অযাচিত প্রিয় সুহৃদ? সম্প্রতি তিনি করুণার পাণীগ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—সম্ভবতঃ কোন ব্যক্তি গোপনে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া থাকিবে। বোধ হয় সেই সম্বন্ধে কোন গুহ্য বিষয় তাঁহাকে বলিবার জন্যই আহ্বান করিয়াছে। কিন্তু রাত্রিকালে নিজ্জন নদীতীরে কেন? কোন প্রকার কু অভিসন্ধি থাকিলে, তাহা সম্পাদন করিবার এমন উপযুক্ত স্থান আর নাই। অন্ধকারে পাপকর্ম্ম করিয়া, নদীজলে লাস ফেলিয়া দিলেই সকল আপদের শান্তি হইল। তবে কি তিনি যাইবেন না? না, তাহা হইতে পারে না। দর্পহারী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গোপনে পুলিসকর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। অমনি দুই জন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, অন্ধকারে থানা হইতে বহির্গত হইয়া, শনৈঃ শনৈঃ নির্দ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দর্পহারী সেতুর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, কর্ম্মচারীদ্বয় তাঁহার ইঙ্গিতে যথাস্থানে অপেক্ষা করিতেছে। মেঘজালে গগনতল সমাচ্ছাদিত থাকায়, সম্মুখের কোন বস্তুই স্পষ্ট লক্ষীভূত হইতেছে না। তিনি অতি সতর্কতার সহিত আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইলে, সেতুর অপর পার্শ্ব হইতে একব্যক্তি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মধ্যপথে উভয়ের সাক্ষাৎ

হইলে, আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারই নাম কি বিজয় সিংহ?"

একটা প্রকাণ্ড পাগড়ীতে লোকটার মুখের অধিকাংশ আবৃত—স্বরটাও চাপা চাপা। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "হাঁ। আর আপনিই কি আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন?"

লোক। হাঁ।

দর্প। কি জন্য আমাকে এ স্থানে ডাকিয়াছেন?

লোক। সাবধান করিয়া দিবার জন্য। আপনার বড় বিপদ।

দর্প। সত্য নাকি? ব্যাপারটা কি বলুন ত?

লোক। বলিতেছি। বড় গোপনীয় কথা। কাহারও সাক্ষাতে বলিতে সাহস হয় না। কি জন্য ডাকিয়াছি শুনিবেন?

দর্প। হাঁ—বলুন।

লোক। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য! এই য——

লোকটার দক্ষিণ হস্ত সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে উঠিল এবং একখানা তীক্ষ্ণাগ্র সুদীর্ঘ ছুরিকা সবেগে তাঁহার বক্ষে পড়িতেছিল কিন্তু দর্পহারী আশ্চর্য্য কৌশলে তাহার হাতের মণিবন্ধটা চাপিয়া ধরিলেন এবং অপর হস্তে তাহার পাগড়ী ধরিয়া একটা টান দিলেন।

পাগড়ী খসিয়া পড়িল। অকৃতকার্য্যতাহেতু আন্তরিক ক্রোধ এবং বিরক্তিতে লোকটা গর্জ্জিয়া উঠিল এবং হাতখানা মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এক্ষণে তাহাকে চিনিতে পারিয়া দর্পহারী কহিলেন, "দৌলতরাম!"

দৌলতরাম কহিলেন, "হাঁ—তোর যম!"

দর্পহারীর লৌহকঠিন কর-পরিপেষণে "যমের" হাতের—অস্ত্রটা খসিয়া মাটীতে পড়িল।

দর্পহারী তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "দৌলত-রাম! কি জন্য এ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই?"

দৌলত। খুব করিয়াছ। জীবন পণ। এ স্থনে হইতে দুইজন ফিরিবে না। হয় তুমি মরিবে, নয় আমি মরিব।

দর্প। আমার মরিবার কিংবা তোমাকে মারিবার ইচ্ছা নাই। আমি তোমার কি করিয়াছি?

দৌলত। আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে বসিয়াছ। করুণা দুই জনের হইতে পারে না। একজন সরিয়া দাঁড়াইবে।

এতক্ষণে দর্পহারী আক্রমণের কারণ বুঝিতে পারিলেন কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "করুণার সহিত আমার সম্বন্ধ কি?"

দৌলত। গোপন করিয়া কোন ফল নাই। প্রাতঃকালের সমস্ত কথাবার্ত্তা আমি শুনিয়াছি। এখন হয় তুমি মর—নয় আমাকে খুন কর।

দর্প। আমি দুইয়ের কিছুতেই প্রস্তুত নই।

দৌলত। কখনই জীবিত ফিরিতে পারিবে না।

এই বলিয়া তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। তখন দুই

জনে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই কুস্তিগীর পালোয়ানের পদভরে লৌহসেতু কাঁপিতে লাগিল। কেহই সহজে কাহা-কেও কায়দা করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে দর্পহারী তাহাকে সেতুর রেলিংয়ে ঠেশিয়া ধরিলেন। দৌলতরামের আর নড়িবার সামর্থ্য রহিল না।

দর্পহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন সন্তুষ্ট হইয়াছ?"

দৌলত। না। হয় আমাকে খুন কর—নহিলে ছাড়িয়া দাও, কেমন করিয়া খুন করিতে হয় দেখাইতেছি।

দর্প। কিছুতেই তুমি এ সংকল্প ত্যাগ করিবে না?

দৌলত। না।

দর্প। তুমি সাঁতার জান?

দৌলত। খুন—খুন! একজন খুন—

দর্প। তুমি সাঁতার জান কি না অগ্রে বল?

দৌলত। জানি।

দর্প। তবে সাঁতার দিয়া জীবন রক্ষা কর।

এই বলিয়া দর্পহারী দৌলতরামকে শূন্যে তুলিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি সে স্থান ত্যাগ—করিতেছিলেন, এমন সময়ে পদতলে সেতুর উপর চাকচিক্যশালী কি একটা পদার্থ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি তুলিয়া লইয়া দেখি-লেন, একছড়া সোণার চেন।

মেঘ কতকটা সরিয়া গিয়াছে। সেই ক্ষীণালোকেও দর্পহারী চেনের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার নিকট লকেট এবং চেনের যে ছিন্নাংশ আছে ইহা তাহারা অপরাংশ। তাঁহার মুখমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কহিলেন, "দৌলতরাম!

তুমি আমার মহোপকার করিলে? এযাবৎ তোমাকে আমি সন্দেহ করিয়াছিলাম মাত্র—আজ আমি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলাম, তুমিই আমার বন্ধু হেমন্তের হত্যাকারী।"

তিনি যেমন ধীরে ধীরে পান্থাবাস হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তেমনই ধীরে ধীরে তথায় প্রবেশ করিলেন। এই সময়ের মধ্যে যে একটা মহা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কেহ সন্দেহও করিতে পারিল না।

পুলিসকর্ম্মচারীদ্বয়ও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### হাজতে।

করুণাকে রাত্রিকালে একাকিনী উপস্থিত দেখিয়া তাহার মেসো, মাসী বড়ই চিন্তিত হইল। করুণা সংক্ষেপে অথচ আসল কথা প্রকাশ না করিয়া, তাঁহাদিগকে তাহার আগমনের কারণ বুঝাইয়া দিল। তাঁহারা আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

করুণা পরদিনও তাঁহাদের বাটীতে রহিল এবং বিবাহের উদ্যোগ করিতে নিষেধ করিল। ঠিক সন্ধ্যার সময় দর্পহারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। করুণা হাস্যমুখে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা না করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দর্পহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি! করুণা তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

করুণা কহিল, "কি বলিব, আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। আমি যাহা বলিয়াছিলাম—হইবে না।"

দর্প। কি হইবে না? বিবাহ?

করু। হাঁ।

দর্প। সে কি করুণা? একি কথা? কেন বিবাহ হইবে না।

করু। তাহা বলিতে পারিব না—আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।

দর্প। তুমি কি আমার কোন দোষ দেখিয়াছ? আমায় কি আর ভালবাস না?

করু। খুব বাসি। ভালবাসি বলিয়াই বিবাহ করিতে চাহিতেছি না।

দর্প। আমাকে সব খুলিয়া বল। এমন কি ঘটিয়াছে, যাহাতে সহসা তোমার মত পরিবর্ত্তন ঘটিল।

করু। তাহা বলিবার নয়। আমায় ক্ষমা কর—দয়া করিয়া আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও। আমাকে ভুলিয়া যাও।

দর্প। অসম্ভব করুণা! না মরিলে তোমায় ভুলিতে পারিব না।

এই সময়ে পুরোহিত এবং দৌলতরামের সহিত চুনিচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চুনিচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহ কি হইয়া গিয়াছে?"

দর্পহারী উত্তর করিলেন, "না।"

চুনি। ভালই হইয়াছে। করুণা এদিকে এস।

করুণা পিতার পার্শ্বে আসিল। তিনি তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "বিবাহের সমস্তই উদ্যোগ হইয়াছে, আমি শুনিয়াছি।" তাহার পর অপর হস্তে দৌলতরামের হাত ধরিয়া কহিলেন, "এই তোমার স্বামী। তোমাকে আমি ইহার করে অর্পণ করিতেছি। পুরোহিত মহাশয় যথা শাস্ত্র কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।"

করুণা সভয়ে চীৎকার করিয়া, হাত ছিনাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। দৌলতরাম তাহাকে ধরিতে যাইতেছিলেন, দর্প-হারী মধ্যবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "খবরদার! এ মহিলার অঙ্গে হাত দিও না।"

ক্রোধে দৌলতরাম গর্জ্জিয়া উঠিলেন কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইবার পূর্ব্বে, তথায় আর পাঁচ জন লোক উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা সেই পুলিস-কর্ম্মচারী। তাঁহাদের যিনি অধ্যক্ষ—অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "দৌলতরাম! তুমি আমাদের বন্দী।"

সেই সময়ে তথায় সহসা বজ্রপাত হইলেও, লোকে ততটা চমকিত হইত না। দৌলতরাম বিশুষ্কমুখে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি অপরাধে?"

অধ্যক্ষ কহিলেন, "ডিটেক্‌টিভ হেমন্তবাবুর হত্যাপরাধে।"

দৌলত। আমি নির্দ্দোষী। আমি হত্যাকারী নই।

অধ্যক্ষ। আমরা অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি।

দৌলত। কি প্রমাণ?

অধ্যক্ষ লকেট এবং তৎসংলগ্ন চেনের ছিন্নাংশ বাহির করিয়া কহিলেন, "এ কাহার?"

দৌলত। হত্যাকারীর। ঐ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ঐ চুনিচাঁদের—যে স্থানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তথায় হারাইয়াছিল।

একটা বিকট চীৎকার করিয়া, করুণা সেই স্থানে পড়িয়া জ্ঞান হারাইল। তাহার মাসী আসিয়া, তাহাকে অপর কক্ষে লইয়া, শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

দর্পহারী নির্ব্বাক। চেন-লকেট ছুলিচাঁদের! তবে ছুলি-চাঁদই কি হত্যাকারী? হইতে পারে—এই গোপনীয় কথা—ইহার জন্যই করুণা বিবাহ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে-ছিল। পূর্ব্বে সে এ সংবাদ জানিত না—কা'ল জানিয়াছে। কিন্তু এখন তিনি কি করিবেন? ছুলিচাঁদ করুণার—তাঁহার ভাবীপত্নীর পিতা। মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া, ছুলিচাঁদকেও গ্রেপ্তার করিতে ইঙ্গিত করিলেন। কর্ত্তব্য চিরকালই কর্ত্তব্য!

অধ্যক্ষ অগ্রসর হইয়া, ছুলিচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লকেট তোমার?"

ছুলি। হাঁ।

অধ্যক্ষ। কোথায় হারাইয়াছিলে?

ছুলি। দৌলতরাম যেখানে বলিল, সেই স্থানে।

অধ্যক্ষ। তবে তুমিও আমার বন্দী।

ছুলি। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

পুলিসকর্ম্মচারীগণ ছুলিচাঁদ এবং দৌলতরামকে লইয়া থানায় চলিলেন।

দর্পহারী তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। করুণার সংজ্ঞা সঞ্চার হইলে, তিনি তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন এবং প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইবেন বলিয়া বিদায় হইলেন।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

### ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে।

পরদিন প্রাতঃকালে চতুর্দ্দিকে যখন দৌলতরাম এবং দুলিচাঁদের গ্রেপ্তারের সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন সকলেরই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দুলিচাঁদকে সকলেরই মিষ্টভাষী, সরলপ্রকৃতি এবং সজ্জন বলিয়া বিশ্বাস। তাহার দ্বারা যে ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, কেহই প্রত্যয় করিল না।

সে যাহা হউক, দর্পহারী হাজতে দুলিচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল ঘটনা অবগত হইলেন। তিনি দেখিলেন, দুলিচাঁদ নির্দ্দোষী হইলেও, অবস্থাঘটিত প্রমাণ—সকলই তাহার প্রতিকূলে।

দৌলতরাম উক্ত জেলার একটী মহকুমা। মহেশপুর হইতে মাত্র সাত মাইল অন্তর। এখানকার ফৌজদারী আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রথমে আসামীদ্বয়কে হাজির করা হইল।

সর্ব্বপ্রথমে দৌলতরামের ডাক পড়িল। প্রধান সাক্ষী পুলিসকর্ম্মচারীদ্বয়। অধ্যক্ষ লকেট প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "যে স্থানে হেমন্তবাবুর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার নিকটেই ইহা পড়িয়াছিল। চেনের অবশিষ্টাংশ দৌলতরামের নিকট আছে জ্ঞাত হইয়া, আমরা সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছি।"

তখন দৌলতরাম কোথায় কেমন করিয়া, কখন উক্ত চেন প্রাপ্ত হন, আদালতকে বলিলেন। মৃতদেহ দেখিতে

পাইবার পূর্ব্ব রাত্রে তিনি কোথায় ছিলেন, তাহারও সন্তোষজনক উত্তর দিলেন।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে চেন বাহির কর।"

দৌলত। আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি।

অধ্যক্ষ চেনগাছটা প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি সেই চেন?"

দৌলত। হাঁ। তুমি কোথায় পাইলে?

অধ্যক্ষ। তাহা বলিব না।

হাকিম দুলিচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চেন কাহার?"

দুলি। আমার।

হাকিম পুনরায় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ আছে?"

অধ্যক্ষ। না।

হাকিম। তাহা হইলে, আসামীকে আমি খালাস দিলাম।

এবার দুলিচাঁদের ডাক পড়িল। প্রধান সাক্ষী দৌলতরাম। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া যাহা জানিতেন বলিলেন।

হাকিম। তুমি এতদিন এ কথা প্রকাশ কর নাই কেন?

দৌলত। তাহাও বলিতেছি। আমি দুলিচাঁদের কন্যার রূপে মোহিত হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। দুলিচাঁদ তখন সম্মত হয় নাই। এক্ষণে তাহার উক্ত অপরাধের বিষয় গোপন করাতে সে আমাকে তাহার কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছে।

হাকিম দুলিচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন এ কথা সত্য?"

ছুলি। হাঁ সত্য।

পুনরায় দৌলতরামকে হাকিম প্রশ্ন করিলেন, "আর তোমার বলিবার কিছু আছে?"

দৌলত। না হুজুর! আর আমার বলিবার কিছুই নাই।

হাকিমের ইঙ্গিতে দৌলতরাম হাস্যমুখে কাঠগড়া হইতে নামিয়া বসিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সরকারী উকিল গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "দৌলতরাম নিজমুখে যাহা প্রকাশ করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। ছুলিচাঁদের অপরাধের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াও, যখন সে তাহা গোপন করিয়াছিল, তখন তাহাকে ছুলিচাঁদের হত্যাপরাধের সহকারী এবং সমর্থনকারী বলিয়া অভিযুক্ত করা যাইতে পারে।

দৌলতরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এ বিপদের কথা পূর্ব্বে সে ভাবিবার অবসর পায় নাই। হাকিমের হুকুমে দৌলতরাম পুনরায় ধৃত হইলেন।

হাকিম ছুলিচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দোষী না নির্দ্দোষী?"

ছুলি। আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

হাকিম। তবে তোমার চেন মৃতদেহের পার্শ্বে কি করিয়া গেল?

ছুলিচাঁদ তখন পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা আদালতে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সে সমস্ত বিষয় পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

হাকিম অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন,

"ছুলিচাঁদ! তোমাকে হেমন্তবাবুর হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করিয়া, হাজতে পাঠাইতে আমি বাধ্য হইলাম। পরবর্ত্তী দায়রায় জুরির নিকট তোমার বিচার হইবে।"

প্রহরীরা ছুলিচাঁদ ও দৌলতরামকে লইয়া চলিয়া গেল। সে দিনের মত কোর্ট বন্ধ হইল।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

### আশার আলোক।

দর্পহারী নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বহু অনুসন্ধানে বোতাম কাহার সন্ধান পাইলেন।

জহরমলের কন্যার বাস কিশোরগঞ্জে। তাহাদের অবস্থা যে ভাল, পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার বাড়ীতে সূত্রধরের কাজ হইতেছিল। উক্ত বোতাম হাজারিমল নামক একজন সূত্রধরের। বাড়ীতে অনেকদিন হইতে সূত্রধরের কাজ হইতেছিল বলিয়া, হাজারিমল এইস্থানে অবস্থান করিতেছিল।

একদিন প্রত্যুষে দর্পহারী ছদ্মবেশে হাজারিমলের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারই নাম হাজারিমল ?"

হাজারি। হাঁ মহাশয়! কি প্রয়োজন ?

দর্প। আমি একজন পুলিস-কর্ম্মচারী। তুমি * * * তারিখে কোথায় ছিলে ?

হাজারিমলের মুখ শুখাইল। আমতা আমতা করিয়া কহিল, "আমি—আমি—মনে পড়িতেছে না।"

দর্প। খবরদার মিথ্যা বলিও না। তোমার গায়ে যে কোট রহিয়াছে, ও কাহার?

হাজারি। আমারই।

দর্প। খুলিয়া ফেল।

হাজারিমল তাহাই করিল। দর্পহারী উহা হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কহিলেন, "তোমার জামার আর একটা বোতাম কোথায়?"

হাজারি। কোথায় পড়িয়া গিয়াছে।

দর্প। আমি সেটা কুড়াইয়া পাইয়াছি। দেখ দেখি, এটা তোমার বোতাম কি না?

তিনি পকেট হইতে বোতামটা বাহির করিয়া, তাহার সম্মুখে ধরিলেন।

হাজারি। হাঁ, ইহা আমারই বটে।

দর্প। এটা কোথায় পড়িয়াছিল জান?

হাজারি। না মহাশয়!

দর্প। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে পাহাড়ের একটা লোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবে। এটা সেইখানে পড়িয়াছিল। হাজারিমল! এখন তুমি বলিতে পার—এ বোতাম সেখানে কেমন করিয়া গেল?

হাজারিমল ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না। দুই হাতে দর্পহারীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

দর্প। তুমি তাহাকে খুন করিয়াছ?

হাজারি। না মহাশয়! আমি খুনী নই।

দর্প। তবে তোমার বোতাম মৃতদেহের পার্শ্বে কি করিয়া গেল। যদি বাঁচিতে চাও, সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল।

হাজারি। বলিতেছি—সবই বলিব।

হাজারিমল যাহা জানিত বলিল। শুনিয়া, দর্পহারীর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কাগজ কোথায়?"

হাজারিমল তাহার কোটের ভিতরকার পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া দিল। পড়িয়া, দর্পহারী কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! হাজারিমল তুমি করিয়াছ কি? তোমার জন্য একজন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ যাইতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?"

হাজারি। না হুজুর!

দর্প। এ কাগজে কি লেখা আছে জান?

হাজারি। না মহাশয়! বাঙ্গালায় লেখা—আমি বাঙ্গালা পড়িতে জানি না।

দর্প। কাহারও দ্বারা পড়াইয়া লও নাই কেন?

হাজারি। ভয়ে। লোক জানাজানি হইলে, পাছে কোন বিপদে পড়ি, এই ভয়ে উহা বাহির করি নাই।

দর্প। এ কাগজ আমার নিকট রহিল। তোমার কোন ভয় নাই। তবে তোমাকে আদালতে উপস্থিত হইয়া, সাক্ষী দিতে হইবে এইমাত্র। খবরদার কোথাও পলাইও না।

হাজারিমল সম্মত হইল। দর্পহারী দুলিচাঁদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। করুণা ও অহল্যা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "তোমাদিগকে একটা

শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি। কিন্তু সাবধান, খুব গোপনীয় কথা—যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়।"

অহল্যা। আমরা শপথ করিয়া বলিতেছি, কাহাকেও বলিব না।

দর্প। দুলিচাঁদ যে হত্যাকারী নয়—পুলিসের লোকে তাহার প্রমাণ পাইয়াছে। সুতরাং তোমাদের উদ্বিগ্ন হইবার আর আবশ্যক নাই।

করুণা। আপনাকে কে বলিল? কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন?

দর্প। কর্ম্মচারীগণের একজনের সহিত আমার খুব আলাপ হইয়াছে—তিনিই বিশ্বাস করিয়া আমাকে বলিলেন। আমার বিশ্বাস—তোমার পিতা সসম্মানে অব্যাহতি পাইবেন।

করুণা ও অহল্যার চক্ষে জল আসিল। তাঁহাদের নিরাশান্ধকার হৃদয়ে আশার ক্ষীণবর্ত্তিকা জ্বলিয়া উঠিল।

দর্পহারী তখন করুণাকে কহিলেন, "আমি আজই তোমাদের এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

করুণার মুখ ম্লান হইল। কহিল, "চলিয়া যাইবে।

দর্প। হাঁ—কিন্তু আবার আসিব। দায়রার বিচারের দিন সম্ভবতঃ আদালতে আমাকে দেখিতে পাইবে।

করুণা। তুমি আদালতে আসিবে?

দর্প। হাঁ। আমিও একজন সাক্ষী। তবে উপস্থিত আর কিছুই বলিতে পারিব না। আমার নিকট যাহা শুনিলে, ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হইলে, তোমার পিতার অমঙ্গল হইবে; ইহা যেন বেশ স্মরণ থাকে।

অহল্যা পূর্ব্বেই মরিয়া গিয়াছিল। করুণা দর্পহারীর কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় হইলেন।

মিশ্রঠাকুরের পান্থাবাসে আসিয়া, তাঁহার সমস্ত প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া কহিলেন, "আমি আজই আপনাদের এখান হইতে চলিলাম।"

তাঁহার অমায়িকতা এবং শিষ্টাচারে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি এবং ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সহসা তাঁহার প্রস্থানে সকলেই অল্প বিস্তর কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

### গ্রেপ্তার।

উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে, একদিন প্রাতঃকালে সহরময় এক অদ্ভুত সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দৌলতরাম হাজত হইতে পলায়ন করিয়াছে।

জেলার বা কারাধ্যক্ষ নির্ব্বন্ধাতিশয্যসহকারে বলিতে লাগিলেন, রাত্রি নয়টার সময়ও আমি কয়েদীকে তাহার কক্ষে দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, তাহার কক্ষের দ্বার মুক্ত— আসামী পলাইয়াছে।

কেহই ইহার প্রকৃত তথ্য অবধারণ করিতে পারিল না। দর্পহারী মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। তাঁহারই এই কীর্ত্তি। কারাকক্ষের কুলুপের একটা চাবি গড়াইয়া, একখানা চিঠির

মধ্যে পুরিয়া, কয়েদীর কক্ষে ফেলিয়া দিয়া আসেন। তাহারই ফলে, দৌলতরাম কয়েদ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পরদিন রাত্রি বারটার সময়ে জালিয়াতগণ রণ্টুর কুটীরে একে একে সমবেত হইতে লাগিল। একজন পুলিসকর্ম্মচারী গোপনে থাকিয়া, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল। দর্পহারী ছায়ার মত দৌলতরামের অনুসরণ করিতেছেন। অবশেষে দৌলতরামও সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশলাভ করিল। দর্পহারী কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইয়া, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কত জন বাকি?"

উত্তর হইল, "একজন মাত্র।"

তাঁহারা সেই একজনের অপেক্ষায় রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ব্যক্তিও দেখা দিল। কিন্তু লোকটা কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই দর্পহারী এবং তাঁহার অনুচর আচম্বিতে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন এবং লোকটা বলপ্রকাশ বা চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই, তাহার হস্ত মুখ এবং পদদ্বয় উত্তমরূপে বন্ধন পূর্ব্বক, তাহাকে একটা নিরাপদ স্থানে ফেলিয়া রাখিলেন।

অপর চারিজন পুলিসকর্ম্মচারী নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিলেন, ইঙ্গিত পাইয়া, তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। তখন দর্পহারী তাঁহাদিগকে নিকটে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, রণ্টুর কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। রণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "আমি দলের লোক—দরজা খোল?

বৃদ্ধ। কে তুমি? সাঙ্কেতিক শব্দ?

দর্পহারী মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিলেন, "জাল নোট।"

অসন্দিগ্ধ বৃদ্ধ দ্বার খুলিবামাত্র, দর্পহারী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বৃদ্ধের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। অপর পাঁচজন তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকেও উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া, কুটীরের একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিলেন।

এ পর্য্যন্ত সকলই সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইল। দর্পহারী একজনের হস্তে আলোক দিয়া, গুপ্তপথের সন্ধান করিতে লাগিলেন সন্দেহজনক কোথাও কিছু না পাইয়া, সিন্দুকের ডালা খুলিয়া, তাহার মধ্যস্থ জিনিষগুলা টানিয়া বাহির করিলেন। গুপ্তস্প্রিং অধিকক্ষণ তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিল না। স্প্রিং টানিবামাত্র, গুপ্তদ্বার বাহির হইল। তখন একে একে সকলে তাহার মধ্যে অবতরণ করিতে লাগিলেন। নিঃশব্দে দৃঢ়মুষ্টিতে পিস্তল ধরিয়া, ভূগর্ভে পর্ব্বতকন্দরের দ্বিতীয় দ্বারে উপস্থিত হইলেন দ্বার ভেজান ছিল মাত্র। জালিয়াতগণের কথাবার্ত্তা তাঁহারা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন।

দৌলতরাম বলিতেছে, "আমি দিনকতক সরিয়া দাঁড়াইব। তোমরা খুব সাবধানে দলের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। গোয়েন্দা চারিদিকে ঘুরিতেছে। আমি বাস্তবিকই বড় ভীত হইয়া পড়িয়াছি।"

"তাহার যথেষ্ট কারণও আছে।"—অদ্ভুতস্বরে কে এই কথাগুলি বলিল। সদলে দৌলতরাম শিহরিয়া উঠিলেন। পরমুহূর্ত্তে দ্বার ঠেলিয়া, সদলে দর্পহারী কক্ষমধ্যে উপস্থিত

হইলেন এবং বজ্রকঠোরস্বরে কহিলেন, "খবরদার! কেহ উঠিও না বা হাত তুলিও না!"

সভয়ে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। ছয়টা পিস্তল অগ্নি উদ্গারণ করিবার জন্য, কাহারও বক্ষ, কাহারও ললাটের উপর উদ্যত রহিয়াছে। তাহারা সকলেই নিরস্ত্র। কেহই বলপ্রকাশ বা উঠিয়া পলায়ন করিতে সাহস করিল না। একে একে সকলেরই হাতে হাতকড়া পড়িল।

দর্পহারী দলপতির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দৌলতরাম! আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইল!"

দর্পহারীর আজ আবার সেই বেশ—যে বেশে তাহার নিকট হইতে পনক কাড়িয়া লইয়াছিলেন—সেই বেশ। সেই নাসা—সেই চুল—গালে সেই জড়ুল।

দৌলতরাম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিল, "তুমি উৎসন্ন যাও।"

কর্ম্মচারীগণ জালিয়াতদিগকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কেবল দৌলতরাম, দর্পহারী এবং অপর একজনের হেপাজাতে সেই কুটীরের মধ্যেই রহিলেন। কর্ম্মচারীগণ যাইবার সময় রণ্টু ও বাহিরে পতিত সেই লোকটার হাতেও হাতকড়া পরাইয়া লইয়া গেলেন।

দৌলতরামকে কেন তথায় আটক রাখা হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। দর্পহারী তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিলেন কিন্তু একটা কথারও উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি পুনরায় ভূগর্ভে অবতরণ করিয়া, নোট জাল করিবার যন্ত্রাদি বাহির করিয়া আনিতে লাগিলেন। প্রেস, কালি, টাইপ,

কাঠের ব্লক, বিস্তর কাগজ ও আট দশ—তাড়া মুদ্রিত নোট এবং অপরাপর দ্রব্য তাহার মধ্যে পাওয়া গেল।

জালিয়াতগণ ধৃত হওয়াতে সহরময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় সকলেই সম্ভ্রান্ত, সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। লোকের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এতদিন এই সকল লোক-সমাজে সম্মানিত থাকিয়া, গোপনে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়া সমাজ এবং রাজাকে পর্য্যন্ত জ্বালাতন করিতেছিল। তাঁহাদের অত্যাচারে গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত আতঙ্কিত হইয়াছিল। আজ সকল আপদের শান্তি হইল।

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

### কৌশলে কার্য্যোদ্ধার।

সে রাত্রি কাটিল। প্রভাত হইল—তথাপি দর্পহারী দৌলত-রামকে লইয়া সেই স্থানেই রহিলেন। দৌলতরাম আর নীরব থাকিতে পারিল না। মধ্যাহ্নে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে এখানে আটক রাখিয়াছ কেন?"

দর্পহারী কহিলেন, "যতক্ষণ না তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করিবে, ততক্ষণ আমরা এই স্থানেই থাকিব?"

দৌলত। কি অপরাধ?

দর্প। হেমন্তকুমারের হত্যাপরাধ।

দৌলতরামই যে হেমন্তকুমারের হত্যাকারী, দর্পহারী তাহা জানিয়াছেন কিন্তু সে অপরাধ আদালতে প্রমাণ করিবার

তেমন উপযুক্ত সাক্ষী একটীও পান নাই। অনুসন্ধান করিবারও আর সময় নাই। এক সপ্তাহ পরেই দায়রায় বিচার আরম্ভ হইবে। তিনি এক কৌশল বিস্তার করিলেন।

দর্পহারীর কথা শুনিয়া, কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া দৌলতরাম কহিলেন, "তাহা হইলে তোমাকে আজীবন এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে!"

সন্ধ্যার পর দৌলতরাম জলপান করিতে চাহিল। দর্পহারী তাহাকে এক লোটা জল আনিয়া দিলেন। জলপান করিবার অব্যবহিত পরেই দৌলতরাম ঘোর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

পূর্ব্ব হইতে একখানা খাটিয়া সংগ্রহ করা ছিল। এক্ষণে দুইজনে মিলিয়া, দৌলতরামকে তাহার উপর স্থাপন পূর্ব্বক, যে স্থানে হেমন্তের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দৌলতরামকে খাটিয়া হইতে নামাইয়া, বৃক্ষের সহিত উত্তমরূপে বন্ধন করিলেন। খাটিয়াখানাকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিলেন। সহচর কর্ম্মচারী একটা কৃত্রিম দাড়ি পরিয়া, যে স্থানে কঙ্কাল পড়িয়াছিল, তথায় সটান শুইয়া পড়িলেন।

দর্পহারী বৃক্ষের পশ্চাতে থাকিয়া, দৌলতরামের নাসিকার নিকট একটী শিশি ধরিলেন। দৌলতরাম দুই একবার মাথা নাড়িয়া, চাহিয়া দেখিল। একি! সে কোথায়? আবার চাহিল—আবার সেই দৃশ্য! বনমধ্য। চন্দ্রালোক লতা গুল্ম বৃক্ষের পাতায় পড়িয়া, তাহার তন্দ্রাজড়িত অলসনেত্রে এক স্বপ্নরাজ্যের মত প্রতিভাত হইতেছে। দৌলতরাম সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিল—সে ভয়ঙ্কর স্থান হইতে পলায়ন

করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার চীৎকার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট চলিয়া গেল। দৌলতরাম ভয়ে আড়ষ্ট, অসহ্য যন্ত্রনায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না। এই সময় আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিল। ইঙ্গিত পাইয়া, মৃতপ্রায় পতিত কর্ম্মচারী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া নাকিসুরে বলিতে লাগিলেন,—"দৌলতরাম! তোমার অন্তকাল উপস্থিত। পৃথিবীতে তোমার শান্তি নাই। প্রতি নিশিতে—তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিলেই—আমি তোমর সম্মুখে উপস্থিত হইব—যতদিন না নিজমুখে সকল পাপ স্বীকার করিবে—ততদিন এমনই ভাবে তোমায় জ্বালাতন করিব।"

ধীরে ধীরে হাত নামিল। ধীরে ধীরে কর্ম্মচারী মহাশয় শুইয়া পড়িলেন। দৌলতরাম বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। দর্পহারী দেখিলেন—আর বেশী ভাল নয়। তিনি হস্ত-তালুতে অপর একটী তরল পদার্থ ঢালিয়া, বৃক্ষের পাশ হইতেই. তাহা দৌলতরামের নাসিকার উপর চাপিয়া ধরি-লেন। অবিলম্বে দৌলতরাম নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

তাঁহারা তখন পুনরায় তাহাকে বহন করিয়া, রন্টুর কুটীরে আনিয়া, যে স্থানে শুইয়াছিল, তাহাকে সেই স্থানে স্থাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র, দৌলতরাম চীৎকার করিয়া উঠিল। দর্পহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

চতুর্দ্দিকে সভয়দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, দৌলতরাম জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায় ?"

দর্পহারী কহিলেন, "কেন, রণ্টুর কুটীরে !"

দৌলতরাম আর কোন কথা কহিল না। সমস্তদিন ভাল করিয়া আহার বা কাহারও সহিত কোন বিষয়ে আলাপ করিল না। রাত্রি যতই নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিল, তাহার অবস্থা ততই শোচনীয় হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর একবার উঠিতে, একবার বসিতে লাগিল। কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন—যদি নিদ্রা আসিলে, আবার সেই দৃশ্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় ভাবিয়া, দৌলতরাম প্রাণপণশক্তিতে নিদ্রাকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল! অবশেষে রাত্রি দশটার সময় কহিল, "আমার বড় পিপাসা হইয়াছে।"

দর্পহারী জল দিলেন। পান করিবার অল্পক্ষণ পরেই, হতভাগ্য গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। তখন দুইজনে পুনরায় তাহাকে খাটিয়ায় করিয়া, বনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বদিনের মত সকল বন্দোবস্ত করিয়া, তাহাকে জাগাইয়া দিলেন। চক্ষু মেলিয়া দৌলতরাম দেখিল, আবার সেই দৃশ্য! তাহার সম্মুখে হেমন্তকুমারের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। লোকটা ভয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। দৌলতরাম দেখিলেন, মৃতদেহটা পূর্ব্বরাত্রের মত উঠিয়া বসিল এবং বলিতে লাগিল,—"দৌলতরাম! তোমার অন্তকাল উপস্থিত। পৃথিবীতে তোমার শান্তি নাই। প্রতি নিশিতে—তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিলেই—আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইব। যতদিন না নিজমুখে সকল পাপ স্বীকার

করিবে—ততদিন এমনই ভাবে প্রত্যহ তোমায় জ্বালাতন করিব!"

দৌলতরাম আর সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছা গেল। তখন তাহার বন্ধন খুলিয়া, তাহাকে খাটিয়ায় করিয়া, পুনরায় তাহাকে কুটীরে লইয়া আসিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র, দৌলতরাম চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল এবং সভয়ে চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ভগবান! আমায় রক্ষা কর! আর এ যাতনা আমার সহ্য হয় না। আমি সব স্বীকার করিতেছি—আমিই হেমন্তকুমারের হত্যাকারী!"

দর্পহারী মুহূর্ত্তে তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিতেছ? সকল স্বীকার করিবে? এজাহারনামার নীচে দস্তখৎ করিয়া দিবে?"

দৌলতরাম কহিল, "দিব—দিব! সমস্ত বলিব! কিছুই গোপন করিব না।"

দর্পহারী সহকারীকে সহরের মধ্য হইতে একজন উকিল, এবং দুই তিনজন সম্ভ্রান্ত লোককে আনিতে পাঠাইলেন।

যথাসময়ে তাঁহারা উপস্থিত হইলে, হতভাগ্য দৌলতরাম সকলের সম্মুখে তাহার পাপ ব্যক্ত করিল। দর্পহারী একখানা কাগজে তাহার এজাহার লিখিয়া লইলেন।

দৌলতরাম নীচে নাম সহি করিয়া দিল।

## বিংশ পরিচ্ছেদ।

### উপসংহার।

নির্দ্দিষ্টদিনে দায়রায় বিচার বসিল। বিচারফল জানিবার জন্য, আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল।

সরকারী উকিল সর্ব্বপ্রথমেই দৌলতরামের স্বীকার-উক্তি পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিলেন। প্রধান বিচারপতি তৎক্ষণাৎ দুলিচাঁদকে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়া, তাঁহাকে সরকারী সাক্ষীরূপে আদালতে হাজির হইতে আজ্ঞা করিলেন।

প্রধান এবং প্রথম সাক্ষী দর্পহারী সিংহ। উপস্থিত জনসঙ্ঘ এই প্রথিতনামা, অদ্ভুতকর্ম্মা লোকটীকে দেখিবার জন্য, উদগ্রীব হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে দর্পহারীর তলব পড়িল।

পদাতিক হাঁকিল—"দর্পহারী সিংহ —দর্পহারী।"

লোক ঠেলিয়া, দর্পহারী সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়াইলেন। মহেশপুরের অধিকাংশ লোক, এমন কি দুলিচাঁদের বাটীর স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত তথায় উপস্থিত ছিল। বিজয় সিংহ—আজমিরের সেই চিত্রকরকে দর্পহারীরূপে উপনীত দেখিয়া, সকলেরই বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তাঁহার বক্ষে জামার উপর পারিতোষিক-পদক ঝক্‌মক্‌ করিয়া দুলিতেছিল।

দৌলতরাম হাতে হাতকড়াসত্ত্বেও লাফাইয়া উঠিল এবং চীৎকার করিয়া কহিল, "তুই—তুই দর্পহারী—হায়। যদি দু দিন——

পদাতিকেরা তাহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক বসাইয়া দিল।

দর্পহারীর জবানবন্দি গ্রহণের পর, জহরমল, সেই সূত্রধরের ডাক পড়িল। তাহার এজাহারের সার মর্ম্ম :—একদিন প্রাতঃকালে সে পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে যাইতে, কাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পায়। শব্দ লক্ষ্য করিয়া, নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখে, এক ব্যক্তি রক্তাক্তকলেবরে পড়িয়া, গোঁ গোঁ করিতেছে। লোকটীর তখন জ্ঞান হইয়াছিল, তিনি তাহার নিকট কাগজ এবং পেনসিল প্রার্থনা করেন। তাহার সূত্রধরের ব্যবসায়—কাঠের মাপাদি লইবার জন্য, প্রায়ই কাগজ পেনসিলের দরকার হয় বলিয়া—উহা প্রায়ই তাহার পকেটে থাকিত। জহরমল কাগজ পেনসিল বাহির করিয়া দিলে, কম্পিতহস্তে আহত ব্যক্তি কয়েক ছত্র তাহাতে লিখিয়া, তাহার হাতে দিয়া বলেন, 'এখানা রাখিও দিও—হারাইও না—একদিন একটী লোকের জীব——' তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় নাই। জহরমল দুলিচাঁদের মত খুনের দায়ে জড়িত হইবার ভয়ে—সে স্থান হইতে পলায়ন করে এবং কাগজখানা লুকাইয়া রাখিয়া দেয়।

এক্ষণে বিচারপতির আদেশে সরকারী উকিল সেই কাগজ লইয়া পাঠ করিলেন :——

"আমার হত্যাপরাধে দুলিচাঁদ যদি কখনও অভিযুক্ত হয়—তাহার কথা বিশ্বাস করিও। তাহার উপর আমার সন্দেহ নাই। আমাকে কে আঘাত করিয়াছে—জানি না। তবে আমি দৌলতরামকে সন্দেহ করি। উক্ত দৌলতরামই জালিয়াতগণের দলপতি। আমি তাহার অনুসরণ

করিতেছি, এবং আমি একজন গোয়েন্দা জানিতে পারিয়াই, বোধ হয়, সে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হেমন্তকুমার ডিটেক্‌টিভ।”

ছুলিচাঁদ প্রভৃতি সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের পর, বিজ্ঞ বিচারপতি জুরিগণকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহারা একবাক্যে দৌলতরামকে দোষী বলিলেন।

সে দিনের মত আদালত বন্ধ হইল। পরদিন যথাসময়ে জালিয়াতগণের বিচার আরম্ভ হইল। সকলেই দোষ স্বীকার করিল।

তৃতীয়দিন বিচারপতি রায় দিলেন। দৌলতরামের ফাঁসির হুকুম হইল। জালিয়াতগণের কাহারও দ্বীপান্তর, কাহারও প্রতি আট বা দশ বৎসরের কারাবাসের আদেশ হইল।

দর্পহারীর সুনাম চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন।

তাঁহারই দ্বারা ছুলিচাঁদের জীবনরক্ষা হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি আজীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন এবং উক্ত ঘটনার দুইমাস পরে মহা সমারোহে তাঁহার করে করুণাকে অর্পণ করিলেন।

তাহার পর হইতে দর্পহারী যখনই মহেশপুরে আসিতেন, মিশ্রঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতেন না।

সম্পূর্ণ।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

# খুন-বা-অখুন।

সুন্দর-প্রাণ মাতোয়ারা,—লোমাঞ্চকর

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

মূল্য ৷৵০ দশ আনা মাশুল ও ভিঃ পিঃ ৵০ আনা।

অধিকাংশ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস খুন লইয়া আরম্ভ,—এ খানিতেও তাহাই,—তবে এই পুস্তকের শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে যথার্থ—খুন না অখুন,—যথার্থ—খুন হইয়াছে - না আদৌ খুন হয় নাই। সুবিখ্যাত সুদক্ষ সুচতুর ডিটেক্‌টিভ ও ইহা স্থির করিতে পারেন নাই,—পদে পদে সন্দিহান হইয়াছেন। এরূপ নূতন ধরণের বিস্ময়কর হৃদয় উত্তেজক, লোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস এই নূতন। লোকে বিনা কারণে ভাল মানুষের কিরূপ কৌশলে সর্ব্বনাশ সাধন করে ও করিতে চেষ্টা পায়, তাহা এই পুস্তকে জলন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এক ক্ষুদ্রবালক ডিটেক্‌টিভের অদ্ভুত কীর্ত্তিতে সকলে একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন। দেখিবেন এক হাবা,—এক এক-পেয়ে,—এক টুণ্ড,—এক পাগলী,—এক বদমাইস, কি কাণ্ডই না করিতেছে,—ডিটেক্‌টিভ—শতবার মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিয়া যাইতেছেন,—তিনি সর্ব্বদা—প্রাণ হাতে করিয়া বেড়াইতেছেন,—প্রতিপদে আশঙ্কা বিপদ। শেষে তিনি কি অদ্ভুত সুকৌশলে এই বদমাইস দিগকে ধৃত করিলেন পাঠ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া তাহার শত প্রশংসা করিবেন। পুস্তকের এক পৃষ্ঠা পড়িলে কাহারই সাধ্য হইবে না যে ইহা শেষ না করিয়া পুস্তক খানি ত্যাগ করেন! পড়িতে আরম্ভ করিলে আহার থাকিবে না—প্রতি পৃষ্ঠায় প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে,—শরীর রোমাঞ্চিত হইবে,—পড়ুন—পড়ুন—বিলম্ব করিবেন না।

ম্যানেজার—শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী

# সুন্দরী-সংযোগ।

সুবৃহত, হৃদয় উত্তেজক, রহস্যময়

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ ৵০।

অনেক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন,—কিন্তু এই উপন্যাস খানিতে যে রূপ ঘটনা বৈচিত্র, বিস্ময়কর ব্যাপারের সমাবেশ, রহস্যের উপর রহস্যের অবতারনা করা হইয়াছে,—সে রূপ আর কোন উপন্যাসে নাই। পড়িতে পড়িতে প্রাণ উত্তেজিত হইয়া উঠিবে,—হৃদয় উদ্বেলিত হইবে,—শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। বড় লোকের বাড়ীতে দ্বারবান লোক জন দাস দাসীর মধ্যে একই রাত্রে—খুন—চুরি—গুম হইল,—এই—ব্যাপার,—এই রহস্য ক্রমে বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভ রায় বাহাদুরের হস্তে জটিল হইতে জটিল প্রকাশ পাইতে লাগিল। সুহাসিনীর কুচবিত্রতা রক্ষা কালির ছলনা,—লালিয়ার মত সাহস,—সতেজ প্রেম,—বিপুল চতুরতা,—পাপ পুণ্যের ওতোপ্রোতা,—পড়িতে পড়িতে সকলেই বিমুগ্ধ, ভীত, রোমাঞ্চিত হইবেন। একদিকে পুণ্যের জয়, অপর দিকে পাপের হৃদয় বিদারক পরিণাম,—সুবিখ্যাত লেখকের লেখনীতে অতুলনীয় ভাবে এই পুস্তকে জলন্ত অক্ষরে চিত্রিত হইয়াছে। এক সুন্দরী নহে,—কয় সুন্দরীর সংযোগে কি কাণ্ডই না হইল। যথার্থই এ পুস্তক প্রকৃত সুন্দরী সংযোগ,—সকলই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময় কর। পড়ুন,—পড়িলেই বুঝিবেন। এ খানি যে একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

নূতন! নূতন!! নূতন!!!

সেই জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস লেখক

জর্জ উইলিয়ম রেণল্ড সাহেবের

কোরাল আইল্যাণ্ডের অবিকল সরল বঙ্গানুবাদ

# প্রবাল

বা

# অভিশপ্ত বংশাবলী।

দুই খণ্ডে ডিমাই ৮ পেজী আকারে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা, সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য অর্দ্ধমূল্য

১৷৷০ দেড় টাকা, ডাঃ মাঃ ও ভিঃ পিঃ ।০ আনা।

যাঁহারা গুপ্তরহস্য, গুপ্তকথা পড়িতে ভালবাসেন, লোমহর্ষণ ঘটনার চমকপ্রদ চিত্র উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠায় দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই বিলাতী গুপ্তকথা পাঠ করুন। বিলাতী সমাজের আচারব্যবহার, স্বাধীনা বিবিসাহেবার স্বাধীন প্রেম, রাজান্তঃপুরের লোমাঞ্চকর গুপ্তকাহিনী, ভীষণ ষড়যন্ত্র, পৈশাচিক উপায়ে নরহত্যাবিধান—সকলই বিলাতী ধরণের। প্রেমের সে রহস্য, চক্রান্তের সে কুটীলতা, হত্যাকাণ্ডের সে পৈশাচিকতা এ দেশে সম্ভবে না—এ দেশে কখনও তেমন ঘটনা ঘটে না। যাঁহারা ইংরাজী মূলপুস্তক পড়েন নাই, তাঁহারা এ স্বর্ণ সুযোগ ছাড়িবেন না,—যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাও একবার অনুবাদটা পড়িয়া দেখুন, বিলাতী চিত্র স্বদেশী রঙ্গে কেমন ফুটিয়াছে। এমন বিচিত্র ঘটনার উপন্যাস বঙ্গভাষায় ইহার পূর্ব্বে আর কখনও বাহির হয় নাই। ইহার এক একটী চরিত্রে সহস্রবিধ বিকাশ পড়িতে পড়িতে ঘটনাপ্রবাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইবেন। রহস্যের উপর রহস্য এমনি নিবিড়ভাবে ঘনাইয়া আসিবে যে, প্রতি পদে আপনাকে দিশাহারা হইতে হইবে। আমাদের দেশবিখ্যাত দস্যুবীর তান্তিয়ার

অদ্ভুত কাহিনী অনেকেই শুনিয়াছেন, তাঁহারা বিলাতী তান্তিয়া তোপীর কার্য্যকলাপ পড়িয়া ভাবিবেন, ইহার তুলনায় আমাদের দেশের তান্তিয়া অতি নগণ্য। দস্যুপতি বেরিয়ানের এক একটি কার্য্য এমনি বিচিত্রতাময় যে, পড়িবেন আর ভাবিবেন, বুঝি বা স্বপ্নঘোরে কোন কল্পনারাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাহার দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের নিকট রাজা রাণী পর্য্যন্ত থরহরি কম্পিত গ্রন্থকার কি রহস্যময় বর্ণবিচিত্রতায় এই দস্যুবীরের কল্পনাময় চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপনে বুঝাইবার জিনিষ নাহ। রাণী জোওয়ানার ব্যাভিচারিতা, ডাক্তার টেসপলোর কুটিলতা বিলাসিনী ফিলিপার লম্পটতা, রাজকুমার চার্লসের মাতৃহত্যা পড়িয়া যেমন শিহরিবেন, ভলেনটিনো লুসিয়া প্রভৃতির রহস্যময় প্রেমকাহিনী পড়িয়া তেমনি মুগ্ধ হইবেন। একাধারে সকল রসের আবির্ভাব এই পুস্তকখানি পড়িলে, বিশখানি পাঠের ফল পাইবেন।

## সংসার সর্ব্বরী

বা

### ( ভব-সংসারের গুপ্তকথা। )

মূল্য ২৲ কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য মাশুল সহ ১।॰ পাঁচ সিকা।

এরূপ অপূর্ব্ব গুপ্তকথা, এমন অদ্ভুত রহস্যময় বিচিত্র সংসার চিত্র আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা বর্ণনার অতীত, কল্পনার বহির্ভূত, সর্ব্বসাধারণের মনঃপুত এক অত্যুৎকৃষ্ট আদিরসপ্রধান রহোন্যাস। যিনি একবার ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। এই পুস্তকই "হরিদাসীর গুপ্তকথা" নামে সাধারণে পরিচিত।

হরিদাসীর শিশুকাল হইতে আজীবনের ঘটনা লইয়া, এই গুপ্তকথার সৃষ্টি। হরিদাসীর জীবনী বড়ই বৈচিত্র্যময়ী। তাঁহার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু সরলপ্রাণে সকলের

সম্মুখে জীবনের সুখদুঃখের কথা কহিতে বসিয়াছেন। সেই সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আনকের অনেক গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।—সমাজের সর্ব্বপ্রকার লোকের পাপ পুণ্যের চিত্র বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী অবসরে পাঠকের সুখদা-সঙ্গিনী, লোক চরিত্র শিক্ষায়, সংসার পরিচয়ে সুনিপুণা শিক্ষয়ত্রী। এমন মুখরোচক, সুখপাঠ্য সুন্দর উপন্যাস পাঠে বঞ্চিত থাকিবেন না। যাঁহারা সত্যকথা শুনিতে চাহেন, সমাজের গুপ্তকাণ্ড দেখিতে চাহেন—দেখিয়া শুনিয়া সাবধান হইতে চাহেন—কুলটার কুটিলতা হইতে, প্রলোভনের প্রসারিত পাশ হইতে রক্ষা পাইতে চাহেন—তাঁহাদেরই জন্য এই পুস্তক।

ইহা নরনারীপাঠ্য। অবাধে আপন আপন প্রণয়িনীর কর-কমলে উপহার দিতে পারেন। পড়িয়া অকলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মী, গৃহিণীপনা শিখিবেন—পথভ্রষ্টা পাপিনীর পরিণাম দেখিয়া আত্মদমন করিবেন—সতীর সুখ দেখিয়া জীবনের আদর্শ গড়িবেন। বিরক্তা, অনুরক্তা হইবেন। মুগ্ধা উন্মাদিনী হইয়া সংসারে স্বর্গের সুখ আনিবেন। এতদ্ব্যতীত রায় মহাশয়ের কাণ্ডকারখানা, মাষ্টারবাবুর কীর্ত্তিকলাপ, মল্লিক-নিগ্রহ, শ্মশান-ভূমে কাপালিক হস্তে হরিদাসীর নির্য্যাতন, গুমখুন, ছাদ হইতে লম্বিত রজ্জুবদ্ধ বাক্সের সাহায্যে নাগর তুলিতে গিয়া তন্মধ্যে রক্তাক্ত মৃতদেহ দর্শনে নাগরীর হৃৎকম্প প্রভৃতি অত্যদ্ভুত অপরূপ চিত্রে পুস্তকখানি পরিপূর্ণ। এমন রহস্যের উপর রহস্যের সৃষ্টি আর কোন পুস্তকে নাই। লেখকের লিপিকৌশলে ঘটনাবলী ঐন্দ্রজালিক মায়ালীলার ন্যায় পাঠকের হৃদয়ে এমন একটা তন্ময়তা আনয়ন করিবে যে, পাঠক মাত্রকেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় পড়িয়া যাইতে হইবে। যতক্ষণ না পুস্তকখানি শেষ হইবে, ততক্ষণ কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না।

উপহার—প্রভাত কুমারী।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ষষ্ঠ অংশ। পাগলের কিলজকি—নানাবিধ শিক্ষার জিনিষ ইহাতে আছে। তিথি গণনা, নক্ষত্র গণনা, জন্ম নক্ষত্রানুসারে অদৃষ্ট ফলাফল গণনা ইত্যাদি।

সপ্তম অংশ। তীর্থ তত্ত্ব—কালীঘাট, তারকেশ্বর, কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, গঙ্গাসাগর, ঘোষপাড়া প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দুর তীর্থ এবং পেঁড়ো, মক্কা, মদিনা প্রভৃতি মুসলমান তীর্থ স্থানের বিবরণ কর্ত্তব্য কার্য্য ও তাহার ব্যয়, যাইবার ভাড়া প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ ইহাতে বিশদভাবে লেখা আছে। এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে তীর্থে যাইয়া কোন বিষয় জানিয়া লইবার জন্য পাণ্ডার আবশ্যক হয় না।

অষ্টম অংশ। ব্রততত্ত্ব—ইহাতে ফলসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, বড় বড় ব্রত ও তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য ও তাহার ব্যয় এবং কোন কোন ব্রতের কি ফল প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লেখা আছে।

নবম অংশ। পারত্রিক তত্ত্ব—এ কালে পাপ করিলে পর কালে কি শাস্তি হয়, সেই সকল পাপের ভোগাভোগ সকল চিত্রদ্বারা দেখান হইয়াছে।

দশম অংশ। শান্তিকুঞ্জ—ইহা একটী অপূর্ব্ব জিনিষ, যিনি একবার দেখিবেন, তিনি আর জন্মে ভুলিবেন না।

অতীব বিস্ময়কর! অতীব লোমহর্ষণকর!! অতীব চমকপ্রদ।

উপন্যাস জগতে সোণার পারিজাত।

## সচিত্র সেনাপতির গুপ্ত-রহস্য।

বৃহৎ চারিখণ্ডে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

মূল্য ১৷৷০ টাকা আট আনা, মাশুল ৴০ আনা।

বঙ্গ-সাহিত্য জগতে এই সেনাপতির গুপ্তরহস্য পুস্তকখানি বাস্তবিকই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, নূতন কল্পনা কৌশলে ও মনমজান বিষয় সমষ্টিতে পরিপূর্ণ, এই পুস্তকখানি উপন্যাস আকারেলিখিত। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ভাব গবেষণা পূর্ণ ও চরিত্র চিত্রন অতি

উত্তম উপমা রহিত। উপন্যাস, নবন্যাস, গুপ্তকথা, গুপ্তরহস্য, ডিটেকটীভের গল্প প্রভৃতির সার ভাগ লইয়া সেনাপতির গুপ্তরহস্য লিখিত হইয়াছে।

ইহার ঘটনাবলী এরূপ বিস্ময়কর নূতন আশ্চর্য্যজনক যে, পাঠ করিতে করিতে চমকিবেন, শিহরিবেন, হাসিবেন এবং স্তম্ভিত হইয়া ইহার পর কি আছে তাহাই কেবল জানিবার জন্য তন্ময় হইয়া পাঠ করিতে থাকিবেন। এই পুস্তকখানি মোগল সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বঙ্গের মুসলমান রাজধানী ভূষণা নগরীর গুপ্ত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

জাল, জুয়াচুরি, অদ্ভুত ডাকাতি, ভয়ানক গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, খালিঘর বা গুপ্তগৃহ, বড় লোকের গুপ্তগৃহে গুপ্ত ক্রিয়া রহস্য, দস্যুতা ও প্রণয় ধর্মশালা রহস্য, ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার ও পাপকার্য্যের সহায়িতা, বিচার, বিচারে অবিচার, শাসন, পুলিশের কাণ্ড, গোয়েন্দার চতুরালি, ফাঁসি, যুদ্ধ, গ্রেপ্তারি, শাস্তি, আদালত, বিবাহ, কৌতুক প্রভৃতি নানা ঘটনায় ইহার পৃষ্ঠা শোভিত, এমন একটীও বাজে কথা নাই, যাহরা পাঠ করিতে করিতে ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

আবার প্রস্ফুটিত প্রেমের বিকাশ, সঙ্গীতের মোহকরী ঝঙ্কার, অস্ত্রের ঝনঝনা, পাষাণফাটা শোক, নির্ঝরিণীর করুণ উচ্ছ্বাস, সুরূপা কন্যার জন্য পুলিস কর্ম্মচারীর বিপদ, কারাগারে বাস ও নানা কষ্টের পর উদ্ধার প্রভৃতি কত কৌতুকাবহ ঘটনা ইহাতে আছে, তাহা এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে লেখা অসম্ভব। মোট কথা, ইহাতে কেহ ঠকিলাম বলিতে পারিবেন না।

আরও আছে পুস্তকখানির বহিঃ সৌন্দর্য্য! পুস্তকখানি জড়ি [illegible] বিলাতী বাঁধাই ও সোণার জলে নাম [illegible]খা, অনেকগুলি [illegible] ছবির সহিত ইহার কলেবর পূর্ণ। এ প্রকার ছবি কোন [illegible]কার পুস্তকে এ পর্য্যন্ত কেহ দিতে [illegible] নাই, একবার দেখিলে [illegible] পলক পড়িবে না। পুস্তকখানি আপনার হস্তে পড়িলে [illegible]বেন কেমন উৎকৃষ্ট কি [illegible]। এ হেন পুস্তকের মূল্য [illegible]